আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
১৯১৩-২০১৩ 1913-2013

Love for all
Hatred for none

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৭ বর্ষ | ১০ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ | ৬ সফর, ১৪৩৬ হিজরি | ৩০ নবুওয়ত, ১৩৯৩ হি. শা. | ৩০ নভেম্বর, ২০১৪ ঈসাব্দ

গত ৮ নভেম্বর, ২০১৪ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যের উদ্যোগে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় ১১তম বার্ষিক জাতীয় শান্তি ও সম্প্রীতি সভা

বিস্তারিত ভিতরের পাতায়

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর ১৪ ও ২১ নভেম্বর ২০১৪ প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারমর্ম

পড়ুন ৪০ পৃষ্ঠায়

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন-

“তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।”

(বুখারী ও মুসলিম)।

“বাহ্যিকতার কোন মূল্য নেই। খোদা তোমাদের হৃদয় দেখে থাকেন এবং তদনুযায়ী তিনি তোমাদের সাথে ব্যবহার করবেন।”

–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

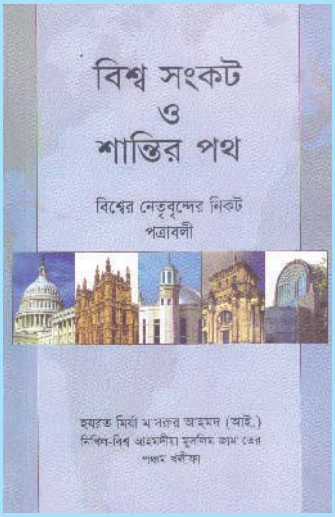

হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) বিশ্ব সংকট নিরসন ও শান্তির জন্য বিশ্বের নেতৃবৃন্দের নিকট যে সব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার বাংলা অনুবাদ **‘বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ’** পুস্তক আকারে বের হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **ড. আবদুল্লাহ শামস বিন তারেক**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। **আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন**।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

"Love For All, Hatred For None."

Hakim Watertechnology

“Best Water, Best Life”

House hold/Official | Commercial/Industrial | Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989

E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

সন্ত্রাসী দলগুলোর আগ্রাসী তৎপরতা বন্ধে– হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর বিশ্ব নের্তৃবৃন্দকে সঠিক পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদ ভবনের সভাকক্ষে গত ৮ নভেম্বর, ২০১৪ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যের উদ্যোগে ১১তম বার্ষিক জাতীয় শান্তি ও সম্প্রীতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রিয় ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বিশ্ব-সমাজের বিভিন্ন স্তরের নেতাদের কাছে ইসলামের অনিন্দ্য-সুন্দর শিক্ষায় বর্ণিত শান্তির অমীয় বাণী পৌঁছে দেন।

বিশ্বের বড় নেতারা যদি সত্যিকার অর্থেই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হতে চান তবে, এখনই এই সন্ত্রাসী দলগুলোর অপতৎপরতা বন্ধ করতে হবে। তা নাহলে যুবকদের নৈতিক অবক্ষয় থেকে উদ্ভূত যে ক্রুরতা তা শুধুমাত্র মুসলমানদের সমস্যাই নয়, বরং পশ্চিমা বিশ্বের জন্য একটি বড় সমস্যার কারণ হয়ে দাড়াবে।

এই সভায় ইউরোপীয়ান পার্লামেন্টের সদস্যসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার নের্তৃস্থানীয় প্রায় ১০০০ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সকলেই বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বিগত দশ বছর ধরে 'শান্তি পুরস্কার' দিয়ে আসছে। এ বছরের শান্তি পুরস্কার বিজয়ী হিসেবে মানব সেবায় বিশেষ অবদানের জন্য Magnus MacFarlane-Barrow এর নাম ঘোষণা করা হয়। Mary's Meals এর প্রধান নির্বাহীকে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে হাজারও দুঃস্থ শিশুদের মাঝে খাদ্য-বিতরণ ও শিক্ষা-দানে উদ্যোগী ভূমিকা রাখার জন্য জামা'তের পক্ষ থেকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান অস্থিরতা, আর চরমপন্থা ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের আগ্রাসী বিস্তার, বিশেষ করে ISIS-এর উদাহরণ টেনে হুযূর (আই.) বলেন, এই গ্রুপটি সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে শান্তিপ্রিয় মুসলমানদের বদনাম করে চলছে। সাম্প্রতিক সময়ে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রদর্শিত কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করে হুযূর (আই.) বলেন, ধর্মকে অন্যায় ভাবে ব্যবহার করে এরা ইসলামের দুর্নাম করে চলছে। হুযূর (আই.) কুরআন শরীফ থেকে উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, ইসলাম আমাদেরকে ধৈর্য-ধারন, শান্তি-স্থাপন স্বাধীনতা ও মানবাধিকার প্রদানের শিক্ষা দেয়।

তিনি আরো বলেন, এই সন্ত্রাসী দলগুলোকে বহির্শক্তি তাদের পার্থিব স্বার্থে ব্যবহার করছে। বিশ্বের বড় নেতারা যদি সত্যিকার অর্থেই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হতে চান তবে, এখনই এই সন্ত্রাসী দলগুলোর অপতৎপরতা বন্ধ করতে হবে। তা নাহলে যুবকদের নৈতিক অবক্ষয় থেকে উদ্ভূত যে ক্রুরতা তা শুধুমাত্র মুসলমানদের সমস্যাই নয়, বরং পশ্চিমা বিশ্বের জন্য একটি বড় সমস্যার কারণ হয়ে দাড়াবে। তিনি বিশ্ব নের্তৃবৃন্দকে পূর্বের ন্যায় আবারো সতর্ক করেন যে, সময় থাকতেই এর ব্যবস্থা নিতে হবে নইলে তাদের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে আরো একটি বিশ্ব-যুদ্ধ।

ঐশী ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠিত খেলাফত প্রদত্ত সতর্কতামূলক এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিশ্বনের্তৃবর্গ মানবতা সুরক্ষায় দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবেন এটাই শান্তিকামী মানুষের একান্ত প্রত্যাশা।

সূচিপত্র

৩০ নভেম্বর, ২০১৪

কুরআন শরীফ	৩
হাদীস শরীফ	৪
অমৃত বাণী	৫
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ৩০ নভেম্বর, ২০০৭-এর **জুমুআর খুতবা**।	৬
কলমের জিহাদ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৩
PRESS RELEASE	১৮
হযরত মৌলভী হাকীম নূরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.)-এর নামে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর লেখা ৫০ নম্বর চিঠি।	২২
ইসলামী নামায ভাষান্তর: মওলানা জাফর আহমদ	২৩
'মরণোত্তর দেহদান' কি বলে ইসলাম মাহমুদ আহমদ সুমন	২৬
দরবেশে কাদিয়ানের পটভূমি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল	২৮
গিবত একটি জঘন্য পাপ মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন	৩০
নবীনদের পাতা- হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর রসূল প্রেম মৌলবী ফরহাদ আলী	৩২
সংবাদ	৩৪
আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ	৪০
ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার প্রতি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর বিশেষ উপদেশ	৪৬
পর্দা সম্পর্কে খলীফাতুল মসীহ্-র দিক নির্দেশনা	৪৭
হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক তাহরীককৃত দোয়াসমূহ	৪৮

হুযূর আনওয়ার (আই.)-প্রদত্ত Ebola Virus-এর প্রতিষেধক

কিছুদিন পূর্বে হুযূর আনওয়ার (আই.) আফ্রিকান দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়া Ebola Virus (ইবোলা ভাইরাস) থেকে রক্ষার জন্য নিম্নলিখিত হোমিওপ্যাথি ঔষধ ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিলেন Crotalus Horridus 30 (দৈনিক একবার)

এখন যেহেতু Ebola Virus এর প্রভাব আফ্রিকান দেশসমূহের বাহিরে ইউরোপ এবং আমেরিকাতেও বিস্তৃতি হতে আরম্ভ করেছে যার কারণে হুযূর আনওয়ার (আই.) জামা'তের সদস্যদের দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন যে Ebola Virus এর প্রতিষেধক হিসাবে নিম্ন বর্ণিত ঔষধসমূহ দুই থেকে তিন মাসের জন্য ব্যবহার করার জন্য।

1. Crotalus Horridus 30 (দৈনিক একবার)

2. Acconitum 200 (সপ্তাহে একবার)

হুযূর (আই.) ইবোলা ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে দারচিনির কফি ব্যবহার করারও দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

হুযূর আনওয়ার (আই.) প্রদত্ত কল্যাণমণ্ডিত এই ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করে দেশ-বিদেশের সবাই উপকৃত হোন।

কুরআন শরীফ

সূরা আল হিজ্‌র-১৫

وَاَنَّ عَذَابِیْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِیْمُ ﴿۵۱﴾

৫১। এবং (একথাও জানিয়ে দাও), নিশ্চয় আমার আযাবই হলো বড় যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَیْفِ اِبْرٰهِیْمَ ﴿۵۲﴾

৫২। আর তুমি ইব্‌রাহীমের মেহমানদের সম্বন্ধে এদের অবহিত করে দাও।

اِذْ دَخَلُوْا عَلَیْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ﴿۵۳﴾

৫৩। তারা যখন তার কাছে এসে বললো, 'সালাম' (অর্থাৎ শান্তি) সে বললো, আমরা তোমাদের (আগমনে) ভীত[১৫০৫]।

قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِیْمٍ ﴿۵۴﴾

৫৪। তারা বললো, 'ভয় পেয়ো না। নিশ্চয় আমরা তোমাকে এক জ্ঞানবান পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি।'

قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِیْ عَلٰۤی اَنْ مَّسَّنِیَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ ﴿۵۵﴾

৫৫। সে বললো, 'আমাকে বার্ধক্যে জর্জরিত করে ফেলা সত্ত্বেও কি তোমরা আমাকে এ সুসংবাদ দিচ্ছো? তাহলে কিসের ভিত্তিতে তোমরা আমাকে (এ) সুসংবাদ দিচ্ছ'?

১৫০৫। সম্ভবত শোক-ব্যথার ছাপ আগুন্তুক সংবাদবাহকদের মুখমন্ডলের ওপর দৃশ্যমান হয়েছিলো, কারণ তারা আসন্ন মহাদুর্যোগের সংবাদ নিয়ে এসেছিল। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) তাদের বিষন্ন চেহারা দেখে অথবা তাদের সম্মুখে পরিবেশিত খাদ্য গ্রহণ করতে অস্বীকৃতির কারণে হয়ত ঐরূপ ভেবেছিলেন (১১ঃ৭১)।

হাদীস শরীফ

আল্লাহ্ কোন অহংকারীকে পছন্দ করেন না

কুরআন :

ঔদ্ধত্যের সাথে পৃথিবীতে চলাফেরা করো না। আল্লাহ্ কোন অহংকারী (ও) দাম্ভিককে পসন্দ করেন না (সূরা লুকমান : ১৯)।

হাদীস :

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'যার অন্তরে এক কণা পরিমাণ অহংকার আছে সে কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না'। কেউ বললো, 'হে রাসুলুল্লাহ (সা.)! যদি কেউ সুন্দর পোষাক ও জুতা পসন্দ করে?' তিনি (সা.) বললেন, 'অহংকার বলতে আত্মাভিমানে সত্যকে অস্বীকার করা এবং অন্যকে হেয় চোখে দেখাকে বুঝায়' (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা :

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, অহংকার এমনই একটি আপদ যা মানুষের পিছু ছাড়ে না। মনে রাখবে অহংকার শয়তান হতে আসে এবং অহংকারীকে শয়তানে পরিণত করে ছাড়ে। (মালফুজাত, ৬ষ্ঠ খন্ড)

ইসলাম জীবনের উন্নততর বিকাশ চায়। এমন একটি সমাজ গড়ে তুলতে চায় যেখানে মানবতার বিকাশের সাথে সাথে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির উত্তম সম্পর্ক গড়ে উঠবে। উন্নতির পথে সহায়ক এমন প্রতিটি বিষয়-বস্তুকে ইসলাম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেছে। মানবতা বিকাশের জন্য বিনয়ী হওয়া আবশ্যকীয়। বিনয়ই মানুষের জন্য মানুষের মাঝে প্রেম, ভালোবাসা ও সহানুভূতির জন্ম দেয়। তাই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমার চলাফেরার মাঝে যেন অহংকারের ছাপ না থাকে।

কেননা আল্লাহ্ অহংকারকে পসন্দ করেন না। সাধারণত যে অহংকারী সে কখনও বলে না যে, 'আমি অহংকারী বা নিজে অহংকারী তা-ও স্বীকার করে না। অহংকারীর পরিচয় তার আমলে। ***শুধু যে জাগতিক বিষয়েই মানুষ অহংকারী হয় তা নয় বরং আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও মানুষ অহংকারী হয় যা অত্যন্ত ভয়াবহ।*** অহংকার মানুষকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিপতিত করে।

আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন কখনও কোন ধরনের অহংকার না করি আর বিনয়ের পথ অনুসরণের মাধ্যমে মহান খোদা তা'লার অশেষ নৈকট্য লাভ করি আর তিনি যেন সব সময় নিজ রহমতের চাদরে আমাদেরকে ঢেকে রাখেন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আগমনের উদ্দেশ্য

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

আমি স্বপ্নে দেখছি যে, লোকেরা এক জীবনদাতাকে খুঁজছে। এমন সময় এক ব্যক্তি আমার সামনে উপস্থিত হল এবং আমার দিকে ইঙ্গিত করে বলল 'হাযা রাজুলুন ইউহিব্বু রাসূলাল্লাহ্' অর্থাৎ ইনিই সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-কে ভালোবাসেন। এ কথার অর্থ, (আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যের) পদ লাভের জন্য বড় শর্ত হল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে ভালোবাসা, যা এই ব্যক্তির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। (রূহানী খাযায়েন, প্রথম খন্ড, ৫৯৮ পৃষ্ঠা)

দুনিয়া আমাকে গ্রহণ করতে পারে না, কেননা আমি দুনিয়া হতে নই। কিন্তু যাদের প্রকৃতিতে আধ্যাত্মিক জগতের অংশ প্রদান করা হয়েছে তারা আমাকে গ্রহণ করেছে ও করবে। আমাকে যে ত্যাগ করে, সে তাঁকে ত্যাগ করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন এবং আমার সাথে যিনি সংযোগ স্থাপন করেন, তিনি তাঁর সাথে সংযোগ স্থাপন করেন যাঁর নিকট হতে আমি এসেছি। আমার হাতে এক প্রদীপ আছে। যে ব্যক্তি আমার নিকট আসবে সে অবশ্যই সেই আলো হতে অংশ লাভ করবে কিন্তু যে ব্যক্তি সন্দেহ ও কুধারণাবশতঃ দূরে সরে পড়বে সে অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হবে।

এ যুগের দুর্ভেদ্য দুর্গ আমি। যে ব্যক্তি আমা'তে প্রবেশ করবে, সে চোর, দস্যু ও হিংস্র জন্তু হতে নিজ প্রাণ বাঁচাবে। (রূহানী খাযায়েন, তৃতীয় খন্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা)

আমি সেই খোদার কসম খেয়ে বলছি যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, কুরআনের রহস্য ও তত্ত্বজ্ঞানে আমাকে সকল মানবাত্মার উপর প্রাধান্য দান করা হয়েছে। আমি কুরআন শরীফের তফসীর লিখতে বার বার প্রতিযোগিতার জন্য চ্যালেঞ্জ দিয়েছি। যদি কোন বিরুদ্ধবাদী মৌলভী এটি গ্রহণ করত তা হলে খোদা তা'লা অবশ্যই তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতেন। সুতরাং কুরআনের যে গভীর তত্ত্বজ্ঞান আমাকে দান করা হয়েছে এটি আল্লাহ্‌র এক নিদর্শন। আমি খোদার ফযল হতে আশা রাখি যে, শীঘ্র দুনিয়া দেখে নিবে, আমি সত্যবাদী। (রূহানী খাযায়েন, দ্বিতীয় খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা)

আমি নি:সঙ্গ নই, বরং সম্মানিত খোদা আমার সাথে রয়েছেন। সেই খোদা হতে আমার নিকটতর আর কেউ নেই। তাঁর কৃপাতেই আমি এক প্রাণপূর্ণ আত্মা পেয়েছি যেন দু:খ সহ্য করেও তাঁর ধর্মের সেবা করতে পারি এবং ইসলামী আন্দোলনকে পূর্ণ উদ্দীপনা ও সত্যতার সাথে পূর্ণ করতে পারি। এ কাজের জন্যই তিনি আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন। এখন আমি কারও বাধা দানে ক্ষান্ত হওয়ার নই। (রূহানী খাযায়েন, ৫ম খন্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা)

এক মুত্তাকী ব্যক্তির (আমাকে চেনার) জন্য এটাই যথেষ্ট যে, খোদা তা'লা আমাকে ধ্বংস করেননি, যেভাবে তিনি কোন প্রতারককে ধ্বংস করেন। আমার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দেহ ও আত্মার ওপর এত অনুগ্রহ করেছেন যা গণনাতীত। আমি খোদার তরফ হতে ওহী ও ইলহাম প্রাপ্তির দাবী তখন করেছিলাম যখন আমি যুবক ছিলাম আর এখন তো আমি বৃদ্ধ। আমার এই দাবীর পর বিশ বৎসর অতিবাহিত হয়েছে, আমার অনেক আত্মীয়-স্বজন বয়সে আমার চেয়ে যারা ছোট ছিল তারা গত হয়েছেন এবং তিনি আমাকে দীর্ঘায়ু দান করেছেন। আমার প্রত্যেক বিপদের সময় তিনি আমার পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধু থাকেন। অতএব এক প্রতারকের কখনও এ বৈশিষ্ট্য হতে পারে কি? (রূহানী খাযায়েন, ১১তম খন্ড, ৫০ পৃষ্ঠা)

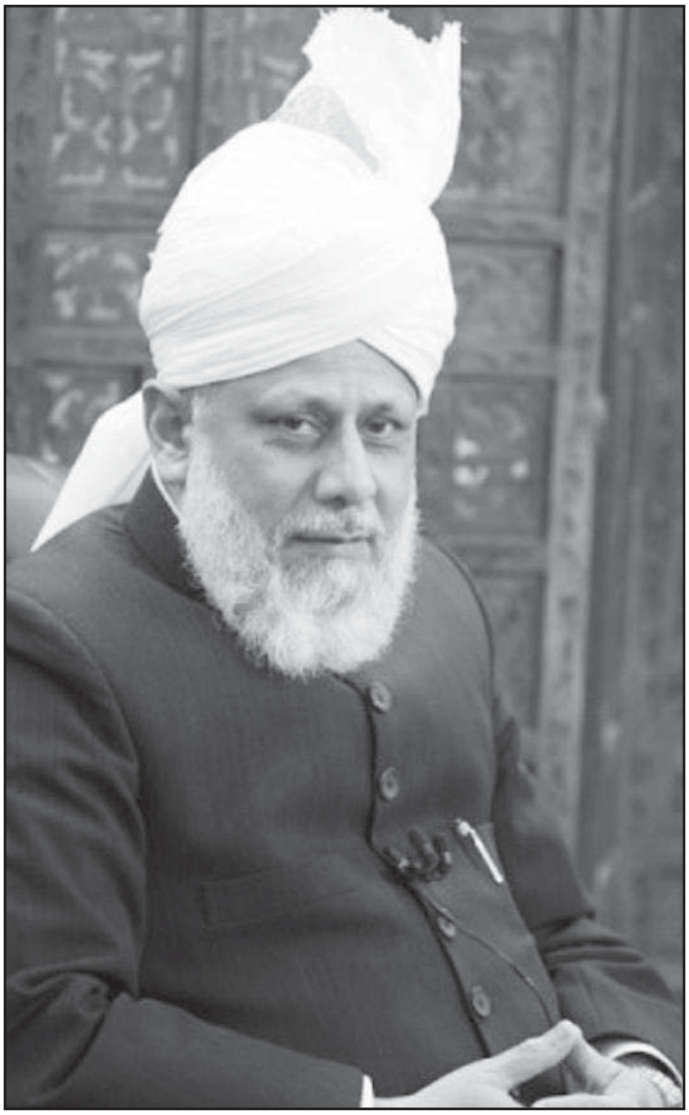

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৩০ নভেম্বর ২০০৭-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝١٩

(সূরা আল্ ইমরান:১৯)

পূণ্য, খোদাভীতি এবং খোদার একত্ববাদের সঠিক জ্ঞান নিজের ভিতর জন্ম দেয়াই জামা'তে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। এর প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকরীরূপে পরিণত হওয়া এবং বিশ্বেও তা প্রতিষ্ঠা করা। বিশ্বে সে খোদার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে যিনি আকাশ ও পৃথিবীমালা সৃষ্টি করেছেন। এ ধরাতেই তাঁর অগণিত সৃষ্টি রয়েছে আর পৃথিবী পুরো বিশ্বের এত সামান্য অংশ যে, একটি বিন্দুর চেয়ে বেশি এর কোন মূল্য নেই। তাই আমরা যাদেরকে মানুষ বলা হয় আর কতক অত্যন্ত দম্ভ ও অহংকারের সাথে পৃথিবীতে বিচরণ করে, তাদেরতো কোন মূল্যই নেই।

এটি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ, তিনি মূল্যহীন হওয়া সত্ত্বেও আমাদেরকে সৃষ্টির সেরা জীব হবার সম্মান দিয়েছে আর আমাদের অধীনে কিছু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, এবং আমাদের সৃষ্টির একটি উদ্দেশ্য বলেছেন যে, আমাদেরকে তাঁর বান্দা হতে হবে। কিন্তু বিশ্বের অধিকাংশ এ উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তা করতে নারাজ কেননা পার্থিব ক্রিড়া-কৌতুক, খেল-তামাশা তাদেরকে আকৃষ্ট করে রেখেছে। শয়তান তাদেরকে আপন জালে বন্দী করে রেখেছে। কিন্তু তারা যারা আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরীতের উপর ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশের ওপর আমলকারী, তারা এ উদ্দেশ্য স্মরণ রাখেন।

আল্লাহ্ তা'লা যিনি সকল শক্তির আধার,

প্রবল পরাক্রমশালী, যিনি আকাশ ও পৃথিবীমালা সৃষ্টি করেছেন, তিনি স্রষ্টা, এ ভূখন্ডে বিচরণকারী অগণিত প্রজাতির প্রাণী তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে এ পৃথিবীতে আপন ইবাদত করানোর এবং তাঁর রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কোন মানবের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তিনি তাঁর বান্দাদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে এর প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করেছেন, আমি তোমাদেরকে এ বিবেক ও জ্ঞানের পাশাপাশি স্বাধীনতা প্রদান করেছি, আমার নবী আমার পক্ষ থেকে যে শিক্ষা নিয়ে এসেছেন অস্বীকারের পরিবর্তে তার প্রতি ঈমান আনো। এটি তোমাদের স্বাধীনতা। জ্ঞান ও বিবেকের যদি সঠিক ব্যবহার কর তাহলে ঈমান আনয়নকারীও এ শিক্ষার ওপর আমলকারী হবে। তারপর আমি তোমাদেরকে সেসব লোকদের মধ্যে গণ্য করবো যারা আমার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করে। যারা অস্বীকার করবে তারা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণকারীদের মধ্যে গণ্য হবে।

তাই বলেন, আমার বান্দা এবং তারাই আমাকে মা'বুদ মনে করে যারা আমার শিক্ষা ও নির্দেশাবলীর ওপর আমল করে। সেসব নির্দেশ যা আমি নবীদের মাধ্যমে অবতীর্ণ করেছি আর যা চুড়ান্ত হয়েছে মহানবী (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ সর্বশেষ শরীয়ত কুরআনের মাধ্যমে। মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যিনি আসবেন তিনি ছাড়া শরীয়ত নিয়ে আর কেউ আসবেন না। তাই আল্লাহ্ তা'লা এ শিক্ষা মোতাবেক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মহানবীর দাসত্বে আবির্ভূত করেছেন যেন বিশ্ববাসীকে সত্যিকার মা'বুদের সাথে পরিচিত করাতে পারেন। খোদা এবং তাঁর সৃষ্টির মাঝে যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল, যে দূরত্ব বেড়ে গিয়েছিল এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা দুর করে আল্লাহ্ এবং সৃষ্টির মধ্যে সত্যিকার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। এখন আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের এটিই কাজ, এ মিশনকে এগিয়ে নেয়া, তাহলেই আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তভূক্ত হবার দায়িত্ব পালন করার চেষ্টাকারী দাবী হবো। তাহলেই আমরা পৃথিবীতে খোদা তা'লার রাজত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চেষ্টাকারীদের মধ্যে গণ্য হবো।

আকাশ এবং পৃথিবীমালা আর এর মধ্যে যা কিছু আছে তার স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'লা। তিনি মহাপরাক্রমশালী, অধিপতি। পূর্বেও আমি বলেছি, তিনি সবকিছুর নিয়ন্তা। যখন যার বিরুদ্ধে প্রাধান্য বিস্তার করতে চাইবেন করতে পারবেন। এরপর আমরা যারা অধম দাস, তাঁর রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন কি ছিল? কেননা রাজত্বতো পূর্ব থেকে তাঁরই। যেভাবে আমি বলেছিলাম, আল্লাহ্ তা'লা বান্দাদেরকে ভালোমন্দ বুঝার অধিকার দিয়েছেন, আর আমাকে যারা সত্যিকার মা'বুদ মনে করে তারা আমার ইবাদতকারী। সৎকর্ম সম্পাদনকারী, ত্বাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা অন্যের মাঝে প্রচারকারী। যখন বান্দারা এরূপ কর্ম করবে তখন তারা বিশ্বে খোদার রাজত্ব প্রতিষ্ঠাকারী হবে, আর এর বিনিময়ে ইহকাল ও পরকালে উত্তম প্রতিদান লাভ করবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তারা আমার জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবে। এর বিপক্ষে অংশিবাদীদের, যারা খোদার বিরুদ্ধে অন্যের পিছু অনুসরণ করে তারা শাস্তি পাবে।

সুতরাং এতে আল্লাহ্ তা'লার কোন স্বার্থ নেই বরং বান্দার প্রয়োজন আছে যেন, সত্যিকার উপাস্যের সঠিক মর্ম নিজের মাঝে সৃষ্টি করে আর তাঁর সন্তুষ্টির জান্নাত লাভকারী হয়। যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবীদেরকে এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন যেন তাঁদের মাধ্যমে সত্যিকার উপাস্য হবার পরিচয় দেন। সেসব নবীরা খোদার সমীপে মাথানতকারী আর এ বাণী পৌঁছান এবং যারা এসব নবীর বিরোধীতা করে, যারা আল্লাহ্ তা'লার প্রেরীতের ওপর অত্যাচার-অবিচার করে সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পরাক্রমশালী হবার বিকাশ ঘটাতে গিয়ে আপন নবীদের সাহায্য করেন, তাঁদেরকে সফলতা দেন।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানে তাঁর সত্যিকার উপাস্য হবার উল্লেখ করেছেন, আমি আমার নবীর বিরুদ্ধবাদীদের, তাঁর জামা'তের বিরুদ্ধবাদীদের, তাদেরকে যারা সত্যিকার অর্থে আমার ইবাদতকারী, আমার বার্তা বুঝে, তাদের বিরুদ্ধবাদীদের আমি ধৃত করি এবং শাস্তি দেই আর তাদের নাম নিশান মিটিয়ে দেই। অনেক সময় এমন হয়, বরং অধিকাংশ সময় বা এভাবে বলা যায় যে, আল্লাহ্ তা'লা নবীদের সাথে তাঁদের জীবদ্দশায় বিশেষ ব্যবহার করেন, তাদের বিরুদ্ধবাদীদেরকে শিক্ষণীয় নিদর্শন বানান। তাঁর নবীর মোকাবিলায় যদি কাউকে রক্ষা করেন তাহলেও তাকে দৃষ্টান্তপূর্ণ নিদর্শনে পরিণত করেন, যেভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর মোকাবিলায় ফিরাউনকে বানিয়েছিলেন।

"পূণ্য, খোদাভীতি এবং খোদার একত্ববাদের সঠিক জ্ঞান নিজের ভিতর জন্ম দেয়াই জামা'তে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। এর প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকরীরূপে পরিণত হওয়া এবং বিশ্বেও তা প্রতিষ্ঠা করা।"

যে ফিরাউন খোদা হবার দাবী করতো। যার এ আত্মগর্ব ছিল যে সব মানুষ আমার প্রজা। আমার অনুগত। আমার চেয়ে বড় আর কে হতে পারে আর খোদা আবার কি জিনিষ? মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যখন সে ক্ষমা প্রার্থনার চেষ্টা করে তখন আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এখন সময় পার হয়ে গেছে। এখন তোমার অবশিষ্ট জীবন এবং এরপর তোমার শবদেহ দৃষ্টান্তপূর্ণ নিদর্শন হয়ে থাকবে। যাকে দৃষ্টান্তপূর্ণ নিদর্শন বানানো হয়েছে, সে ব্যক্তি খোদা হবার দাবী করেছিল, আর আজও শিক্ষনীয় নিদর্শন হয়ে পড়ে আছে। সে পরাক্রমশালী খোদা কোন বান্দার মাধ্যমে ফিরাউনের এ পরিণতি ঘটান নি। তার এ পরিণতি হয়েছিল সে পানির কারণে যাতে খোদার নির্দেশে জোয়ার-ভাটা হয়। তাই আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত, স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নয় বরং বান্দাকে যারা এ নির্দেশাবলীর ওপর অনুশীলনকারী তাদেরকে পুরস্কৃত করার জন্য, আর এতবড় পুরস্কার; তোমরা আমার একত্ববাদকে প্রতিষ্ঠা করে আমার রাজত্ব প্রতিষ্ঠাকারীদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হচ্ছো।

তারপর দেখুন! হযরত খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) যাঁকে খোদা তা'লা গোটা বিশ্বে তাঁর রাজত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আবির্ভূত করেছেন তাঁর সাথে খোদা তা'লার ব্যবহার। একটি এতিম শিশু, যে শিশুকাল থেকেই চুপচাপ এবং নিভৃতে থাকতেন কিন্তু খোদা তা'লা তাঁর প্রতিই সদয় হলেন কেননা তিনি ছিলেন সবচেয়ে বিনয়ী বান্দা। আল্লাহ্ তা'লা বলতে চাচ্ছিলেন, তোমরা এ ব্যক্তিকে যে শিশুকালেই এতিম হয়েছে, যে নিজের কাজে নিমগ্ন থাকতেন, বাহ্যত পার্থিব দৃষ্টিকোন থেকে দুর্বল। কিন্তু আমি তাঁকে বাল্যকাল থেকেই আমার সে কাজের জন্য নির্বাচিত করে গড়ে তুলেছি, যা বিশ্বেকে নেতৃত্ব দেয়ার কাজ, আর সে আমার সত্যিকার বান্দা যাঁর তুলনায় বড় কোন বান্দা হতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মানবের মধ্যে আমার গুণাবলীর সত্যিকার বিকাশ যদি কারো মধ্যে ঘটতে পারে তাহলে ইনি পরিপূর্ণ মানব। সুতরাং হে মক্কাবাসী! যাঁকে আজ তোমরা দুর্বল মনে করছো, অচিরেই সে তোমাদের নেতা/শাসক হবে। মক্কার প্রাথমিক অবস্থার প্রতি দেখুন! কত ধরনের নির্যাতন তিনি (সা.) ভোগ করেছেন অথবা তাঁর মান্যকারীদের অত্যাচার করা হয়েছে। সেসব ঘটনাবলী পাঠে শরীর শিউরে উঠে, তাঁকে হত্য করার ষড়যন্ত্রও করা হয়েছে কিন্তু মক্কা বিজয় একথার সাক্ষ্য যে, সেই সত্যিকার উপাস্য যিনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় যাঁর সমীপে তিনি (সা.) নত হতেন। তাঁর সম্মুখে তাঁর বিনীত দাস ও পরিপূর্ণ মানবই পরিশেষে জয়যুক্ত হয়েছে, এবং মক্কার সেসব প্রতিমা যার সংখ্যা ৩৬০-এ পৌঁছেছিল তা কোন কাজে আসেনি। সেসব প্রতিমা যা তারা খোদার মোকাবিলায় গড়েছিল তা তাদের কোনই উপকারে আসেনি।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন,

قُلْ اَرُوْنِيَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ كَلَّا ؕ بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۲۸﴾

(সূরা সাবা:২৮) তুমি বল, তোমরা তাদেরকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করো যাদেরকে শরীক করে তোমরা তাঁর সাথে মিলাচ্ছ; এটি কখনও হতে পারে না, বরং আল্লাহ্ই মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

সুতরাং মক্কা বিজয় এবং মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায়ই আরবের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বরং বহির্বিশ্বেও ইসলামের প্রসার সে সত্যিকার উপাস্যের প্রবল পরাক্রমশালী হবার উজ্জল নিদর্শন, মহানবী (সা.) যাঁর ইবাদত করেছেন এবং তাঁর অনুসারীদের দিয়ে করিয়েছেন, তারপর তাঁরা বিশ্বে আল্লাহ্ তা'লার রাজত্ব প্রতিষ্ঠাকারী হয়েছেন। কাফেররা আল্লাহ্ তা'লার শরীক নির্মাণ করে খানা কা'বাতে রেখেছিল, তা তাদের কোন উপকারে আসেনি। সে পরাক্রমশালী খোদাই সফলতা লাভ করেছেন যাঁর ইবাদতে প্রজ্ঞা রয়েছে। প্রতিমা পূজায় কি প্রজ্ঞা থাকতে পারে? যদি থেকে থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লার চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন, দেখাও; কিন্তু দেখাতে পারবে না।

আল্লাহ্ তা'লার মোকাবিলায় যে অংশীবাদীই হোক না কেন, যাকে তোমরা শক্তির আধার মনে কর; তার শক্তির বিকাশতো ঘটিয়ে দেখাও, কিন্তু করতে পারবে না। এরপর মহানবী (সা.)-এর যুগ শেষ হয়েছে। তাঁর (সা.) বা তাঁর খলীফাদের তিরোধানের পর প্রত্যেক শতাব্দীতে আল্লাহ্ তা'লার আধিপত্য হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করানো এবং সত্য ও এক ও অদ্বিতীয় খোদার সাথে পরিচিত করানোর জন্য মুজাদ্দেগণ আসতে থাকেন। পরবর্তীতে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের শুভসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আবির্ভূত হন। তাঁর প্রাথমিক যুগের দিকে দেখুন, কি ঘটেছিল। নিজ গৃহবাসীদের পক্ষ থেকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের শিকার। কারণ, পার্থিবতার প্রতি উদাসীনতা।

এজন্য যে, কেবল শুধুমাত্র সত্যিকার উপাস্যের ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, যে কারণে অনেক সময় ঘরের মানুষ তাঁর পানাহারের প্রতিও কোন দৃষ্টি রাখতো না। কিন্তু যখন সত্যিকার মা'বুদ তাঁকে (আ.) আপন রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বেছে নেন তখন সে ব্যক্তি যাঁর সম্পর্কে বলা হতো, দেখো গিয়ে মসজিদের কোন কোনায় হয়তো পড়ে আছে অথবা এ বাক্যও শোনা যেত, মেয়েদের মত লজ্জা পায় বলেই মানুষের সামনে আসতে ভয় পায়। সেই দুর্বল বান্দাই সত্যিকার উপাস্যের নিষ্ঠাবান বান্দায় পরিণত হন আর পুরো জগত তার জ্ঞান ও তত্বপূর্ণ লেখনীর সে দৃশ্য অবলোকন করে আশ্চর্য ও বিস্ময়াভিভূত হয়েছে। তিনিই যাকে মেয়েদের মত লজ্জাশীলা বলা হতো, সুবক্তা প্রমাণীত হয়েছেন। আজ বিশ্ববাসী তাঁর তত্বপূর্ণ লেখাকে আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখে। অনেক আরব যারা সুবিচারের দৃষ্টিতে দেখেন, তাঁর (আ.) আরবী লেখনী পাঠ করে আমাকে পত্র লিখেন যে, খোদার সাহায্যপ্রাপ্ত কোন বান্দার লেখাই এমন হতে পারে। আজ এ ব্যক্তির অনুসারীরা বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তা এ কথার যথেষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং যেভাবে ইচ্ছা তাঁর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। খোদা তা'লা আমাদেরকে পবিত্র মানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে তার সত্যিকার উপাস্য হবার জ্ঞান ও বৃৎপত্তি দান করছেন যাতে আমরা সে সত্যিকার উপাস্যের রাজত্ব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করে তাঁর সন্তোষভাজন হতে পারি।

তাই আমাদেরকে সর্বদা মনে রাখতে হবে, খোদার জন্য আত্মবিলীনকারী সে আরবের দোয়াই সহস্র সহস্র, লক্ষ-লক্ষ মৃতকে জীবন দান করেছে আজও সে ফানা ফিল্লাহ্র সত্যিকার প্রেমিক-এর দোয়াই জামা'তের উন্নতির কারণ হচ্ছে, আর আমাদের কোন প্রচেষ্টায় যদি ফল ধরে তাহলে তাও সে দোয়ার কল্যাণেই হচ্ছে এবং আমরা বিনামূল্যে আল্লাহ্ তা'লার রাজত্ব প্রতিষ্ঠাকারী সাব্যস্ত হচ্ছি। কিন্তু আমরা এ ফল ততক্ষণ পর্যন্ত ভোগ করতে পারবো যতক্ষণ এ সত্যিকার উপাস্যের প্রতি অনুগত থাকবো।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর দাসত্বের মোকাম সম্পর্কে সত্যিকার জ্ঞান ও বুৎপত্তি সম্পর্কে অবগত করাতে গিয়ে এ

অনুপম আদর্শের ওপর পরিচালিত হবার উপদেশ দিয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: "পৃথিবীতে একজন রসূল এসেছেন, যেন যারা বধির তারা শুনতে পায়; তারা যে কেবল আজই বধির এমন নয় হাজারো বছর ধরে বধির হয়ে আছে।" তারপর বলেন, "কারা অন্ধ আর কারাইবা বধির? তারাই, যারা খোদার একত্ব বা তৌহিদকে কবুল করেনি। মেনে নেয়নি এ রসূলকে যিনি নতুনভাবে বিশ্বে তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। সে রসূল যিনি বন্যদেরকে মানুষ বানিয়েছেন এবং মানুষকে সচ্চরিত্র মানুষে অর্থাৎ সত্যিকার নৈতিক চরিত্রের ওপর ভারসাম্যপূর্ণ মানুষে রূপান্তরিত করেছেন। পুনরায় সে নৈতিক গুণাবলী সমৃদ্ধ মানুষে খোদাপ্রাপ্ত মানুষে উন্নীত করার জন্য ঐশী রঙে রঙিন করে তুলেছেন। সে রসূল, হ্যাঁ, সে সত্যের সূর্য, যাঁর চরণে হাজারো মানুষ যারা শির্ক, নাস্তিকতা ও কলুষিত জীবনে আবর্তে মরে গিয়েছিল, তারা পুনরায় জীবন ফিরে পেয়েছে। (তবলীগে রেসালত, ৬ষ্ঠ খন্ড: উদ্ধৃতিটি নেয়া মির্যা গোলাম আহমদ আপনি তাহরীরোঁ কি রুঁ সে'র ১ম খন্ড, পৃ:৪০৭ থেকে)

সুতরাং আসল চরিত্রবান সে, যে বাহ্যিক নৈতিকতা থেকে উন্নীত হয়ে সত্যিকার খোদার পরিচয় লাভ করে আর মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবেই উদ্দেশ্যও এটিই, তিনি বিশ্ববাসীকে সত্যিকার খোদার সাথে পরিচিত করানোর জন্য এসেছিলেন এবং তাঁর সত্যিকার দাস হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যও তাই। এবং তাঁর মান্যকারী যারা সত্যিকারেই তাঁর অনুসারী তাদেরও এমনটিই উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ। কেবল বাহ্যিক পার্থিব গুণাবলীই যেন মূল উদ্দেশ্য না হয় বরং আমরা সত্যিকার উপাস্যের প্রকৃত দাস হবার চেষ্টা করবো আর বিশ্ববাসীকেও এ সম্পর্কে অবহিত করুন।

যারা খোদায় অবিশ্বাসী অথচ পার্থিব নৈতিক গুণাবলীতে সমৃদ্ধ তাদের সম্পর্কে একদা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেছিলেন, একটি সভা হয় যাতে অনেক শিক্ষিত ও জ্ঞানী-গুণী, সমাজের উন্নত ও সুশীল শ্রেণীর মানুষ সমাগম ঘটেছিল। এ সভায় বন্ধুগণ বলেন, আমরা লৌকিকতা, কৃত্রিমতা ও বিলাস- ব্যসনে বিরক্তি বোধ করছি। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি লৌকিকতা আরম্ভ হয়েছে আর এ কৃত্রিমতা আমাদের জীবনকে দূর্বিষহ করে তুলেছে, তাই আজকের সভা যাতে বন্ধুরা উপবিষ্ট আছেন তা অকৃত্রিম হওয়া উচিৎ। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি ভাবলাম ভদ্রতার সীমায় থেকে অকৃত্রিম সভা হবে। কিন্তু বলেন, সেখানে অভদ্রতার এমন প্লাবন এবং নৈতিককতা বিবর্জিত কর্মকান্ড ঘটেছে যে সেখানে বসে থাকা দায় ছিল।

সম্প্রতি কোন এক আত্মীয় আমাকেও বলেছেন, পাকিস্তানে যারা বাহ্যত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণী বা দাবী করে। তাদের অনুষ্ঠানাদীতে এমন নৈতিকতা বিবর্জিত ঘৃণ্য কর্মকান্ড হয় যে সেখানে কোন আহমদীতো দূরে থাক কোন ভদ্রলোক যার মধ্যে সামান্য ভদ্রতা আছে সে বসতে পারবে না। তাদের কর্মকান্ড এরূপই হবার কথা কারণ তারা সত্যিকার উপাস্যকে পরিত্যাগ করে দূরে ছিটকে পড়ছে। তাঁকে চেনার চেষ্টাই করে না। সত্যিকার উপাস্যের রাজত্ব তখন প্রতিষ্ঠিত হবে যখন পুণ্য ও খোদাভীতি প্রতিষ্ঠিত হবে অথবা তাঁর রাজত্ব প্রতিষ্ঠাকারী তখন সাব্যস্ত হবে যখন উন্নত গুণাবলী, পার্থিবতার পাশাপাশি ধর্মীয় গুণাবলীরও উন্নত মান অর্জিত হবে। ইবাদতেরও উন্নত মান অর্জিত হবে। তাই এ যুগেও চরিত্রবান ও খোদাপ্রাপ্ত মানুষ তারাই যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে এর প্রকৃত সৌন্দর্য উপলব্ধি করেছে এবং দেখেছে এবং আজও আমরা তখনই সত্যিকার সফলতা লাভ করবো যখন আমরা খোদাপ্রাপ্ত মানুষ হবার চেষ্টা করবো, সত্যিকার উপাস্যকে চিনবো। তাই স্বীয় উদ্দেশ্য লাভ করার জন্য প্রত্যেক আহমদীকে এ মূলকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করা উচিৎ, আমাদের ব্যক্তিগত বা সম্মিলিত সফলতা ও উন্নতির রহস্য সত্যিকার উপাস্যের ইবাদতে নিহিত।

আল্লাহ্ তা'লা আযীয বৈশিষ্ট্যের বর্ণনায় পবিত্র কুরআনে এদিকে মনযোগ আকর্ষণ করেছেন। সকল নবীর ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য আর আজও মু'মিনদের উন্নতি এর সাথেই সম্পৃক্ত।

এখন আমি পবিত্র কুরআনের কতিপয় আয়াত উপস্থাপন করছি যাতে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সত্যিকার উপাস্য হবার পাশাপাশি আযীয বৈশিষ্ট্যেরও উল্লেখ করেছেন। যে আয়াত আমি তেলাওয়াত করেছি তা সূরা আল্ ইমরান থেকে চয়ন করা হয়েছে। এর অনুবাদ হলো, আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং ফিরিশ্‌তা ও জ্ঞানীরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে এ সাক্ষ্য প্রদান

"আমাদের ব্যক্তিগত বা সম্মিলিত সফলতা ও উন্নতির রহস্য সত্যিকার মা'বুদের ইবাদতে নিহিত। তাই আহমদীদেরকে সর্বদা সেই এক খোদা, যিনি সকল শক্তির উৎস তাঁর সমীপে নত হওয়া উচিৎ।"

করে যে, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, যিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

এ আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতেও বিশ্বাসীদের ক্ষমা প্রার্থনার উল্লেখ এসেছে এবং তারা ধৈর্য্যশীল, সত্যবাদী এবং আনুগত্যকারী। আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়কারী এবং রাতের বেলা উঠে স্বীয় সত্যিকার উপাস্যের সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ আত্ম সমর্পণকারী। তারা এমন মানুষ যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ তা'লার তৌহিদকে চিনেন আর আপন হৃদয়ে তাঁর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং বিশ্বেও বিস্তারের চেষ্টা করে।

সুতরাং আল্লাহ্ প্রদত্ত এ সাক্ষ্য, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই; ফিরিশতারাও এ সাক্ষ্য দেয় আর জ্ঞানীরাও। এটি কোন সাধারণ সাক্ষ্য নয় বরং আল্লাহ্ তা'লা ইনসাফের সাথে একথা বলছেন। যারা সাক্ষ্য দিচ্ছেন সেসব জ্ঞানী কারা? এক্ষেত্রে প্রথম সাঁড়িতে আছেন আল্লাহ্‌র নবীরা আর এভাবেই নবীদের শিক্ষাকে সত্যিকার অর্থে যারা মান্য করেন তারা। এমন মানুষ যারা এক খোদার ইবাদত করে না তারা নিজেকে যতই জ্ঞানী মনে করুক, স্বয়ং নিজেকে বিবেকবান ও অন্তদৃষ্টি সম্পন্ন দাবী করুক কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার সাক্ষ্য হচ্ছে, তারা জাগতিক দৃষ্টিধারী এতে সন্দেহ নেই কিন্তু তাদের ধর্মের চোখ অন্ধ। তারা নিজেদের জন্মের উদ্দেশ্যকে ভুলে গেছে। যারা এ দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে যে, নাউযুবিল্লাহ্ কোন নবী বলেছেন, আমাকে খোদার সমতুল্য মনে কর; তারা মিথ্যাবাদী। কেননা সবচেয়ে বেশী ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী হন নবীরা আর তারা কখনই এমন অপকর্ম করতে পারে না। সুতরাং নিশ্চয় হযরত ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে আরোপকৃত এ আপত্তি পরবর্তীদের পক্ষ থেকে আরোপিত অথচ যা তাঁর (আ.) এর প্রতি আরোপ করা হয়েছে যে, তিনি নিজেকে খোদার সমতুল্য দাবী করেছেন।

তিনি কখনই এমনটি বলেন নি আর বলতেও পারেন না। তিনিতো আল্লাহ্ তা'লার সত্য নবী ছিলেন। পবিত্র কুরআনের মাপকাঠিতে এধরনের মানুষকে জ্ঞানী বলা যেতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লা এক-অদ্বিতীয়, মহাপরাক্রমশালী ও প্ররম প্রজ্ঞাময়। তিনি যেহেতু প্রবল পরাক্রম ও সকল শক্তির আধার তাই তাঁর অন্য কারো সাহায্যকারী উপাস্যের প্রয়োজন আছে কি? যদি এমনটি হয় তাহলে প্রত্যেক খোদা নিজ নিজ ইচ্ছা মোতাবেক চলবেন এবং পুরো সৃষ্টির ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'লাই এ সাক্ষ্য দিয়েছেন। ইসলাম খোদা তা'লা সম্পর্কে এ বিশ্বাস রাখে যে, তাঁর প্রতিটি কর্ম প্রজ্ঞাপূর্ণ। তাঁর মোকাবিলায় অন্য খোদা রয়েছে, এটি কেমন প্রজ্ঞা? তাঁর অধিকারের সীমানায় অন্য কেউ অনুপ্রবেশ করুক একজন সাধারণ বিবেকবান মানুষও এমন প্রজ্ঞা বহির্ভূত কথা বলতে পারে না। কোথায় খোদা তা'লা; যিনি পরাক্রমশালী এবং অন্যান্য সব বৈশিষ্ট্যেরও মালিক আর তাঁর প্রতি এসব অপবাদ আরোপ।

পবিত্র কুরআনের সূরা আল্ মু'মেন'এ আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۖ وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ﴿٤٣﴾

(সূরা আল্ মু'মেন:৪৩) অর্থাৎ, তোমরা আমাকে এজন্য ডাকছো যেন আমি আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করি তা তার সাথে শরীক করি যার সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই; এবং আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি মহাপরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল আল্লাহ্‌র দিকে।

এটি জ্ঞানীদের উত্তর। নবীদের উত্তর যা আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবীদের শিখিয়েছেন আর নবীদের মাধ্যমে তাঁর অনুসারীদের শিখিয়েছেন। অন্যত্রে এমনও বলা হয়েছে, তোমরা যার দিকে ডাকছো তার পক্ষে কি প্রমাণ আছে। আমি কি এমন খোদার প্রতি ঈমান আনবো যে কোন উপকার বা ক্ষতি করার শক্তি রাখে না? এগুলো এমন কান্ডজ্ঞানহীন লোকদের অপালাপ। আমার খোদা সে পরাক্রমশালী খোদা; যদি আমি তাঁর প্রতি নত হয়ে ইস্তেগফার করি তাহলে তিনি আমার পাপসমূহ ক্ষমাকারী। সুতরাং এসব অজ্ঞতাপূর্ণ কথা তোমরা বলতে পারো কিন্তু আমি যেহেতু খোদা তা'লার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক অবহিত, আমি বলতে পারি না। কেননা আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ঈমানের জ্যোতিতে আলোকিত করেছেন। একজন মু'মিনের উত্তর এমনই হয়ে থাকে।

এ আয়াতের পূর্বে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এদেরকে বল, হে আমার জাতি! আমি তোমাদেরকে মুক্তির দিকে আহ্বান করছি, আর তোমরা আমাকে আগুনের প্রতি ডাকছো। আমিতো সকল শক্তির অধিকারী

"আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তের দূত আর বিশ্বে আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর রাজত্ব প্রতিষ্ঠাই আমাদের উদ্দেশ্য। বর্তমান বিশ্বে এটি অনেক বড় একটি চ্যালেঞ্জ আর প্রত্যেক আহমদীকে এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে।"

“আল্লাহ্ তা’লা এক-অদ্বিতীয়, মহাপরাক্রমশালী ও প্রবল প্রজ্ঞাময়। তিনি যেহেতু প্রবল পরাক্রম ও সকল শক্তির আধার তাই তাঁর অন্য কারো সাহায্যকারী উপাস্যের প্রয়োজন আছে কি? যদি এমনটি হয় তাহলে প্রত্যেক খোদা নিজ নিজ ইচ্ছা মোতাবেক চলবেন এবং পুরো সৃষ্টির ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হয়ে যাবে।”

খোদার প্রতি তোমাদের আহ্বান করি যিনি তোমাদেরকে নাজাত দিবেন। এবং তোমরা ইস্তেগফার করে তাঁর সমীপে নত হও যাতে এখন পর্যন্ত যে অপরাধ করেছ তা থেকে ক্ষমা পাও, মুক্তি পাও তারপর যখন ঈমানে উন্নতি করবে, স্বীয় ইবাদতের উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করবে তখন আল্লাহ্ তা’লা বলেন, “ক্বাদ আফলাহাল মু’মিনূন” (সূরা আল্ মু’মেনূন:২) মু’মিনরা নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে, আপন উদ্দেশ্যে পৌঁছেছে। কেবল পাপই ক্ষমা হয় না বরং যারা ঈমানে উন্নতি করে, যারা আল্লাহ্ তা’লার রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল, তারা পরিশেষে খোদার নৈকট্য লাভ করে। তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়। মর্যাদার প্রত্যেক ধাঁপে উপনীত হয়ে আরো উন্নত ধাঁপ অর্জনে প্রয়াসী হয়।

সুতরাং এ হলো সত্যিকার উপাস্যের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টিকারীদের মোকাম বা মর্যাদা, সম্মানে উন্নতি করার পর থেমে যায় না বরং এটি একটি অশেষ ধারাবাহিকতা। এখন কোন সুস্থ বিবেকবান মানুষ শির্ক করে আগুনের শাস্তিতে নিপতিত হবার মত বোকামী করতে পারে কি? আল্লাহ্ তা’লা যাদেরকে আপন বৈশিষ্ট্যের সত্যিকার জ্ঞান ও বুৎপত্তি দান করেছেন তারা ঐসব মানুষের কথায় পড়ে উচ্চ শিখরে আরোহণ এবং পুণ্য অন্বেষনের পরিবর্তে আগুনের শাস্তিতে পতিত হবার কথা চিন্তা করতে পারে কি?

এরপর সূরা আল্ হাজ্জ’ এ আল্লাহ্ তা’লা বলেন,

مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِیٌّ عَزِیْزٌ ﴿۷۵﴾

(সূরা আল্ হাজ্জ:৭৫) তারা আল্লাহ্‌র মর্যাদা যথোচিত উপলব্ধি করে নি। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমতাবান, মহাপরাক্রমশালী। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের শক্তির মাপকাঠিতে খোদার শক্তিকে যাচাই করো না। আর নিজেদের শক্তির সাথে তুলনা করে মনে করো না যে, আল্লাহ্ তা’লার শক্তিও সীমাবদ্ধ। তিনি মহাশক্তিশালী। পরম ক্ষমতাবান এবং তাঁর শক্তি অসীম। তোমাদের তাঁর শক্তি সম্পর্কে ধারণা নেই। তাই তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করো। অতএব স্মরণ রেখো আল্লাহ্ তা’লা প্রবল শক্তিশালী। তাঁর শক্তি সম্পর্কে ধারণা করা মানুষের সাধ্যাতীত। যদি বিবেক খাটাও আর আকাশ ও পৃথিবীমালার সৃজন নিয়েই চিন্তা করো তাহলে ধারণা করতে পারবে যে, আল্লাহ্ তা’লার সৃষ্টির মাঝে কত বিস্ময় রয়েছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ আয়াত এবং এর পূর্ববর্তী আয়াতকে যুক্ত করে তার ব্যাখ্যায় বলেন,

اِنَّ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ یَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ؕ وَاِنْ یَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَیْـًٔا لَّا یَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ؕ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ﴿۷۴﴾

مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِیٌّ عَزِیْزٌ ﴿۷۵﴾

(সূরা আল্ হাজ্জ:৭৪-৭৫) যেসব মানুষকে তোমরা খোদা বানিয়ে বসে আছ, তারা সবাই সমবেতভাবে একটি মাছিও বানাতে চাইলেও কখনও তা পারবে না, এমনকি একে অপরকে সাহায্য করলেও না। বরং মাছি যদি তাদের কোন জিনিষ ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তবে সে মাছি থেকেও সে বস্তু ফেরৎ আনার শক্তি তাদের নেই। তাদের উপাসকরা বুদ্ধি ও শক্তিতে দুর্বল। খোদা এমন হতে পারে কি? খোদাতো তিনি, যিনি সকল শক্তিমান থেকেও অধিক শক্তিশালী এবং সবার ওপর প্রাধান্য বিস্তারকারী। কেউ তাঁকে ধরতে বা বধ করতে পারে না। যারা ভ্রমে নিপতিত, তারা খোদার মর্যাদা বুঝে না এবং জানে না, খোদা কেমন হওয়া উচিৎ।

(ইসলামী নীতি দর্শন, লন্ডন থেকে প্রকাশিত, রূহানী খাযায়েন ১০ম খন্ড-পৃষ্ঠা ৩৭৪-৩৭৫)

যেভাবে আমি বলেছিলাম, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আহমদীদের মধ্যে খোদার অনুপম বৈশিষ্ট্যাবলী জ্ঞান সৃষ্টি করেছেন। অন্যেরা এর ধারে কাছেও পৌঁছতে পারবে না। বর্তমানে অন্যান্য মুসলমানরা মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা’লার বৈশিষ্ট্যের সঠিক জ্ঞান রাখে না। আল্লাহ্ তা’লাকে প্রবল পরাক্রমশালী এবং সকল কুদরতের মালিক জ্ঞান করা সত্ত্বেও এমন কিছু দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্বাসী ফলে অজ্ঞাতসারে খোদার শরীক রয়েছে বলে প্রকাশ পায়। উদাহরণস্বরূপ, হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবিত আকাশে জ্ঞান করা। এখনও

একটি বিশাল শ্রেণী এ দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্বাসী। হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবন্ত পাখি বানানো। অথচ আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মানুষ অথবা তাঁর মোকাবিলায় যা কিছু শরীক করা হয়েছে তারা একটি মাছিও বানাতে পারে না। অথচ তোমরা বলছো, অমুক মানুষ জীবন্ত পাখি বানিয়েছে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি ঘটনা লিখেছেন। (এটি একটি কৌতুক মাত্র) একদা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একজন মৌলভী সাহেবকে জিজ্ঞেস করেন, মসীহ্ পাখি বানিয়েছেন এবং বাতাসে যেসব পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে এর মধ্যে কিছু হয়তো মসীহ্ বানিয়ে থাকবেন আর কিছু খোদা তা'লা। আপনি এদের মধ্যে কোন পার্থক্য করে দেখাতে পারবেন কি? যা থেকে বুঝা যাবে, মসীহ্র বানানো পাখি কোনগুলি আর খোদার সৃষ্টি পাখি কোনগুলি। মৌলভী সাহেব পাঞ্জাবীতে বলতে আরম্ভ করেন, 'এটি এখন অনেক কঠিন কেননা মসীহ্ যেগুলো বানিয়েছিলো আর খোদা তা'লা যেসব পাখি সৃষ্টি করেছেন তা উভয় এভাবে মিলেমিশে গেছে যে এখন তাদের শনাক্ত করা কঠিন। কে কোনটি বানিয়েছে তা এখানে বসে থেকে বাতাসে ভেসে বেড়ানো পাখিদের চেনা যাবে না। এ হলো আমাদের কতক উলামার অবস্থা যাদের কথায় পড়ে অনেক নিষ্পাপ মানুষ তাদের ঈমানও নষ্ট করে ফেলে।

সুতরাং আহমদীদেরকে সর্বদা সে এক ও অদ্বিতীয় খোদার সমীপে নত হওয়া উচিৎ, যিনি সকল শক্তির উৎস। সবকিছুর স্রষ্টা, এমন কেউ নেই যে তাঁর শক্তির মোকাবিলা করতে পারে আর খোদার রাজত্ব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করার এটিই পদ্ধতি। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۲۸﴾

(সূরা আল্ জাসিয়া:৩৮) অর্থাৎ, এবং আকাশ সমূহে এবং পৃথিবীতে সকল মহিমা একমাত্র তাঁরই এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

তাই সে খোদার সমীপে সর্বদা আমার মস্তক অবনত করে রাখা উচিৎ। সব ধরনের শিরক থেকে বাঁচার চেষ্টা করা উচিৎ। সে প্রকৃত উপাস্যের সম্মুখে আমাদের এ বলে নত হওয়া প্রয়োজন যে, তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। তিনিই সকল শক্তির উৎস। খোদা প্রবল পরাক্রমশালী এবং পরম প্রজ্ঞাময়, যাঁর সাথে যুক্ত থাকলে সফলতা লাভ হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "আমাদের খোদাই আমাদের বেহেশত। আমাদের খোদাতেই আমাদের পরম আনন্দ। কেননা আমি তাঁকে দর্শন করেছি এবং সকল প্রকার সৌন্দর্য তাঁর মাঝে খুঁজে পেয়েছি। প্রাণের বিনিময়েও এ সম্পদ লাভ করার যোগ্য। এ মনি ক্রয় করতে যদি সমস্ত শক্তি ও সামর্থ বিসর্জন দিতে হয় তবুও তা ক্রয় করা উচিৎ। হে বঞ্চিতগণ! এ প্রস্রবনের দিকে ধাবিত হও এটি তোমাদেরকে প্লাবিত করবে। এটি জীবনের উৎস যা তোমাদেরকে সঞ্জীবিত করবে। আমি কি করবো এবং কি উপায়ে এ সুসংবাদ হৃদয়ঙ্গম করাবো? মানুষের শ্রুতিগোচর করার জন্য কোন জয়ঢাক দিয়ে বাজারে বন্দরে ঘোষণা করবো যে, ইনিই তোমাদের খোদা। এবং কোন ঔষধ দ্বারা আমি চিকিৎসা করবো যাতে শোনার জন্য তাদের কর্ণ উম্মুক্ত হয়।" (লন্ডন থেকে প্রকাশিত-কিশ্‌তিয়ে নূহ্, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খন্ড-পৃষ্ঠা : ২১-২২)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, "সে প্রবল পরাক্রমশালী, সত্য ও কামেল খোদাকে আমাদের আত্মা এবং আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি অনু-পরমানু সিজদা করছে, যাঁর হস্ত দ্বারাই প্রকাশিত হয়েছে প্রত্যেক আত্মা এবং সৃষ্টির প্রত্যেকটি পরমাণু তাদের শক্তি ও বৃত্তিসহ। এবং যাঁর সত্বা থেকেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে যাবতীয় অস্তিত্ব। কোন কিছুই তাঁর অজানা নয় আর নিয়ন্ত্রণেরও বাইরে নয়। তাঁর সৃষ্টি বহির্ভূত কিছু নেই। এবং হাজারো দরূদ ও সালাম এবং হাজারো আশিস ও কল্যাণ সে পবিত্র নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর প্রতি, যাঁর মাধ্যমে আমরা সে জীবন্ত খোদাকে পেয়েছি, যে বাক্যালাপের মাধ্যমে আমাদেরকে আপন অস্তিত্বের প্রমাণ দেন। এবং যিনি অতি অসাধারণ নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করে তাঁর চিরন্তন ও সর্বময় শক্তি ও ক্ষমতাসমূহের জ্যোতির্ময় বিকাশ ঘটিয়ে থাকেন।

অতএব, আমরা এমন এক রসূল পেয়েছি যিনি আমাদেরকে খোদা দেখিয়েছেন। এবং আমরা এমন খোদাকে পেয়েছি যিনি তাঁর সুমহান শক্তিদ্বারা প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কুদরত বা ক্ষমতায় কতইনা মহিমা বিদ্যমান, এছাড়া কোন কিছুই অস্তিত্বের রূপ লাভ করেনি। কোন কিছুই তাঁর সাহায্য ব্যতিরেকে টিকে থাকতে পারে না। তিনিই আমাদের সত্য খোদা, যিনি অন্তহীন কল্যাণের অধিপতি, অশেষ ক্ষমতার অধিকারী। তিনি অনন্ত সৌন্দর্যের আধার। তিনি অনন্ত কৃপা ও করুণার উৎস। তিনি ব্যতীত অন্য কোন খোদা নেই।" (লন্ডন থেকে প্রকাশিত-নাসীমে দাওয়াত, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খন্ড-পৃষ্ঠা:৩৬৩)

তাই আমাদেরকে আমাদের ইপ্সিত গন্তব্যে পৌঁছার জন্য আপন খোদার সাথে এতটা সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন ও চেষ্টা করা উচিৎ যাতে আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমাদের সম্পর্ক দেখে আর আমাদের পক্ষে তাঁর আযীয বৈশিষ্ট্যের বিকাশ দেখে গোটা বিশ্বে পুণ্য ও ত্বাকওয়া প্রতিষ্ঠার আকাংখা ও চেষ্টা দেখে এবং আমাদের সফলতা দর্শনে অমুসলমানরাও একথা বলতে বাধ্য হয়, যা আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন,

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ﴿۳﴾

(সূরা আল্ হিজ্‌র:৩) অর্থাৎ, যারা অবিশ্বাস করেছে তারা প্রায়ই কামনা করে, হায়! তারাও যদি মুসলমান হতো।

তাই আমাদের ইবাদতের মান, খোদার প্রতি আমাদের ভরসা ও আমাদের উদ্দেশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত সে সীমায় না পৌঁছোয়, যাতে অন্যেরা তা স্বীকারে বাধ্য হয়; ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দাস হবার দাবী এবং আমাদের উদ্দেশ্যবালী অর্জনের চেষ্টা পরিপূর্ণ নয়। একথা ঠিক, কাউকে দেখানোর জন্য ইবাদত করা উচিৎ নয়, কারো কাছ থেকে পুরষ্কার পাবার আশায় ত্বাকওয়া বা পুণ্য প্রদর্শন করবে না। কিন্তু এজন্য করা প্রয়োজন, কেননা আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তের দূত আর পৃথিবীতে খোদা এবং রসূল (সা.)-এর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

বর্তমান বিশ্বে এটি অনেক বড় একটি চ্যালেঞ্জ আর প্রত্যেক আহমদীকে এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সত্যিকার বান্দা ও একত্ববাদী হবার তৌফিক দিন আর স্বীয় উদ্দেশ্য বুঝার সৌভাগ্য দিন।

(হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত মূল খুতবা থেকে বাংলা ডেস্ক, লন্ডন কর্তৃক অনুদিত)

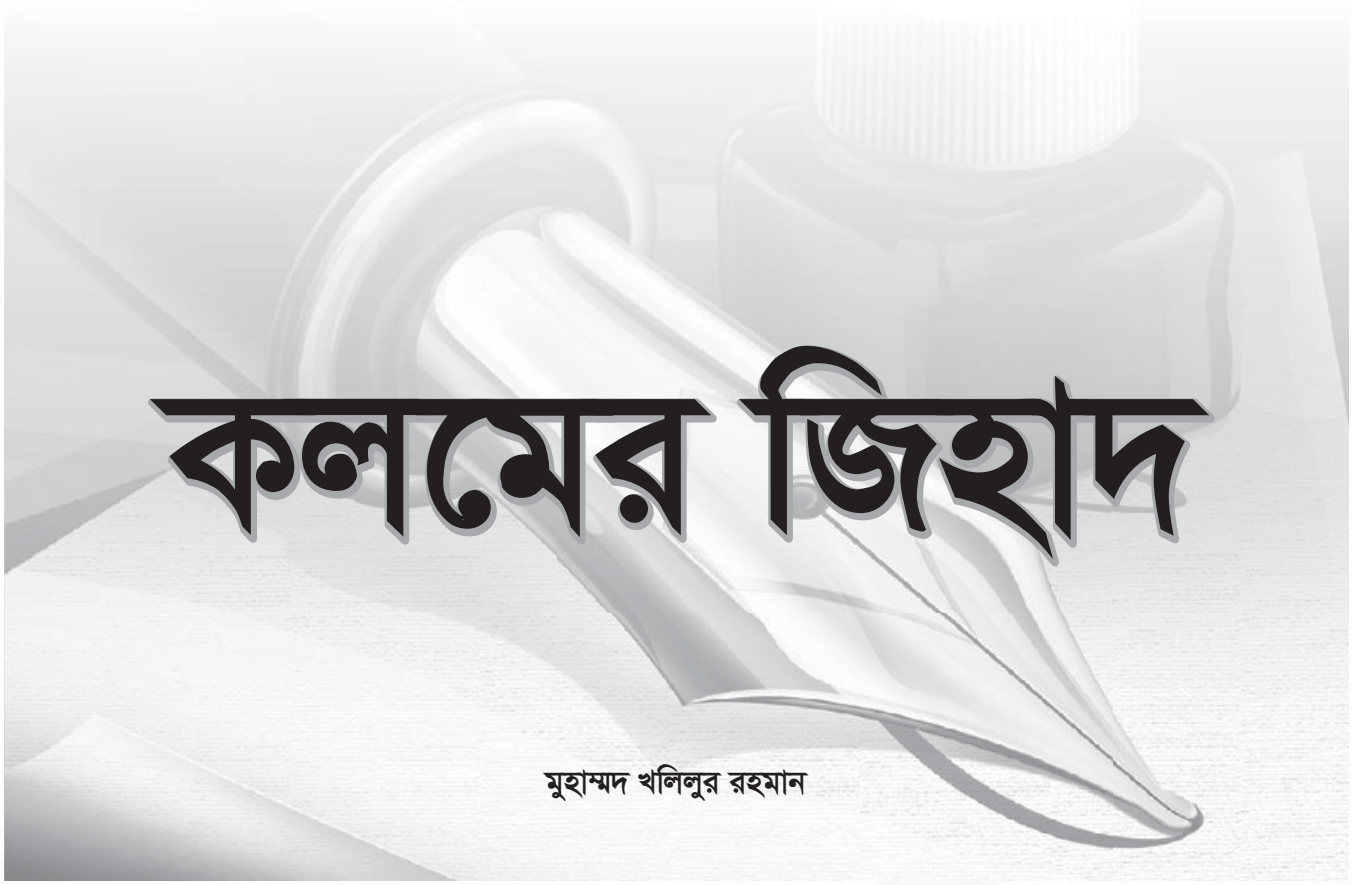

কলমের জিহাদ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর–২০)

(২) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপ–ব্যাখ্যা এবং অপ–ব্যবহার

ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থোদ্ধারের জন্য অন্যায়ভাবে ব্যবহার করার ইতিহাস কম–বেশী সকলেরই জানা থাকার কথা। ইসলামের ইতিহাসের প্রথম দিকে উমাইয়া এবং আব্বাসী শাসকগণ ধর্মের নাম ব্যবহার করেছেন এবং ফতোয়াবাজ আলেমদের দ্বারা নিজেদের অপকর্ম এবং বিরুদ্ধবাদীদের হত্যাকান্ড জায়েজ করার চেষ্টা করেছেন। এ সম্পর্কে 'মুরতাদ' সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে কিছু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছি। বর্তমান যুগে কোন কোন মুসলিম সংখ্যা–গরিষ্ঠ দেশে বিশেষতঃ পাকিস্তানে এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশ–সমূহের মোল্লাগণ ধর্মের নাম ব্যবহার করে চলেছে। রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করার জন্য মোল্লাতন্ত্রী এবং জঙ্গীবাদী আন্দোলনকারীগণ ধর্মের দোহাই দিয়ে আত্ম–বিধ্বংসী ফেতনা–ফ্যাসাদের সৃষ্টি করছে। বহু দল ও উপদলে বিভক্ত মুসলিম সমাজ আজ সত্যিকার অর্থে নেতৃত্বহীন এবং দিশেহারা। একদল অপর দলের সঙ্গে মারামারি করছে। অন্যদিকে অমুসলিম দেশগুলো মুসলমানদের মধ্যস্থিত আত্ম–কলহ এবং শতধা বিভক্তি–জনিত দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করছে এবং কথায় কথায় মুসলিম–নিধন করছে (যেমন ইস্রায়েলী রাষ্ট্রের আক্রমণে পর্যুদস্ত প্যালেষ্টাইন এবং মধ্য প্রাচ্যের অধিকাংশ দেশ)।

নীতিগতভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য সর্বপ্রথম বিশ্ব–মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং সেজন্য জঙ্গীবাদ এবং আন্তঃসাম্প্রদায়িক ফতোয়াবাজী তৎপরতা এবং সন্ত্রাসবাদ বন্ধ করতে হবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে, সমস্যাগুলোর মূল কারণের দিকে দৃষ্টিপাত না করে ধর্মান্ধ এবং চরম–পন্থী মোল্লা–মৌলবীদের চাপের মুখে কোন কোন দেশের রাজনীতিবিদগণ এবং সামরিক জান্তা এমন কতকগুলো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে চলেছে যার ফলশ্রুতিতে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ পর্যুদস্ত হচ্ছে এবং নিরীহ মানুষ ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে অত্যাচারিত হচ্ছে। দৃষ্টান্ত–স্বরূপ ১৯৭৪ সনে পাকিস্তানে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যদেরকে 'নট–মুসলিম' হিসেবে আইন প্রণীত হয়েছে যা কোন সভ্য–সমাজের এবং কোন সত্য ধর্মের মৌলিক শিক্ষা–সংস্কৃতি দ্বারা কখনই সমর্থিত হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এটা হলো শক্তি–প্রয়োগের তথা ধর্মীয় ব্যাপারে জোর–জবরদস্তীর একটি নগ্ন দৃষ্টান্ত যা পবিত্র কুরআনের মৌলিক শিক্ষা ও নির্দেশের পরিপন্থী। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হলোঃ "ধর্মীয় ব্যাপারে জোর–জবরদস্তী নিষিদ্ধ" এবং "তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম।" সূরা বাকারা ঃ ২৫৭, সূরা কাফেরুনঃ৭ এবং অন্যান্য অনেকগুলো আয়াতের এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)–এর জীবনাদর্শের সঙ্গে মোল্লাতন্ত্র এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের বিভ্রান্তি–মূলক অবস্থান

অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সাংঘর্ষিক নয় কি? রাজনীতিবিদদের জন্য সেই বিখ্যাত গল্পটি থেকেও উপদেশ নিতে আহবান জানাচ্ছি। গল্পটিতে এক চতুর বৃদ্ধের কথা বলা হয়েছে যে যাত্রা পথে খাল পার হওয়ার জন্য একজন যুবককে সাহয্যের অনুরোধ জানালো। যুবকটি দয়াপরবশ হয়ে সেই বৃদ্ধকে ঘাড়ে তুলে খাল পার করে দিয়ে বললোঃ ঘাড় থেকে নামুন। কিন্তু বৃদ্ধ বললোঃ ঘাড়ে চড়ে যা আরাম। আমি তোমার ঘাড় থেকে নামবো না। ঐ দূরে আমার বাড়ি দেখা যাচ্ছে। সেখানে আমাকে নিয়ে চলো। এই গল্পের মত যখন মোল্লারা রাজনৈতিক নেতা বা এক-নায়কতন্ত্রের ঘাড়ে চড়বে তখন তাদের নামানো সম্ভব নয়। এই গল্পটি খুবই ছোট। কিন্তু অনেক কিছু বুঝার আছে এতে। এই বিষয়ের একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত হলো পাকিস্তানের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা এবং ধর্মীয় উগ্রবাদী এবং জঙ্গীবাদীদের সীমাহীন সহিংসতার দুঃখজনক ইতিহাস (গল্প নয়) যার ফলে প্রায় অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে দেশটি পরিচিতি লাভ করেছে। অনুরূপভাবে আল-কায়েদা, তালেবান এবং অন্যান্য জঙ্গী-গোষ্ঠীর কবলে আফগানিস্তানের মাটিতে বিগত শতাব্দীকালব্যাপী একদিনের জন্য রক্তপাতহীন অবস্থার কোন নযীর আছে কি ? প্রশ্ন হলোঃ কেন একই ভাবে মধ্য-প্রাচ্যের এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অবস্থাও ক্রমান্বয়ে ভয়াবহ হয়ে উঠেছে ?

(৩) মোল্লাতন্ত্রের চাপে নতি স্বীকারকারী রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের দুরাবস্থার দৃষ্টান্ত

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা একজন রসূলকে এই মর্মে ঘোষণা করতে বলেছেনঃ "এবং হে আমার জাতি। আমার প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদের কখনো এমন কিছু করতে প্ররোচিত না করে যার ফলে তোমাদের ওপর সেই বিপদ নেমে আসে যেমনটা এসেছিল নূহের অথবা লূতের জাতির ওপর-তোমাদের থেকে মোটেও তা দূরে নয়।" (সূরা হুদ ঃ ৯০)। অতীতের ন্যায় বর্তমান যুগের জন্যও এই সতর্কবাণী সমভাবে প্রযোজ্য। পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত উদ্ধৃতির আলোকে বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ।

(ক) ***পাকিস্তানের ইসলাম-বিরোধী আইনের ফলশ্রুতি ঃ***

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সঙ্গে চরমভাবে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে ১৯৭৪ সালে এবং ১৯৮৪ সালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি কিভাবে এক-তরফাভাবে অর্থাৎ আহমদীয়াদের যুক্তি-প্রমাণ (পবিত্র কুরআনের ও হাদীসের ভিত্তিতে উপস্থাপিত) উপেক্ষা করে তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে। আহমদীয়াদের ওপর যে ধরনের যুলুম-অত্যাচার ও হত্যাকান্ড ঘটেছে এবং ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার সুদীর্ঘ ফিরিস্তি ঘোষিত হয়েছে-এগুলোর অশুভ পরিণতির চিত্র দ্বারা প্রকাশিত ঐশী শাস্তির অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

আহমদীয়া জামা'তের চতুর্থ খলীফা হযরত মীর্যা তাহের আহমদ (রাহে.) এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেনঃ "(এক) সর্বপ্রথম আমি আমীর ফয়সাল (সউদী আরবের বাদশাহ)- এর সাথে ১৯৭৩ইং সালে যে ঘটনাটি ঘটেছে (ভাতিজা কর্তৃক নিহত) তার উল্লেখ করছি। ইনিই ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি লাহোরে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের সুযোগে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে পূর্ণরূপে অংশগ্রহণপূর্বক জামাতে আহমদীয়াকে অমুসলিম ঘোষণা করার জন্য সার্বিক সমর্থন জানিয়েছিলেন। তারই ফলশ্রুতিতে ভুট্টো সাহেবের সাহস বৃদ্ধি হল। বাদশার কি পরিণতি হল? এ স্থলে প্রশ্ন জাগে, ইতিপূর্বে কি কখনও কোন সউদী রাষ্ট্রনায়কের এরূপ পরিণতি হয়েছে? ইহা কোন সাধারণ পরিণতির বিষয় নয় বরং এটি অস্বাভাবিক ও অসাধারণ পরিণতির একটি বিষয় বটে।

(দুই) অতঃপর ভুট্টো সাহেবের পালা আসে। তাকেও আমি একদা ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবার বহু চেষ্টা করেছি, কিন্তু তিনি বুঝেন নি। জানি না কিরূপে তিনি কার চাপে পড়ে গেলেন। তিনি যে হৃদয়-বিদারক পরিণতির সম্মুখীন হলেন, তাতে প্রশ্ন জাগে পাকিস্তান সরকারের কোন রাষ্ট্রনায়কের কি ইতিপূর্বে এরূপ পরিণতি অর্থাৎ ফাঁসি হয়েছে?

(তিন) অতঃপর আসে জিয়া সাহেবের পালা। তাকে অবশ্য আমি এরূপে ব্যক্তিগতভাবে সতর্ক করিনি। কিন্তু খুতবার মাধ্যমে প্রকাশ্যভাবে গোটা বিশ্বকে শুনিয়ে সতর্ক করেছি যে, দেখো! ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি অবশ্যই এরূপে করবে যে, খোদার বান্দাদের ওপর যে ব্যক্তি যুলুম-নির্যাতন করবে বিধাতার বিধান ও নিয়তি তাকে কখনো বিচার না করে ছাড়বে না এবং অবশ্যই তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির লক্ষ্যস্থল বানিয়ে ছাড়বে। মোট কথা, আমি তাকে বলেছিলাম যে, রাতে খোদা আমাকে পুনরায় বলেছেন যে, এ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে। আমি আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি যে, আপনার সঙ্গে নিদর্শন-মূলক কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। পরবর্তী খুতবা আসার পূর্বেই আকাশে তাঁর বিমানটি বিস্ফোরিত হল। সঙ্গে সঙ্গেই তার সকল অহঙ্কার ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। বিমানটি এমনিভাবে টুকরো টুকরো হলো যে, যথাতথা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো।

এমন অস্বাভাবিক তিন তিনটে ঘটনা ঘটে গেল। এর মধ্যে একটিতেও ব্যতিক্রম ঘটেনি। এই তিন ব্যক্তিই এমন যে, তারা আগা-গোড়া আহমদীয়া মুসলিম জামা'তকে অমুসলিম ঘোষণা করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই সকল লোক বিধাতার অসাধারণ বিধান ও নিয়তির বিকাশ-স্থল হয়ে গেছেন। ইতিপূর্বে পাকিস্তানের ইতিহাসে কোন রাষ্ট্র-নায়ককে ফাঁসি দেয়া হয়নি। পাকিস্তানে কোন রাষ্ট্র-নায়কের বিমান আকাশে এইভাবে কখনও বিস্ফোরিত হয়ে টুকরো টুকরো হয় নি। সৌদী আরবের কোন বাদশাহ এই রূপে কখনও নিজের প্রিয়জনের হাতে এত লাঞ্ছিতভাবে নিহত হন নাই।" [১৮/১২/১৯৯২ লন্ডনের মসজিদ ফজল থেকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবা, আহমদী পাক্ষিক, ৩১/১০/২০১৩]

লক্ষ্যনীয় যে, ১৯৭৪ সাল থেকে এখন পর্যন্ত পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির চরম দুরাবস্থার কাহিনী বড়ই করুন। চরম-পন্থী মোল্লাদের নিত্যদিনের নৈরাজ্য এবং সন্ত্রাসী ঘটনাবলী এবং জঙ্গীবাদের দাপট ঐ দেশের মাথার ওপর চেপে বসেছে।

এই অবস্থার পরিনতি থেকে উদ্ধারের উপায় কি? ***আহমদীয়াদেরকে অমুসলিম ঘোষণার পরদিন থেকে পাকিস্তানে কি ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ধর্মীয়ভাবে সর্বদলীয় ঐক্য ও শান্তির ঝর্ণা প্রবাহিত হচ্ছে? সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদসহ তাদের সার্বিক অবস্থার ক্রমোবর্ধমান অবনতি দ্বারা কোন্‌টা সত্য এবং কোন্‌টা মিথ্যা তা কি প্রতিদিন প্রমানিত হচ্ছে না? সুতরাং আহমদী মুসলমানদের দাবীই সত্য এবং মোল্লাতন্ত্র ফেতনা-ফ্যাসাদে নিমজ্জিত।***

(খ) ***আফগানিস্তানের উগ্রবাদী মোল্লাদের মানবতা-বিরোধী কর্ম-কান্ড***

পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী দেশ আফগানিস্তানের বিগত শতাধিক বছরের ইতিহাসের ঘটনাবলী বড়ই করুন। ধর্মান্ধ মোল্লা-চক্রান্তের ফলশ্রুতিতে সংঘটিত বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশ, নির্বিচার হত্যাকান্ড এবং কালক্রমে জঙ্গীবাদের উত্থানই হলো এই দেশের প্রধান পরিচিতি। এ কথা অনস্বীকার্য যে শান্তির ধর্ম ইসলামের নামে আফগানিস্তান সহ মধ্য-প্রাচ্যের অন্যান্য আরো কয়েকটি দেশে নৈরাজ্য এবং সহিংসতামূলক কর্ম-কান্ড এবং অভ্যন্তরীণ কলহ-কোন্দল এবং মোল্লাদের ফতোয়াবাজী তৎপরতার কারণে চরম দুরাবস্থা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জন-জীবন চরম বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে। বিশেষতঃ আফগানিস্তানের মাটিতে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে) সংঘটিত দুই জন নিরীহ এবং ধর্ম-প্রাণ আহমদী মুসলমানকে মোল্লাদের উস্কানীতে সেদেশের আমীরের নির্দেশে যেভাবে নির্যাতন এবং হত্যা করা হয় তা যেমন হৃদয়-বিদারক, তেমনি শান্তির ধর্ম ইসলামের মৌলিক শিক্ষা এবং বিশ্বের কল্যাণ-রূপে আগমনকারী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শের দ্বারা সমর্থিত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। ধর্মের নামে যে হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে তাঁর ফলশ্রুতিতে ঐশী ক্রোধানলে নিপতিত সেই দেশের পরিণতি কি হয়েছে?

এই বিষয়টির কার্য-কারণ সম্পর্ক কি তা সকল সত্য-সন্ধানীর জন্য গভীরভাবে বিশ্লেষণের দাবী রাখে। আফগানিস্তানের ভূ-খন্ডে সেখানকার প্রভাবশালী মোল্লাদের উস্কানীতে এবং এদেশের আমীরের নির্দেশে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের দুই জন নিরীহ ব্যক্তিকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল ধর্মীয় মত-পার্থক্যের কারণে। এই দু'জন আহমদীর নাম (১) মিয়া আব্দুর রহমান (রা.) এবং (২) সাহেব-যাদা হযরত মৌলবী আব্দুল লতিফ (রা.)। এই দু'জনের নির্মম হত্যাকান্ডের প্রেক্ষিতে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)-এর দুটি ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রথম ভবিষ্যদ্বাণীটি হলো. "শাতানে তুযবাহান, ওয়া কুল্লু মান আলায়হা ফান" (দুইটি ছাগ জবাই করা হবে এবং ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী সকলেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে)। (বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকের বরাতে)। এই আলোচনার শেষাংশে দ্বিতীয় অংশটি সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো। কারণ ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর শেষ পরিণতি কত মারাত্মক হতে পারে তারই ইঙ্গিত বহনকারী হলো দ্বিতীয় বিষয়টি।

কিভাবে ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী দুইটি ছাগ (যা আধ্যাত্মিক পরিভাষায় দুইজন নিরীহ এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের অনুগত নাগরিককে বুঝায়) এবং তাদের হত্যাকান্ডের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং ঐশী শাস্তির প্রচন্ডতা সম্পর্কে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই ধরনের বর্ণনা যে কোন সত্য-সন্ধানীর হৃদয়কে নাড়া দিবে এবং প্রকৃত সত্য এবং ন্যায়-বিচার কোথায় এবং কোন্ মতাদর্শের মাধমে প্রচারিত হওয়া উচিত তা দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হবে।

কাবুলের প্রথম শহীদের মর্ম-বিদারক ঘটনা

"উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পর প্রায় বিশ বছর পর্যন্ত এমন কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নি, যার মাধ্যমে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে পারতো। কিন্তু, এই ইলহাম অবতীর্ণ হওয়ার বিশ বছর যখন পার হয়ে গেল, তখন এমন সব উপকরণ সৃষ্টি হয়, যা এই ভবিষ্যদ্বাণীকে আশ্চর্যজনক ভাবে পরিপূর্ণতা দান করছে। ঘটনা যেভাবে সংঘটিত হয় তাহলো, কোন ব্যক্তি হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কিছু বই আফগানিস্তান নিয়ে যায়, আর সেখানে

ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি অবশ্যই এরূপে করবে যে, খোদার বান্দাদের ওপর যে ব্যক্তি যুলুম-নির্যাতন করবে বিধাতার বিধান ও নিয়তি তাকে কখনো বিচার না করে ছাড়বে না এবং অবশ্যই তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির লক্ষ্যস্থল বানিয়ে ছাড়বে।

খোশত অঞ্চলের একজন আলেম সৈয়দ আব্দুল লতীফ সাহেবকে প্রদান করে, যাকে আফগানিস্তানে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হতো। শাসক শ্রেণীর মানুষ তাঁর খোদাভীরুতা ও সততার জন্য তাঁর সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক রাখত। তিনি এসব বই পড়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.) পুণ্যবান ও সত্যবাদী, আর বিষয়টি বিশদভাবে খতিয়ে দেখার জন্য স্বীয় একজন শিষ্য মৌলভী আব্দুর রহমানকে কাদিয়ান পাঠান, একইসঙ্গে তাঁর পক্ষ থেকে বয়আতের অনুমতিও প্রদান করেন। তিনি কাদিয়ান এসে স্বয়ং বয়আত করেন এবং মৌলভী আবদুল লতীফ সাহেবের পক্ষ থেকেও বয়আত করেন এবং হযরত আকদাসের বই নিয়ে আফগানিস্তান ফিরে যান। দেশের বাদশার কাছে সত্যের বার্তা পৌঁছানোর জন্য প্রথম তিনি কাবুল যাওয়ার সংকল্প করেন। মৌলভী আব্দুর রহমানের কাবুল পৌঁছার পর কতক অদূরদর্শী এবং সরকারের অমঙ্গলকারী মোল্লার দল আমীর (বাদশাহ) আব্দুর রহমানকে [তৎকালীন শাসক] তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে–এবং বলে যে, এ ব্যক্তি মুরতাদ, ইসলামের গন্ডিবহির্ভূত এবং হত্যাযোগ্য। একই সঙ্গে তাকে [আমীরকে] প্রতারিত করে তাঁর [মৌলভী আব্দুর রহমানের] হত্যার ফতওয়া আদায় করে। তিনি বাদশাহকে এত ভালোবাসতেন যে, নিজ এলাকায় যাওয়ার পূর্বে প্রথমে বাদশাহর কাছে এই শুভ সংবাদ নিয়ে উপস্থিত হন যে, খোদার মসীহ ও মাহদী এসে গেছেন। কিন্তু তাঁর ভালবাসা ও প্রীতির যে প্রতিদান দেয়া হয়েছে, তাহলো কাপড় পেঁচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।"

উল্লেখ্য যে, হযরত আব্দুর রহমানের হত্যাকারী নির্দয় আমীর আল্লাহ্‌র শাস্তি এড়াতে পারেন কি। তিনি ১০ই সেপ্টম্বর ১৯০১ সালে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হন এবং বিছানায় পড়ে তাঁর মৃত্যুর দিন গুনতে থাকেন। আফগানিস্তান ও ভারতের বড় বড় চিকিৎসকরা তাঁর শয্যা পাশে সম্মিলিতভাবে চিকিৎসা প্রদান করেন। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং হযরত আব্দুর রহমানের নির্দয় হত্যার মাত্র তিন মাস পরে ৩রা অক্টোবর, ১৯০১ সালে ঐ দেশের আমীর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

আফগানিস্তানে সংঘটিত দ্বিতীয় হৃদয়–বিদারক ঘটনা

"উপরোক্ত ঘটনার দু'এক বছর পর সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেব হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে স্বদেশ থেকে যাত্রা করেন। যেহেতু পূর্বেই তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)–এর হাতে বয়আত করেছেন, তাই মনে মনে সংকল্প বাঁধেন যে, যাওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করবেন এবংএই উদ্দেশ্যে কাদিয়ান আসেন। কিন্তু এখানে এসে পূর্বে বইয়ের মাধ্যমে যা কিছু বুঝেছিলেন, তার তুলনায় অনেক বেশি কিছু দেখেন। আর হৃদয়ের স্বচ্ছতার কারণে তিনি ঐশী জ্যোতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। ---কয়েকমাস পর মাতৃভূমি ফিরে যান আর সিদ্ধান্ত নেন যে, যে নিয়ামত আমি পেয়েছি স্বীয় বাদশাহকে এর ভাগীদার করব। আর খোশত পৌঁছেই কাবুলের চারজন দরবারীর (পারিষদ) নামে চারটি পত্র লিখেন। এসব চিঠি কাবুল পৌঁছা মাত্রই রাজ্যের কর্ণধার আমীর হাবীবুল্লাহ খান সাহেবকে মানুষ উত্তেজিত করে এবং বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা অভিযোগ এনে তাঁকে (সাহেবযাদা আব্দুল লতীফকে) ধরিয়ে কাবুল নিয়ে আসতে আদেশ দানে সম্মত করে। তিনি খোশত–এর গভর্নরের নামে গ্রেফতারের নির্দেশ জারি করেন, আর তাঁকে কাবুল নিয়ে আসা হয়।

আমীর (বাদশাহ) সাহেব তাঁর কোনো দোষ খুঁজে না পেয়ে তাঁকে মোল্লাদের হাতে তুলে দেন। কতক স্বার্থান্বেষী মানুষ আমীর হাবীবুল্লাহ খাঁন সাহেবকে ক্ষেপিয়ে তুলে এবং বলে, যদি এ ব্যক্তিকে ছেড়ে দেয়া হয়, আর মানুষ যদি তার নেতিবাচক প্রভাব গ্রহণ করে, তাহলে মানুষের হৃদয় হতে জিহাদের প্রেরণা ও চেতনা লোপ পাবে এবং সরকারের ক্ষতি হবে। অবশেষে, তাঁকে প্রস্তরাঘাতে হত্যার ফতওয়া দেয়া হয়। আমীর হাবীবুল্লাহ সাহেব তাঁর জন্য মঙ্গলজনক হবে মনে করে, তাঁকে তওবা করার পরামর্শ দেন। কিন্তু, তিনি এই উত্তরই দেন যে, আমি ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত,তওবা করে কি কাফির হয়ে যাবো? আমি কোন মূল্যে সেই সত্য পরিত্যাগ করতে পারবো না, যা আমি বুঝে–শুনে গ্রহণ করেছি। যখন তাঁর মত প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে তারা সম্পূর্ণভাবে নিরাশ হয়ে যায়, তখন শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে এক বিশাল জনগোষ্ঠীর সামনে তাঁকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কলেমা শাহাদত উচ্চারণ করতে করতে শাহাদত বরণ করেন।

বাদশার সামনে মোল্লারা যে অজুহাত দেখিয়েছে তা হলো, যদি এ ব্যক্তি জীবিত থাকে তাহলে জিহাদের বিশ্বাসে তারা দুর্বল হয়ে যাবে; অথচ এই কথা বললো না যে, এ ব্যক্তি সেই জামা'তের সদস্য যে জামা'তের শিক্ষামালার একটি হলো, যেই সরকারের অধীনে জীবন–যাপন কর, তার পুরো আনুগত্য করবে। এই জামা'ত ভিন জাতির পক্ষ থেকে ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ ছাড়া তাদের ওপর আক্রমণ এবং ইসলামের দুর্নাম করার মতো জিহাদে বিশ্বাস রাখে না। ভিন জাতির ওপর তাদের পক্ষ থেকে ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ না হওয়া সত্ত্বেও আক্রমন করার জিহাদে এই জামাত অবিশ্বাসী। সেই প্রকৃত আত্মরক্ষামূলক জিহাদে আহমদীয়া জামা'ত অবিশ্বাসী নয় যা মহানবী (সা.) স্বয়ং করেছেন, আর সেই সকল রাজনৈতিক যুদ্ধের অবিশ্বাসী নয় যা এক জাতি অস্তিত্বের সংগ্রামে অন্য জাতির বিরুদ্ধে করে থাকে। আহমদীয়া জামা'তের বিশ্বাস কেবল এটি, কোন জাতির পক্ষ থেকে যদি ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ না হয়, তাহলে তাদের সঙ্গে জিহাদের নামে যুদ্ধ করা উচিত নয়, যেন ইসলামের দুর্নাম না হয়। রাজনৈতিক স্বার্থে যদি যুদ্ধের প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে যুদ্ধ অবশ্যই কর; কিন্তু এর নাম জিহাদ রাখবে না। কেননা, যে বিজয়ের জন্য ইসলামের সুনামকে জলাঞ্জলি দেয়া হয়, তা সেই পরাজয় হতে নিকৃষ্ট যাতে ইসলামের সম্মানের সুরক্ষা হয়।

বস্তুত, আমীর হাবীবুল্লাহ সাহেবের কাছে মিথ্যা কথাবার্তা বলে সৈয়দ আব্দুল লতীফ সাহেবকে বিনা কারণে শহীদ করা হয়েছে। আর এভাবে ইলহামের প্রথম অংশ 'শাতানে তুযবাহান' শতভাগ পূর্ণ হয়েছে অর্থাৎ এই জামা'তের দু'জন অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত মানুষকে, সকল অর্থে বাদশাহর বাধ্যগত হওয়া সত্ত্বেও হত্যা করা হয়েছে।"

ঐশী শাস্তির কিছু দৃষ্টান্ত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.) উপরোক্ত ঘটনাবলী সম্পর্কে নিম্নোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন : "আকাশের নীচে এই যুগে এরূপ হত্যাকান্ডের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। আক্ষেপ, এই নির্বোধ আমীর কি করল! এভাবে নির্দোষ ব্যক্তিকে অতি নির্মমভাবে হত্যা করে সে নিজের ধ্বংসকে ডেকে আনল। হে কাবুলের ভূমি! তুমি সাক্ষী থাক, তোমার ওপর দাঁড়িয়ে মারাত্মক অপরাধ সংঘটন করা হয়েছে। হে হতভাগ্য ভূমি! তুমি খোদার দৃষ্টিতে হীন হয়ে গেছ, কেননা তুমি এই ভয়ঙ্কর যুলুমের স্থান।" (তাযকেরাতুশ শাহাদাতাইন' পুস্তক, পৃ-৮৭)।

উপরোক্ত নির্মম হত্যাকান্ডের ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'লার ক্রোধের অগ্নি প্রজ্জলিত হয়েছে এবং দুস্কৃতিকারীদের চরম শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। আফগানিস্তানে অদ্যাবধি সেই শাস্তির জের ক্রমবর্ধিত হারে চলছে তো চলছেই। ঐশী শাস্তির এই রূপ ভয়াবহতা এবং বহুকাল ব্যাপী সেই শাস্তির ব্যাপকতার চিত্র দ্বারা উপরোল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয় অংশের (ভুপৃষ্ঠে বসবাসকারী সকলেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে) পুর্ণতার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। বিষয়টি সর্ম্পকে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ।

১- আমরা ইতিপূর্বে আফগানিস্তানের তৎকালীন আমীর আব্দুর রহমানের পক্ষাঘাত রোগে আক্তান্ত হয়ে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করেছি। সেটি ছিল নিরীহ আহমদীকে নির্দয় ভাবে হত্যার আদেশ–দানকারী এই আমীরের জন্য ঐশী শাস্তির একটি নিদর্শন।

২- মহামারী রূপে কলেরার আক্রমণ

"হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেবের নির্মম হত্যাকান্ড (১৪ই জুলাই, ১৯০৩ সাল) সংঘটিত হওয়ার পর সে-দেশে গণ-ধ্বংসযজ্ঞ নেমে আসা সংক্রান্ত অংশ পূর্ণ হওয়া বাকি ছিল; কিন্তু তাও পূর্ণ হতে বিলম্ব হয় নি। সাহেবযাদা আব্দুল লতিফ সাহেবের শাহাদাতের এক মাস না যেতেই কাবুলে মারাত্মক কলেরা দেখা দেয় আর এত গণহারে মানুষ ধ্বংস হয় যে, ছোট–বড় সবাই আকস্মিক বিপদে ঘাবড়ে যায়। মানুষের হৃদয় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যায় আর সবাই মোটের ওপর বুঝতে পারে যে, আমাদের ওপর এই শাস্তি এসেছে সেই অত্যাচারিত ও নির্যাতিত সৈয়দের কারণে। যেমন, আফগান সরকারের প্রধান প্রকৌশলীর পদে অধিষ্ঠিত একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি ফ্রাঙ্ক মার্টিন– এর সাক্ষ্য থেকেও প্রমাণিত হয় যা তিনি নিজ গ্রন্থ 'আন্ডার দি এবসলিউট আমীর'–এ উল্লেখ করেছেন।

এই কলেরার আগমন ছিল একেবারেই আকস্মিক। এই কলেরা আল্লাহ্ তা'লার একটি বিশেষ নিদর্শন ছিল। প্রায় ২৮ বছর পূর্বে এর সংবাদ তিনি স্বীয় মা'মুরকে দিয়ে রেখেছিলেন। আর বিস্ময়কর বিষয় হলো, এই ভবিষ্যদ্বাণীর সমর্থনে সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ শহীদকে তিনি পূর্বেই অবহিত করেছেন। তিনি মানুষকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, আমি আমার শাহাদাতের পর থেকে কিয়ামত সদৃশ ধ্বংস আসতে দেখেছি। এই কলেরার প্রভাব কাবুলের প্রতিটি পরিবারের ওপর পড়েছে। এই আক্রমণ থেকে সাধারণ মানুষ যেমন নিরাপদ থাকতে পারে নি, একইভাবে ধনীরাও এই আক্রমণ থেকে নিরাপদ ছিল না। যারা শহীদ মরহুমকে প্রস্তরাঘাতে হত্যার পিছনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে তারা বিশেষভাবে এর শিকারে পরিণত হয়। অনেকেই স্বয়ং আক্রান্ত হয়েছে, আবার নিকট–আত্মীয়স্বজন ধ্বংস হয়েছে।"

আফগানিস্তানের আকাশ আল্লাহ তা'লার গযবের ফিরিশতাদের দ্বারা প্রকম্পিত হল। গযবের ফেরেশতারা হত্যাকারী নগরী কাবুলে কলেরার প্লাবনদ্বার খুলে দিল। এক রাতের মধ্যে কলেরা মহামারি আকারে দাবাগ্নির ন্যায় সমগ্র রাজধানীতে ছড়িয়ে পড়ল। এই হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত আমীর হাবিবুল্লাহ খানের ছোট ভাই নসরুল্লাহ খানের স্ত্রী, পুত্র এবং রাজ পরিবারের বহু লোক কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। পরিবারের পর পরিবার কালেরায় নিপতিত হলো। নগরীতে বিভিষিকা নেমে এলো। ক'দিনের মধ্যেই সমগ্র রাজধানী উজাড় হয়ে গেল। এত অধিক লোকের মৃত্যু হলো যে, তাদের কবর দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল। শিয়াল, কুকুর, শকুন রাস্তায় মৃত মানুষ ভক্ষণ করতে লাগলো। ক'দিনের মধ্যে কলেরায় কাবুলে আশি হাজারেরও অধিক মানুষের মৃত্যু হলো। পৃথিবীর ইতিহাসে কলেরার এমন ভয়াবহ নজীর আর দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ। জানা যায়, সাহেবযাদা আবুল লতিফ (রা.) তাঁর মৃত্যুর পূর্বে আমীর এবং সরদার নসরুল্লাহ খানের উপস্থিতিতে এক ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, তাঁর মৃত্যুর ৬ দিন পর সমগ্র আফগানিস্তানকে এক বিপদ পাকড়াও করবে। এছাড়া তাঁর মৃত্যুকালে হঠাৎ এক ভয়াবহ ঝড়–ঝঞ্ঝা উঠে এবং আধ ঘন্টা ধরে তা প্রবলভাবে আলোড়িত হয়।

(চলবে)

"সমগ্র জগৎ অবিশ্বাসী হলেও সত্য চিরকালই সত্য এবং সমগ্র জগৎ সমর্থনকারী হলেও মিথ্যা চিরকালই মিথ্যা"

[হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)]

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

PRESS RELEASE

9th November 2014

In the Name of Allah, The Most Gracious, Ever Merciful.

Al Islam

Love for All, Hatred for None

Muslim Leader calls for urgent Action against Extremism

Hazrat Mirza Masroor Ahmad says a global strategy required to stop radicalisation

On 8 November 2014, the World Head of the Ahmadiyya Muslim Community, the Fifth Khalifa, His Holiness, Hazrat Mirza Masroor Ahmad delivered the keynote address at the 11th National Peace Symposium hosted by the Ahmadiyya Muslim Community UK.

During his address, His Holiness categorically condemned the activities of ISIS and other extremists groups as "entirely un-Islamic" and said they were "viciously spreading a network of terror" in the world.

Quoting extensively from the Holy Quran, His Holiness proved Islam to be a religion of peace that promoted tolerance, mutual respect and understanding at all levels of society. His Holiness also questioned how extremist groups such as ISIS were funded and supported.

The event was held at the Baitul Futuh Mosque in London with an audience of more than 1000 people, including 550 non-Ahmadi guests comprising Government Ministers, Ambassadors of State, Members of both Houses of Parliament and various other dignitaries and guests. The theme of this year's Peace Symposium was "Khilafat, Peace and Justice".

During the event, His Holiness also presented Magnus MacFarlane-

Barrow, Founder andCEO Mary's Meals UK, with the Ahmadiyya Muslim Prize for the Advancement of Peacein recognition of his outstanding efforts to provide food and education to hundreds of thousands of children in the developing world.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad began his address by speaking of the increasing threat of terrorism and extremism in today's world.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

"Over the past year, one particular group has viciously spread its network of terror and has become a cause of major concern for the world. I am speaking of the group of extremists commonly known as 'ISIS' or 'I.S.' The actions of this terrorist group are not only impacting Muslim countries, but also countries in Europe and further afield are also being affected by its brutalities."

Hazrat Mirza Masroor Ahmad said it was highly "disturbing" that hundreds of Muslim youths from all parts of the world were being attracted by ISIS and were going to Syria and Iraq to fight for them. His Holiness said: "the agenda and objectives of ISIS and their so-called Khalifa are utterly horrific and barbaric".

His Holiness said that ISIS had a vision to "take over the world" which he classed as"wishful thinking". Nonetheless, His Holiness said that if ISIS was not "stopped in its tracks" it could cause great destruction in the world.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

"Consider just how much suffering and ruin can be caused by an extremist group, which is gathering together frustrated and restless people from all parts of the world who are ready to give their lives for this unjust cause…

This is especially true given the fact that this group (ISIS) does not just have willing individuals but is also heavily armed with sophisticated weapons systems and artillery. Indeed, it is not out of the question that they could eventually lay their hands on nuclear weapons."

Hazrat Mirza Masroor Ahmad continued:

"When all of this is considered there is no doubting the horrific threat to the world posed by ISIS and any of the groups that have similar ideologies. The fact that all of this is being done in the name of Islam sincerely grieves and pains all true and peace loving Muslims because such brutal and inhumane ideologies have nothing to do with the religion whatsoever. Rather, in every way, and at every level, Islam's real teachings are of peace and security for all people."

The Khalifa went on to give a detailed account of Quranic teachings in relation to warfare, stating that wherever Muslims were given permission for a 'defensive war' it was given as a means to protect all religions and not just Islam. He also explained the unparalleled efforts made by the Holy Prophet Muhammad (peace be upon him) to spread peace throughout the world.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad went on to speak about how 'freedom of conscience' was a fundamental tenet of Islam. He said that Muslims were permitted only to preach the message of Islam in a peaceful way.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

"It is never permissible, in any circumstance, to force another person to accept Islam or indeed any religion… All people are free to believe or not to believe. And so when the Holy Prophet (peace be upon him) was permitted only to convey the message of Islam and nothing further - how then can the so called Muslim leaders of today go beyond this and think they have more power, authority or rights than the Prophet of Islam?"

Hazrat Mirza Masroor Ahmad ended his address by questioning how terrorist or extremist groups were being funded and by appealing for world peace through true justice.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

"I would also hereby like to question those people or

organisations who claim that Islam is a religion of violence on the basis of the atrocities of the extremist groups. I would ask them to consider how these groups are able to acquire such funds that allow them to continue their extremist activities and warfare for so long? How do they acquire such sophisticated weapons? Do they have arms industries or factories?

It is quite obvious that they are receiving the help and support of certain powers. This could be direct support from very oil-rich states or it could be other major powers covertly providing assistance."

Hazrat Mirza Masroor Ahmad continued:

"The funding of these groups is a major problem because it is through these funds that they are able to prey on vulnerable groups or individuals… Thus something has to be done to stop the funding of these groups urgently. The West has

now started to realise and acknowledge that this is a war that is actually directly affecting it as well. However, this too is under-estimation - the truth is that this is a war against the entire world."

His Holiness concluded by saying:

"Most importantly the world must realise that it has forgotten its Creator and they must come back to Him. Only when this happens can true peace be established and without this there can be no guarantee of peace. I have spoken many times previously about the horrific consequences of another global war and perhaps it will only be after such a war that the world will come to realise the destructive results of the unjust policies that were made only to satisfy personal ambitions and vested interests. I hope and pray that the world comes to its senses before such a disaster comes to pass."

Prior to the keynote address, various dignitaries spoke about the importance of peace and the critical state of today's world.

Rafiq Hayat, the National President of the Ahmadiyya Muslim Community UK, spoke of the need for peace in the world. Referring to Remembrance Day commemorations that were taking place this week, he said the Ahmadiyya Muslim Community "honoured" all those British servicemen and women who had sacrificed their lives for the sake of their nation during the First World War.

Siobhain McDonagh, MP and Chair of the "All Party Parliamentary Group for the Ahmadiyya Muslim Community' said:

"I congratulate the Ahmadiyya Muslim Community on its 125th anniversary. It is a community that has always promoted peace and harmony in the world."

Lord Tariq Ahmad of Wimbledon, Minister for Communities said:

"The Ahmadiyya Muslim Community is my Community - it is my home and this is my place of worship."

Rt Hon Ed Davey, MP, Secretary of State for Energy & Climate Change said:

"In the world today we see 'politics of division' in so many parts but under the leadership of His Holiness, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, the Ahmadiyya Muslim Community promotes a 'politics of unity' with the aim of establishing unity across the world."

Rt Hon Justine Greening, MP, Secretary of State for International Development said:

"Tonight is a simple but powerful event where people are being brought together to discuss and understand each other and to eat together as families do."

Most Reverend Kevin McDonald, Archbishop Emeritus of Southwark, who also read a special message from the Vatican, said:

"I strongly applaud the huge contribution being made by the Ahmadiyya Muslim Community in spreading peace in the world."

The recipient of the Ahmadiyya Muslim Prize for the Advancement of Peace, Magnus MacFarlane-Barrow, CEO Mary's Meals UK said:

"I am deeply honoured and moved to receive this award and thank His Holiness, Hazrat Mirza Masroor Ahmad for this honour. The work of Mary's Meals is very simply to feed children so that they are able to go to school."

Both before and after the proceedings, His Holiness met personally with various dignitaries and guests and also met with members of the western and Asian media.

Further Information:
media@pressahmadiyya.com

হযরত মৌলভী হাকীম নূরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.)-এর নামে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর লেখা ৫০ নম্বর চিঠি।

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্র পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা আপনার এবং আপনার নতুন স্ত্রীর মাঝে দাম্পত্য বন্ধন, ঐক্য ও ভালোবাসা সর্বাধিক বৃদ্ধি করুন এবং সৎ-সালেহ্ সন্তান-সন্ততি দান করুন, আমীন, সুম্মা আমীন। প্রথমা স্ত্রীরা সচরাচর এ ধরনের বিষয়াদিতে প্রকৃতিগত দুর্বলতার কারণে চরম সীমায় কুধাণার বশবর্তী হয়ে নিজেদের জীবন ও সুখ-শান্তির বিনাশ ঘটিয়ে থাকে।

স্ত্রীদের ওপর তৌহীদের অকাট্য দলিল

'ওয়াহ্‌দাহু-লাশরিক' হওয়া খোদার গুণ। কিন্তু স্ত্রীরাও কখনো শরীক পছন্দ করে না। এক বুযূর্গ বলেন, তাঁর প্রতিবেশী এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অনেক কঠোর ও কর্কশ আচরণ করতো। এক পর্যায়ে সে দ্বিতীয় বিয়ে করতে মনস্থ করলো। এতে সে স্ত্রী অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে স্বামীকে বললো, 'আমি তোমার সব যাতনা সহ্য করেছি কিন্তু এই দুঃখ আর সহ্য করা যায় না যে, তুমি আমার স্বামী হয়ে এখন দ্বিতীয় স্ত্রীকে আমার সঙ্গে শরীক করবে।' তিনি বলেন, 'তার সে কথা আমার হৃদয়ে বড়ই গভীর দাগ কাটলো, বেদনাত্মক প্রভাব বিস্তার করলো। আমি সে কথার সদৃশ বিষয় কুরআন করীমে খুঁজে দেখতে চাইলাম। তখন এ আয়াতটি খুঁজে পেলাম ঃ ওয়া ইয়াগফিরু মা দূনা যালিক।' (সূরা আন নিসাঃ ১১৭) এ (অর্থাৎ শরীক করা) ছাড়া আর সবই তিনি ক্ষমা করেন-অনুবাদক।

এ বিষয়টি বাহ্যত বড়ই নাজুক। দেখা যায়, পুরুষের আত্মমর্যাদাভিমান যেমন চায় না যে, তার স্ত্রী তার এবং অন্য কারও মাঝে ভাগাভাগী হোক, তেমনি স্ত্রীর মর্যাদাভিমানও চায় না, তার স্বামী তার এবং অপর কারও মাঝে বিভক্ত হোক। কিন্তু আমি খুব ভালোভাবে জানি, খোদা তা'লার শিক্ষায় কোন ত্রুটি নেই। এবং তা মানবপ্রকৃতি ও স্বভাব বিরুদ্ধও নয়। এ ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ গভেষণালব্ধ সত্য এটাই যে, পুরুষের মর্যাদাভিমান এমন এক প্রকৃত বাস্তব ও পরিপূর্ণ মর্যাদাভিমান, যা আলাদা বা বিচ্ছিন্ন হলে প্রকৃতপক্ষেই এর কোন প্রতিকার নেই। কিন্তু স্ত্রীর মর্যাদাভিমান পূর্ণাঙ্গ নয়, বরং সম্পূর্ণ সন্দেহাত্মক এবং ক্ষিয়মাণ।

মা'রেফতের গুঢ়তত্ত্ব : এ ক্ষেত্রে সেই গুঢ়তত্ত্ব যা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উম্মে সালমা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বলেছিলেন তা এক মা'রেফাত (তত্ত্বজ্ঞান) প্রদানকারী গুঢ়তত্ত্ব বিশেষ। কেননা মহানবী (সা.)-এর প্রস্তাব দিলে হযরত উম্মে সালমা রাযিয়াল্লাহু আনহা যখন এ ওজর-আপত্তি জানালেন, 'আপনার একাধিক স্ত্রী রয়েছেন এবং ভবিষ্যতে আরও হবে বলে খেয়াল আছে আর আমি একজন আত্মমর্যাদাভিমানী এমন নারী, যে দ্বিতীয় কোন স্ত্রী সইতে পারে না।' তখন আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, আমি তোমার জন্য দোয়া করবো, যেন খোদা তা'লা তোমার এই মর্যাদাভিমান দূর করে দেন এবং ধৈর্য দান করেন।'

কাজেই আপনিও দোয়ায় মশগুল থাকুন। নতুন স্ত্রীর মনোরঞ্জন অত্যাবশ্যক। কেননা সে হচ্ছে মেহমানের মত। তার ক্ষেত্রে আপনার আখলাক ও সদ্ব্যবহার উচ্চতর পর্যায়ের হওয়া দরকার। তার সাথে আপনি অকৃত্রিম মেলা-মেশা ও সহবাস করুন এবং আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর কাছে চান, তিনি যেন নিজ অনুগ্রহে তার সাথে আপনার নির্মল-নিখাদ ভালোবাসা ও প্রেমভরা সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেন। কেননা এসব কিছুই আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর আয়ত্তাধীন। এখন তার সাথে বিয়ের মাধ্যমে আপনার এক নতুন জীবন শুরু হয়েছে। আর যেহেতু মানুষ জগতে চিরকালের জন্য আসে নি, কাজেই ভবিষ্যত বংশগত বরকত ও আশিস প্রকাশিত হওয়ার জন্য এখন এ সম্পর্কের ওপরই সব আশা-ভরসা। খোদা তা'লা আপনার জন্য এক মুবারক (আশিসমণ্ডিত) করুন। আমি এ মহল্লাবাসী বিশেষ ওয়াকেফহাল ও গোপন খবরাখবর জানা লোকদের কাছ থেকে এ মেয়েটির সম্পর্কে এ মর্মে অনেক প্রশংসা শুনেছি যে, সে স্বভাবত সৎ পুণ্যবতী, সতী-সাধ্বী ও প্রশংসনীয় সদ্‌গুণাবলীর আধার। তার তরবিয়ত ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রতিও লক্ষ্য রাখুন। আপনি তাকে নিজে পড়াবেন, কেননা তার সহজাত ক্ষমতা ও প্রতিভা অতি উত্তম বলে মনে হয়। বস্তুত আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর এটা অতি অনুগ্রহ ও ইহ্‌সান যে, তিনি এ জোড়া মিলিয়েছেন। নচেৎ যোগ্য ও সৎ মানুষের এ অভাব ও দুর্ভিক্ষ কালে এমনটি ঘটা অসম্ভব বিষয়াবলীরই অন্তর্ভুক্ত। আপনার পত্রটি থেকে কিছুই জানা গেল না, ২০ মার্চ ১৮৮৯ ইং পর্যন্ত ছুটি পাবেন কি না। আপনি যদি ২০ কি ২২ তারিখে আসেন অর্থাৎ রবিবার এখানে থাকেন তাহলে বাবু মুহাম্মদ সাহেবও আপনার সাথে দেখা করবেন। এ অধম ১৫ মার্চ, ১৮৮৯ ইং তারিখে দু' তিন দিনের জন্য হুশিয়ারপুর যাওয়ার ইচ্ছা রাখে এবং ১৯ অথবা ২০ মার্চ তারিখে অবশ্যই ইনশাআল্লাহ্ ফিরে আসবে। সাহেযাদা ইফতিখার আহমদ এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজন সবাই কুশলে আছেন। গতকাল নগত সাত টাকা এবং কিছু কাপড় আমার জন্য পাঠিয়েছেন, যা তাঁর জোরালো অনুরোধের দরুন গ্রহণ করা হয়েছে। ওয়াস্‌সালাম

বিনীত

গোলাম আহমদ

(আল হাকাম, ৩১ মে, ১৯০৩, পৃষ্ঠা-৪)

ইসলামী নামায

ভাষান্তরঃ মওলানা জাফর আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "যারা গায়েবের (অর্থাৎ: অদৃশ্যের) প্রতি ঈমান আনে, নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমরা তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) খরচ করে।" (সূরা বাকারা:৪)

মহান আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে একলক্ষ চব্বিশ হাজার প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ পৃথিবীতে আগমন করেছেন। তাদের প্রত্যেকেই এক খোদার ইবাদতের শিক্ষা দিয়েছেন। খোদার পক্ষ থেকে আগমনকারী কোন নবী বা রসূল কখনো কোথাও শিরক বা অন্য কোন মাবুদকে ইবাদত করার শিক্ষা দেন নি। বরং বলা যায় খোদা তা'লার এ সকল মহাপুরুষগণকে প্রেরনের উদ্দেশ্য ছিল, অসভ্য মানুষকে সভ্য মানুষে আর সভ্য মানুষকে খোদাভক্ত মানুষে পরিনত করা।

এ ছাড়াও মহান আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন, ***"ওয়া মা খালাকতুল জিন্না ওয়া ইনসা ইল্লা লে ইয়াবুদুন।"*** অর্থঃ আমি জ্বিন ও মানুষকে কেবলমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। প্রত্যেক ধর্মেরই ইবাদতের নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে। তবে বর্তমানে আমরা অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের ইবাদতের যে পদ্ধতিসমূহ লক্ষ্য করছি তার সবগুলোই হচ্ছে বিকৃত বা ভুল ইবাদত পদ্ধতি। কেননা নবীগন কখনো শিরকের বা অংশীবাদীতার শিক্ষা দিতে পারেন না। কিন্তু হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, শিখ, ইহুদী ইত্যাদি ধর্মের অনুসারীগণ বর্তমানে যে রং, ঢংয়ে ইবাদত করছে তা মূলত খোদার সাথে অংশীবাদীতারই বহি:প্রকাশ। এ ছাড়া এ সকল বিকৃতির কারনেই মহান আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে হযরত রসূল করীম (সা.)-এর মত পরিপূর্ণ মানব ও পরিপূর্ণ রসূল এবং সমস্ত জগতের জন্য পরিপূর্ণ ধর্ম ইসলাম প্রেরণ করেছেন। আর আমাদের প্রিয় নবী খাতামান নাবীঈন (সা.)-এর মাধ্যমে শিরকমুক্ত ইবাদতের শিক্ষা দিয়েছেন। তাই আমাদের প্রত্যেকের জানা উচিত ইসলামী নামায বা ইবাদতের পদ্ধতি কি?

ইসলামী নামায আদায় করার পূর্বে ওযু করা জরুরী আবার শর্ত সাপেক্ষে তায়াম্মুম করার অনুমতিও রয়েছে। পানি দ্বারা ওযুর নিয়ম হচ্ছে প্রথমে দুই হাত ধৌত করা, কুলি করে মুখ পরিস্কার করা, তারপর নাকে পানি দিয়ে বাম হাতের আঙ্গুল দিয়ে নাক সাফ করা। সমস্ত মুখ মন্ডল ধৌত করা। তারপর দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা। তারপর মাথা মাসাহ করা এবং পরিশেষে দুই পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত করা। (বুখারী, কিতাবুল ওযু)। ওযু করার সময় এ নিয়ত অবশ্যই করতে হবে যে নামাযের জন্য বা পবিত্র হওয়ার জন্য ওযু করছি। (নেসাঈ)

ওযুর দর্শন হচ্ছে এরপর থেকে ধ্যান ধারনা যেন ইবাদতের দিকেই নিবদ্ধ থাকে আর অন্য কোন কাজের দিকে যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ না থাকে। আবার ওযুর মাধ্যমে বাহ্যিক পবিত্রতাও অর্জিত হয়। যদি পানি না পাওয়া যায় অথবা কারো অসুস্থ্যতা থাকে বা কারো পানি ব্যবহারের ফলে অসুস্থ্যতা বৃদ্ধির আশংকা থাকে তাহলে ইসলাম তাকে তায়াম্মুমের অনুমতি প্রদান করে। তায়াম্মুমের নিয়ম হচ্ছে কোন পরিস্কার মাটিতে হাত বুলিয়ে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মুখ ও হাত মাসাহ করে নিতে হবে। (সূরা-মায়েদা)

ওযু বা তায়াম্মুম করার পরে মুসলমানদের জন্য নির্দেশ হচ্ছে যদি নিরাপত্তা থাকে, সুযোগ সুবিধা থাকে তাহলে তারা যেন ক্বিবলা মুখি হয়ে দাঁড়ায় এবং 'আল্লাহু আকবার' বলে দুই হাত কানের লতি পর্যন্ত উঠায়। এরপর সূরা ফাতিহা পাঠের পর কুরআন করীমের যে কোন সূরা বা কোন সূরার তিন আয়াত পরিমান অংশ তেলাওয়াত করে। এ ভাবে রুকুতে যায় ও রুকু থেকে সোজা হওয়ার পরে সেজদায় যায় এবং প্রত্যেক অংশে নিদৃষ্ট দোয়া পাঠ করে। অত:পর শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পাঠ করে এবং দরুদ শরিফ পাঠ করে। সেই সাথে দোয়া মাছুরা পাঠ করার

পর প্রথমে ডানদিকে এবং পরে বাম দিকে সালাম ফিরিয়ে নামায সমাপ্ত করা হয়। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য প্রত্যেহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা আবশ্যক। প্রত্যেহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ব্যতিত দুই ঈদের নামায, তাহাজ্জুদ নামায যার গুরুত্বের কথা পবিত্র কুরআন মজিদে বর্ণিত হয়েছে। জানাযার নামায, কুসুফ ও খুসুফের নামায। এ ছাড়া ইস্তেখারা ও অন্যান্য আরো নামায সমূহ রয়েছে যা মুসলমানগন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে আদায় করে থাকেন।

প্রারম্ভে যে আয়াত বর্ণিত হয়েছে সেখানে ***"ইউকিমুনাস সালাতা"*** শব্দের অর্থ হচ্ছে নিষ্ঠার সহিত নিয়মিত যথাসময়ে নামায আদায় করা। এর আরেক অর্থ হচ্ছে কখনো নামাযকে ছেড়ে না দেয়া। যে নামাযকে ছেড়ে দেয়া হয় তারপর আবার আদায় করা হয় ইসলামের দৃষ্টিতে এটা কোন নামাযই না। কেননা নামায সীমিত সময়ের জন্য নয় বরং ফরয হওয়ার পর প্রথম নামায থেকে আরম্ভ করে জীবনের শেষ নি:শ্বাস পর্যন্ত যেন নামায আদায় করা হয়। যারা এর মাঝে নামাযকে পরিত্যাগ করে তাদের সমস্ত নামায খোদার নিকট বাতিল হবে। তাই প্রতিটি মুসলমানের উচিত যখন থেকে তার উপর নামায ফরয হয় তখন থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সে যেন আর নামায বাদ না দেয়। কেননা নামায হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লার সাথে সাক্ষাত। যে তার নিজের প্রেমিকের সাথে সাক্ষাতকে এড়িয়ে চলে সে নিজেই তার প্রেমিকের বিরুদ্ধে স্বাক্ষী দেয়।

দ্বিতীয় হচ্ছে মুত্তাকী সে, যে নামাযের বাহ্যিক যে অঙ্গ ভঙ্গি রয়েছে তাও পূর্ণ করে। আবার নামাযের যে নিয়ম রয়েছে সেটাকেও ভঙ্গ করে না। উদাহরণস্বরূপ পানি সহজলভ্য হলে সে সঠিকভাবে ওযু করে এবং নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করে। সেই সাথে নিদৃষ্ট দোয়া ও আদেশ সঠিকভাবে পালন করে। শরিয়তের নির্দেশ হচ্ছে নামাযের জন্য পাক পবিত্র কাপড় ও স্থান হতে হবে। কিন্তুকোন অপারগতার কারনে এ শর্ত যদি পূর্ণ না-ও হয় তবুও নামায পরিত্যাগ করা যাবে না। বরং কাপড় ময়লা নোংরা হলেও নামায আদায় করতে হবে। বিশেষভাবে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে নামায ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। কেননা আমাদের দেশের অনেক মহিলা কেবল এ বাহানা করে নামায ছেড়ে দেয় যে, বাচ্চার কারনে কাপড় পরিস্কার নয়।

আবার অনেক মুসাফির কেবল এ কারনে নামায ছেড়ে দেয় যে সফরে পুরোপুরি পরিস্কার থাকা যায় না। এ বিষয়গুলো শয়তানের কুপ্ররোচনা। কেননা যদি সুযোগ সুবিধা থাকা সত্বেও সেটার ওপর আমল করা না হয় তাহলে তা পাপ। আর যেখানে শর্ত পূর্ণ করার কোন সুযোগই নাই সেখানে নামায পরিত্যাগ করা পাপ। আর এরুপ ব্যক্তিকে অপারগ বলা হবে না বরং নামায পরিত্যাগকারী বলা হবে। কাজেই এ ব্যাপারে মু'মিনদের বিশেষভাবে সচেতন থাকা উচিত। তৃতীয়, সে সর্বদা এটা চেষ্টা করে যেন তার নামায সর্বদা জীবিত থাকে। যেমন কখনো কখনো বাহিরের চিন্তা চেতনা তাকে নামায থেকে দূরে নিয়ে যায়। কিন্তু একজন মু'মিনের ব্যাপারে এটা হয় না। সুতরাং নামায প্রতিষ্ঠার আরেক অর্থ হচ্ছে সে নিজের নামায আদায় করে এবং অন্যকেও নামায আদায়ের জন্য তাকিদ দিতে থাকে।

ইকামাতুস সালাত অর্থ হচ্ছে নামায দাঁড়িয়ে গেছে। আর আমাদের দেশের লোকেরাও বলে যে নামায দাঁড়িয়ে গেছে। এ দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে এর আরেক অর্থ হচ্ছে বাজামাত নামায আদায় করা। কেবল নিজেরাই নামায আদায় করে না বরং অন্যদেরকেও বাজামাত নামায আদায় করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে। বাজামাত নামায আদায় করা আজকাল মুসলমানরা প্রায় ভুলেই গেছে। এ ভুলে যাওয়ার পিছনে সবচেয়ে বড় কারন হচ্ছে মুসলমানদের মাঝে বিরাজমান বহু দল উপদল ও মতবিরোধ। আল্লাহ্ তা'লা এ ইবাদতের মাঝে অনেক বড় বিশেষত্ব ও জাতীয় কল্যান সমূহ নিহিত রেখেছেন। কিন্তু পরিতাপ মুসলমানরা এটাকে ভুলে গেছে। কুরআন করীম যেখানেই নামায আদায়ের নির্দেশ দিয়েছে সেখানেই বাজামাত নামায আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেছে। কোথাও এককভাবে নামায আদায়ের কথা বলে নি। বাজামাত ও সঠিক সময়ে সঠিক পদ্বতিতে ও বিনয়ের সাথে নামাযের হেফাজত এবং আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন করীমে জোর তাকিদ প্রদান করেন।

মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ***"ইন্নাস সালাতা কানাত আলাল মোমেনীনা কিতাবাম মাওকুতান"*** অর্থাৎ: নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করা মু'মিনের জন্য অবশ্য কর্তব্য। (সূরা নিসা:১০৪) সুতরাং যদি আমরা উপরোক্ত আয়াতের প্রতি দৃষ্টি দেই তাহলে আমরা খুব সহজেই অনুধাবন করতে পারি, আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক মু'মিনের জন্য নামাযের নির্ধারিত সময়ে বা যথাসময়ে কোন প্রকার ওযর আপত্তি উপস্থাপন না করে নামায আদায় করা বাধ্যতামূলক করেছেন। অন্যভাবে আমরা এটাও বলতে পারি, আল্লাহ্ তা'লা এ আয়াতে মসজিদ বা অন্য কোন নির্ধারিত স্থানে প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক বাজামাত বা সম্মিলিতভাবে একসাথে নামায আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন। আর এ ব্যাপারে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) ও তাঁর অনুসারীদের উৎসাহ প্রদানের জন্য নসিহত প্রদান করেছেন।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত, তিনি একবার রসূল করীম (সা.) কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কোন কাজ আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে বেশী গ্রহনীয়" তিনি (সা.) উত্তর দেন, "সঠিক সময়ে নামায আদায় করা"। (বুখারী, মুসলিম)। হযরত রসূল করীম (সা.)-এর বাণীর সাথে যদি আমরা এ যুগের হাকামান ও আদালান হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.) প্রদত্ত বাণীকে সংযুক্ত করি তাহলে আমাদের জন্য নামাযের গুরুত্বকে বুঝা ও অনুধাবন করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, "যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে দৈনিক পাঁচ বেলার নামায আদায় করে না সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে।" (কিশতিয়ে নূহ)।

আবার তিনি (আ.) আরেক স্থানে বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের প্রকৃতিগত পাঁচটি অবস্থা লক্ষ্য করেই তোমাদের জন্য

পাঁচ ওয়াক্তের নামায নির্ধারিন করেছেন। এর দ্বারাই তোমরা উপলব্ধি করতে পার যে, এ সকল নামায কেবল তোমাদের আত্মিক মঙ্গলের জন্য দির্ধারিত করা হয়েছে। সুতরাং যদি তোমরা এ সকল বিপদ হতে মুক্তি লাভ করতে চাও তাহলে এ পাঁচ বেলার নামায পরিত্যাগ কর না। কেননা এগুলি তোমাদের অভ্যন্তরিন ও আত্মিক পরিবর্তনের প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ” (কিশতিয়ে নূহ)।

বাজামাত নামায ধর্মের মূল বিষয়বস্তু সমূহের মধ্য থেকে একটি মৌলিক বিষয়। কুরআন করীমের আয়াত সমূহের প্রতি মনযোগ দিয়ে দেখা যায় যেখানেই নামায আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেখানেই বাজামাত নামাযের কথা বলা হয়েছে। অতএব ফলাফল হচ্ছে কুরআন করীমের মতে নামায তখনই নামায আদায় বলে গন্য হবে যখন বাজামাত আদায় করা হবে, কেবল কোন অপারগতা ব্যতীত। কাজেই যদি কোন ব্যক্তি অসুস্থ্যতা বা শহরের বাহিরে ভ্রমণে থাকা বা কোন মুসলমান না পেলে আথবা একাকীত্বের কারন ব্যতীত বাজামাত নামাযকে পরিত্যাগ করে। যদিও সে বাড়িতে নামায পড়ে নেয় তবুও তার নামায হবে না। বরং নামায পরিত্যাগকারী বলে গন্য হবে।

বাজামাত নামায আদায়ের ব্যাপারে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা) তার ২৬ জুলাই ১৯৪০ ইং: এক খুতবায় সমগ্র জামা'তকে নসিহত করে বলেন, “আমাদের মাঝে যেন এমন কোন ব্যক্তি না থাকে যে মসজিদে গিয়ে বাজামাত নামায আদায় করার অভ্যাসকারী নয়। কেবল মাত্র সেই কৃষক ব্যতীত যাদেরকে ক্ষেতে খামারের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। যদিও ঐরূপ ব্যক্তিদের জন্যও আমার ধারনায় এমন কোন ব্যবস্থা অবশ্যই থাকা উচিত যাতে করে তারা তাদের নিকটতম মসজিদে বাজামাত নামায আদায়ে সক্ষম হোন।”

কুরআন করীমের যেখানেই নামায পড়ার নির্দেশ এসেছে সেখানেই আক্বিমুস সালাতা শব্দ ব্যবহার হয়েছে কোথাও কেবল সালাত শব্দ ব্যবহার হয় নি। এ নির্দেশ এটার শক্তিশালী প্রমান বহন করে যে, প্রকৃত নির্দেশ হচ্ছে ফরয নামায যেন অবশ্যই বাজামাত আদায় করা হয়। আর একাকী নামায কেবলমাত্র অপারগতার ক্ষেত্রে বৈধ। যেমন যদি কারো দাঁড়িয়ে নামায পড়ার ক্ষমতা না থাকে তাহলে তার বসে নামায পড়ার অনুমতি আছে। সুতরাং যদি কারো দাঁড়িয়ে নামায পড়ার ক্ষমতা না থাকে তাহলে বসে নামায পড়ার অনুমতি রয়েছে।

সুতরাং যদি কারো দাঁড়িয়ে নামায পড়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বসে নামায পড়লে সে পাপী বলে সাব্যস্ত হবে। অনুরূপভাবে যদি কারো বাজামাত নামায আদায় করার সুযোগ থাকে আর সে তা আদায় না করে তাহলে অবশ্যই সে গুনাহগার হবে। বর্তমানে এরুপ অনেক মানুষ আছে যারা বাজামাত নামায আদায়ের ব্যাপারে গড়িমসি করে । তারা এমনভাবে গল্প গুজবে মেতে থাকে যে অপর দিকে তাদের নামাযের সময় শেষ হয়ে যায়। এরপর আবার আফসোসও করে, আহা নামাযের সময় শেষ হয়ে গেল। কাজেই তাদের অনেক বেশী সতর্ক হওয়া উচিত যে, সামান্য অমনোযোগের কারনে তারা অনেক বড় পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে বাজামাত নামাযের গুরুত্ব বুঝার এবং সঠিক সময়ে নামায আদায় করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

[মূল: তফসীরে কবির, ১ম খন্ড]

MTA INTERNATIONAL

বিজ্ঞপ্তী

এমটিএ-এর ‘আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদে' সংবাদ প্রচারে করণীয়

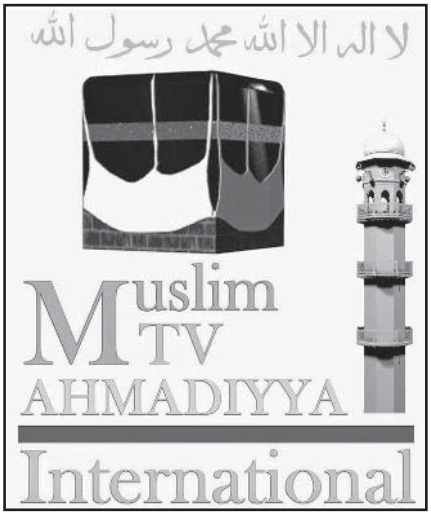

জেনে আনন্দিত হবেন যে, নিয়মিতভাবে তিনটি ভাষায় এমটিএ-তে ‘আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ' প্রচার হচ্ছে যা প্রতি শনিবার বাংলাদেশ সময় দুপুর ২টায় প্রচারিত হয় এবং পুন:প্রচার করা হয় একই সময় সোমবার।

এমটিএ ‘আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদে' স্থানীয় জামা'ত ও মজলিসের কর্মকান্ডের সংবাদ প্রচার করতে হলে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে-

১। যে সংবাদটি প্রচার করতে চান তা সংক্ষিপ্তভাবে লিখে পাঠাতে হবে।

২। যে সংবাদটি পাঠাচ্ছেন তার ছবি অবশ্যই পাঠাতে হবে এবং যত বেশি ছবি পাঠানো সম্ভব দিবেন।

৩। অনেক দিনের পুরনো সংবাদ না পাঠানোই ভালো।

৪। ই-মেইলে সংবাদ পাঠালেই ভালো, তবে ছবি অবশ্যই ই-মেইলে পাঠাবেন।

সংবাদ পাঠানোর ঠিকানা-
পাক্ষিক আহমদী
(আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ বিভাগ)
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
মোবাইল-০১৭১৬-২৫৩২১৬
ই-মেইল: masumon83@yahoo.com

‘মরণোত্তর দেহদান’ কি বলে ইসলাম

মাহমুদ আহমদ সুমন

সম্প্রতি দেশের দু’টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ‘মরণোত্তর দেহদান’ সম্পর্কে লেখা প্রকাশ হয়। প্রথমে আমি দু’জন লেখককেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি এ কারণে যে, তারা এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে ভেবেছেন। তবে লেখকদ্বয় এখানে মরণোত্তর দেহদানকে অবৈধ হিসেবে যে মন্তব্য করেছেন এ বিষয়ে আমরা একমত নই। যা কিছু কল্যাণকর তা-ই ধর্ম। ধর্ম মানুষকে এই শিক্ষা দেয় যে, সে যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন, কোন ভাবেই সে যেন কারো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ না হয় বরং কল্যাণ লাভ করে। যেভাবে আমাদের প্রাণপ্রিয় খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) গত ৩১ অক্টোবর ২০১৪ জুমুআর খুতবায় উল্লেখ করেন যে, ‘শত্রু-মিত্র সবার জন্যই আমরা কল্যাণপ্রত্যাশী’। তাই আমাদেরকে প্রকৃত মুসলমান হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আপাদমস্তক কল্যাণকামী মানুষে পরিণত হতে হবে।

১৪শ বছর পূর্বে যা মানুষ কল্পনাও করতে পারতো না আজ তা মানুষের হাতের মুঠোয় এসেগেছে আর এখন ভাবছে যে এসব বৈধ না অবৈধ। আল্লাহ্‌পাক তো এমন নয় যে, তিনি যে দেহ দান করেছেন তা ছাড়া অন্য দেহ বানাতে পারবেন না বা এই দেহের ওপরই তাঁর বিচার করতে হবে। কোন দূর্ঘটনার কারণে যদি কারো দেহ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে দেহের কোন অংশ না পাওয়া যায় তাহলে কি এ ব্যক্তির কাছ থেকে আল্লাহ্‌পাক হিসেব নিবেন না? বাহ্যিক দেহের সাথে আল্লাহ্ তা’লার হিসেব নেয়ার কোন সম্পর্ক নেই, আমরা যখন মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ্‌পাকের কাছে চলে যাই তখন আমাদের দেহ তাঁর কাছে যায় না বরং যায় আত্মা। আমরা কেবল দেহ ত্যাগ করি। আর দেহকে সম্মানের সাথে বিদায় জানানোর শিক্ষা এজন্যই দেয়া হয়েছে, যাতে আল্লাহ্‌পাকের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির কোন ধরণের অমর্যাদা না হয়। এছাড়া দেহকে যদি সুন্দরভাবে দাফন না করা হতো তাহলে পরিবেশও দুষিত হতো। ইসলাম যেহেতু পরিপূর্ণ ধর্ম তাই এর শিক্ষাও পরিপূর্ণ। এছাড়া পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে যে, আমাদের দেহ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলেও তিনি তা একত্র করতে সক্ষম এবং করবেন।

আল্লাহ্‌পাক পবিত্র কুরআনে বলেন, ‘আর তারা বলে, আমরা যখন হাড়গোড়ে পরিণত হব এবং চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাব এরপরও কি সত্যিই এক নতুন সৃষ্টির আকারে আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে? তুমি বল, তোমরা পাথর বা লোহা হয়ে গেলেও কিংবা তোমাদের বিবেচনায় এর চেয়েও কঠিন সৃষ্টিতে পরিণত হলেও তোমাদের পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। এতে তারা অবশ্যই বলবে, কে পূর্বাবস্থায় আমাদের ফিরিয়ে আনবে? তুমি বল, যিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন তিনিই। তখন তারা তোমার উদ্দেশ্যে মাথা নাড়িয়ে বলবে, এমনটি কখন ঘটবে? তুমি বল,

“আমার মৃত্যুর পর আমার দেহের কোন অঙ্গ যদি আরেক জনের দেহকে সুস্থ্যতা দানে সক্ষম হয় এবং সে সুস্থ্য হয়ে মানুষের জন্য কল্যাণে পরিণত হয় এটা কি আমার জন্য পাপ হবে? বরং এটা আমার জন্য পূণ্যও হবে এবং সদকায়ে জারিয়াও হবে। আর এই সদকা জারিয়া এমন হবে যার পূণ্য চলতে থাকবে। মরণোত্তর দেহদানের মূল উদ্দেশ্য থাকতে হবে পূণ্য অর্জন করা। দেহকে যদি রিসার্চের জন্য ব্যবহার করা হয় সেটাও পূণ্য। আল্লাহ্ মানুষের নিয়তকে দেখেন, কে কোন নিয়তে মরণোত্তর দেহ দান করছেন এটাই দেখার বিষয়”

এমনটি অতি শীঘ্রই ঘটতে পারে। (এমনটি সেদিন হবে) যে দিন তিনি তোমাদের আহ্বান জানাবেন এবং তোমরা তাঁর প্রশংসাসহ সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করবে, তোমরা (ইহকালে) অল্প কিছুক্ষণই অবস্থান করেছিলে’ (সূরা বনী ইসরাইল: ৫০-৫৩)।

পবিত্র কুরআনের একই সূরায় এ বিষয়ে আরো উল্লেখ আছে ‘এ (আগুন) তাদেরই (কর্মের) প্রতিফল। কারণ তারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছিল এবং বলেছিল, আমরা যখন হাড়গোড়ে পরিণত হব আর চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাব এরপরও কি সত্যিই এক নতুন সৃষ্টির আকারে আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে? তারা কি জানে না, নিশ্চয় যে আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের মত (মানুষ) সৃষ্টি করতে সক্ষম? আর তিনি যে তাদের জন্য এক মেয়াদ নির্ধারিত করেছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যালেমরা কেবল অকৃতজ্ঞতার দরুন অস্বীকার করলো’ (সূরা বনী ইসরাইল: ৯৯-১০০)।

এছাড়া আমাদের চোখ, কান, হৃদয় সবইতো তাঁর সৃষ্টি, তাঁর জিনিষ দিয়ে তাঁর আরেক বান্দার উপকার করতে কে বাধা দেয়ার অধিকার রাখে? এ সম্পর্কে আল্লাহ্পাক বলেন, ‘আর তিনিই তোমাদের জন্য কান, চোখ এবং হৃদয় সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর না বললেই চলে। আর তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের বীজরূপে বপন করেছেন এবং তাঁরই দিকে তোমাদের একত্র করা হবে’। (সূরা মোমেনুন: ৭৯-৮০)।

তাই আমাদের দেহের কোন অংশ কারো কল্যাণের জন্য দান করলে আল্লাহ্পাকের কোন যায় আসে না কারণ তিনি আবার সব কিছুকে একত্র করতে পারেন এবং করবেন। আর একজনের অঙ্গ আরেক জনের মধ্যে যে প্রতিস্থাপন করা হবে তাও মহানবী (সা.) দাজ্জালের পরিচয় বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, তিনি (সা.) বলেছেন, ‘আপন শক্তির প্রকাশ করতে সে এক ব্যক্তিকে হত্যা করবে এবং পুনরায় জীবিত করবে’ (বুখারী ও মুসলিম)। মহানবী (সা.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী কি আজ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়নি? আজ আমরা কি দেখছি, চিকিৎসা শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞরা হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের হৃৎপিণ্ড কেটে বের করে রোগীর রক্তবাহী শিরাকে কৃত্রিম যান্ত্রিক হৃৎপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত করে রোগীর আসল হৃৎপিণ্ডকে অপারেশনের মাধ্যমে গ্লানি মুক্ত করে যথাস্থানে স্থাপন করে রোগীকে পুনর্জীবিত ও সুস্থ করছে। অপারেশন অবস্থায় রোগী সংজ্ঞাহারা মৃতবৎ পরে থাকে। এছাড়াও বিশেষজ্ঞরা সদ্য মৃত ব্যক্তির সুস্থ হৃৎপিণ্ডকে হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির হৃৎপিণ্ডের সাথে বদল করে তাকে জীবিত করে তুলছে। এই ধরণের ব্যবস্থাপত্র যে পৃথিবীতে এক সময় হবে তার ইঙ্গিতই ১৪শ বছর পূর্বে তিনি (সা.) দিয়েছেন। ইসলামে যদি এসবকে অবৈধ আখ্যায়িত করা হতো তাহলে মহানবী (সা.) অবশ্যই আমাদেরকে এসব থেকে বিরত থাকতে বলতেন। তিনি (সা.) ছিলেন মহা বিজ্ঞানী, তিনি জানতেন এক সময় বিজ্ঞান উন্নতি করবে আর একের অঙ্গ আরেক জন প্রতিস্থাপন করে জীবিত হয়ে উঠবে।

আজ চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে অসাধারণ উন্নতি হয়েছে তা কি আমাদের জন্য আল্লাহ্পাকের বিশেষ কল্যাণ নয়? আমার মৃত্যুর পর আমার দেহের কোন অঙ্গ যদি আরেক জনের দেহকে সুস্থ্যতা দানে সক্ষম হয় এবং সে সুস্থ্য হয়ে মানুষের জন্য কল্যাণে পরিণত হয় এটা কি আমার জন্য পাপ হবে? বরং এটা আমার জন্য পূণ্যও হবে এবং সদকায়ে জারিয়াও হবে। আর এই সদকা জারিয়া এমন হবে যার পূণ্য চলতে থাকবে।

মরণোত্তর দেহদানের মূল উদ্দেশ্য থাকতে হবে পূণ্য অর্জন করা। দেহকে যদি রিসার্চের জন্য ব্যবহার করা হয় সেটাও পূণ্য। আল্লাহ্ মানুষের নিয়তকে দেখেন, কে কোন নিয়তে মরণোত্তর দেহ দান করছেন এটাই দেখার বিষয়। সৎ নিয়তে দান করলে আল্লাহ্ তার প্রতিদান দিবেন আর অসৎ নিয়তে দিলে তার প্রতিফলও সে পাবে। যাদের ধারণা মরণোত্তর দেহদানের অনুমতি দিলে মানুষ পাচার ও লাশ চুরির সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এটা মোটেও ঠিক নয়। চুরি-ডাকাতি, হত্যা এসব চলতেই থাকবে তাই বলে কোন পূণ্যকর্মকে অবৈধ আখ্যা দেয়ার অনুমতি কারো নেই। আল্লাহ্পাক ইচ্ছে করলে সমস্ত দেহকে একটি খণ্ডে সৃষ্টি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে দেহকে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড-বিখন্ডে বিভক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। যেন দেহের একটি খণ্ড নষ্ট হলে তার চিকিৎসা করে এটিকে সুস্থ করে তুলা যায়।

আল্লাহ্ তা’লার পবিত্র কুরআনে রোগব্যাধী থেকে আরোগ্যের শিক্ষাও দিয়েছেন এবং মহানবী (সা.) স্বয়ং কারো কোন অসুস্থতা দেখা দিলে চিকিৎসাপত্র দিতেন। তাই কারো দেহের কোন অংশ অকেজো হয়ে গেলে সে যদি কারো দান করা অঙ্গ ব্যবহার করে সুস্থ্য হয়ে উঠে এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্পাকের কোন নিষেধাজ্ঞা আছে বলে আমাদের জানা নেই। যে কোন বিষয়কে অবৈধ আখ্যা দেয়ার পূর্বে ভেবে দেখতে হবে এ সম্পর্কে আল্লাহ্ ও রসূলের শিক্ষা কি? যে প্রকৃত ইসলামের অনুসরণকারী সে সব সময় সকলের কল্যাণ কামনা করে।

আল্লাহ্ তা’লা আমাদেরকে পরের উপকার সাধনে নিয়োজিত থাকার তৌফিক দান করুন, আমিন।

masumon83@yahoo.com

দরবেশে কাদিয়ানের পটভূমি

শহীদ দরবেশদের স্মৃতিফলকের সামনে লেখক ও দরবেশ মওলানা আব্দুল মোতালেব সাহেবের ছেলে জনাব মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন সাহেবকে দেখা যাচ্ছে

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(দ্বিতীয় কিস্তি)

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরতলীর একটি গ্রাম ঘাটুরা। এ দেশের অন্যান্য গ্রামের মত সুজলা-সুফলা। তিতাস নদীর তীরে এখানে ১৯৬৪ সালে আবিষ্কৃত হয় বাংলাদেশের প্রথম ও প্রধান প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্র তিতাস গ্যাস। যা এদেশের জ্বালানী ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের একটি বড় সম্পদ। তবে শতবর্ষ আগে এ গ্রামে কয়েকজন আশেকে রসূলের জন্ম হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বড় মাওলানা বলে খ্যাত বিশিষ্ট পীর হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের মুরীদান ছিলেন তাঁরা। পরবর্তীতে আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব সুদীর্ঘ এক দশক আহমদীয়াতের সত্যতার ওপর গবেষণায় ১৯১২ সালে কাদিয়ানে বয়আত করে আসার পর ঘাটুরা গ্রামের তাঁর মুরীদানের মধ্যে কয়েক জন বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। সেকালে মাওলানা সাহেবের জীবদ্দশায় ঘাটুরা গ্রামের যারা তাঁর হাতে বয়আত করেন তাদের মধ্যে এক ধর্মপরায়ণ মহিলা করিমাতুন্নেসা সাহেবা।

করিমাতুন্নেসার প্রথম বিয়ে হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানার অন্তর্গত বিরাশ গ্রামের শেখ সিরাজ আলীর সাথে। তাঁর ঔরষ্যে জন্মগ্রহণ করেন তিনটি সন্তান– (১) পেশকারের মা, (২) মোহাম্মদ আলিমউল্লাহ্ এবং (৩) মোহাম্মদ ছলিম উল্লাহ্। তখন শেখ সিরাজ আলী কর্ম উপলক্ষে বার্মা যান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অসুস্থ হয়ে বার্মায় মারা যান। অতঃপর করিমাতুন্নেসা নাবালক তিনটি সন্তান নিয়ে পিত্রালয় ঘাটুরায় চলে আসেন। তখন বিশ দশকের মাঝামাঝিতে তিনি তাঁর পিতা লাল মোহাম্মদ এবং মাতা ও ভাইসহ বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন।

পরবর্তীতে করিমাতুন্নেসার দ্বিতীয় বিয়ে হয় বশির উদ্দিন ওরফে বাদশা মিঞার সাথে। তার পৈত্রিক বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার হরষপুর গ্রামে। তিনি ঘাটুরায় বিয়ে করে স্থায়ী হন। তার ঔরষ্যে ১৯৩১ সালে জন্মগ্রহণ করেন এ লেখার পুরুধা মোহাম্মদ ওমর আলী এবং ১৯৩৩ সালে তাঁর ছোট ভাই মোহাম্মদ নূর মিঞা।

ওমর আলী মাতাপিতা ও ভাইবোনদের অতি স্নেহস্পর্শে বড় হন। গ্রামের আর দশটি ছেলেমেয়ের মত বেড়ে ওঠেন। স্কুলে জাগতিক শিক্ষার বিশেষ সুবিধা না হলেও জন্মসূত্রে আহমদী হওয়ার কারণে আশৈশব থেকে জামা'তী তালিম তরবিয়ত লাভ করেন। তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়া কর্তৃক ঘাটুরায় প্রতিষ্ঠিত মক্তবে দ্বীনি শিক্ষার শুরুতে তাঁর সুপ্ত মেধা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটে। ভাইবোন ও অন্যান্য ছেলেমেয়ে থেকে তাঁর প্রতিভার ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সমবয়সীদের সাথে খেলার মাঠে এবং জমিতে কৃষি কাজে সর্বত্র তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা প্রকাশিত হয়। তিনি একজন খোদাভীরু ও পরহেজগার মানুষ হিসেবে বড় হতে থাকেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর তাহরীকে চল্লিশ দশকে বঙ্গদেশ থেকে অনেক ছেলে কাদিয়ানে জামা'তে লেখাপড়া করতে যান। তখন মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ মুরব্বী সিলসিলাহ্ এবং জামা'তে অন্যান্য বুযুর্গদের অনুপ্রেরণায় করিমাতুন্নেসা ওমর আলীকে কাদিয়ানে প্রেরণে সম্মত হন। ওমর আলীও যেতে উদ্বদ্ধ হন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আহমদী পাড়ার মাতৃ ও পিতৃহীন আব্দুল করিমের ছেলে জায়েদ আহমদ কাদিয়ান যেতে সিদ্ধান্ত নেন। তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আহমদী পাড়ার আব্দুর রউফ ও আবুল হাশেম কাদিয়ানে লেখাপড়া করতেন। তাঁরা ১৯৪৪ সালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটিতে বাড়ী আসেন এবং ছুটি শেষে কাদিয়ান যাবার সময় ওমর আলী ও জায়েদ আহমদ তাদের সাথে

কাদিয়ান চলে যান। তখন ওমর আলীর বয়স ১৩ বছর এবং জায়েদ আহমদের বয়স ১১ বছর।

বাংলা মায়ের সুবোধ বালক ওমর আলী ও জায়েদ আহমদ কাদিয়ানে পৌঁছার পর আল্লাহ্ তা'লার নতুন আকাশ ও নতুন জমিন সৃষ্টির রহস্য প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এবং বিশিষ্ট সাহাবী ও বুযুর্গ আলেমদের সাক্ষাত লাভে তাদের দোয়ায় ঐশী নূরে আলোকিত হন। তখন ওমর আলী জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হওয়ার জন্য ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেন এবং তাঁর মেধা ও প্রতিভা উপলব্ধি করে কর্তৃপক্ষ তাঁকে জামেয়ায় ভর্তি করেন। ফলে তিনি অধ্যয়নে অধ্যবসায় হয়ে লেখাপড়া করতে থাকেন। এরই মাঝে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারত পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। হযরত খলীফতুল মসীহ্ সানী (রা.) কাদিয়ানের দারুর আমান হেফাজতের জন্য দরবেশে কাদিয়ানের আহ্বান করেন। তখন জামা'তের সিদ্ধান্ত ছিল যারা স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্র তাঁরা দরবেশ হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন না। কিন্তু কাদিয়ান পাগল ওমর আলী মন-প্রাণ দরবেশ হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে যায়। তাই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) নিকট নিজের আকুতি ব্যক্ত করে আবেদন করেন। হুযূর (রা.) বিশেষ বিবেচনায় এটা মঞ্জুর করেন। ফলে তিনি দরবেশে কাদিয়ান হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

সে সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হিন্দু ও শিখদের ভয়াবহ আক্রমণ হতে কাদিয়ানের জামা'তের সম্পদ রক্ষায় তিনি অন্যান্যদের সাথে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। জীবন বাজী রেখে তাঁরা কাজ করেছেন। ফলে আল্লাহ্ তা'লার মহীমায় কাদিয়ানের দারুল মসীহ্সহ জামা'তের অনেক সম্পদ রক্ষা পায়। কাদিয়ানের জামেয়া আহমদীয়া কিছুকাল বন্ধ থাকার পর পুনরায় চালু হলে তিনি অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। পরবর্তীতে জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়া থেকে শাহেদ ডিগ্রী লাভে মুরব্বী সিলসিলাহ্ হন। অপরদিকে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৌলভী ফাজেল ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ানে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হন।

তখন ছাত্রদের প্রতি তাঁর স্নেহপূর্ণ শিক্ষা, সহকর্মীদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ এবং অভিভাবকদের সাথে তাঁর সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করে। তিনি অল্পদিনের মধ্যে একজন দক্ষ ও আদর্শ শিক্ষক হিসেবে সুপরিচিত হন। তাঁর শিক্ষায় অনেক উত্তম জ্ঞানী যিন্দেগী ওয়াকফকারী সৃষ্টি হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে নিয়োজিত অনেক মোবাল্লেগ ও মোয়াল্লেম তাঁর ছাত্র। তাঁরা আদর্শ শিক্ষকের শিক্ষায় জ্ঞান অর্জনে সুনামের সাথে জামা'তের খেদমতে নিবেদিত আছেন। ওমর আলী সাহেব চল্লিশ বছর নিষ্ঠার ও দক্ষতার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেছেন।

দরবেশী যুগে যারা মসজিদ আকসা এবং মসজিদে মোবারকে দরস দেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, তাদের মধ্যে ওমর আলী সাহেব একজন। তিনি নিজ প্রচেষ্টায় ফিকাহ্ বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শীকতা অর্জন করেন। ফলে অনেকে ফিকাহ্র বিষয়ে তাঁর নিকট থেকে পরামর্শ নিতেন।

জামা'তের লেখনীতে ওমর আলী সাহেবের সিদ্ধ হস্ত ছিল। তিনি পবিত্র কুরআন, হাদীস ও সুলতানুল কলমের জ্ঞানে তথ্যবহুল ও শিক্ষণীয় অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন। যা কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বদর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অনেক জ্ঞান পিপাসু পাঠে জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং অনেকের নিকট সমাদৃত হয়।

জামা'তে আহমদীয়ার এ বিশিষ্ট বুযুর্গ জামেয়ার আদর্শ শিক্ষক ছাড়াও তিনি সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া কাদিয়ানের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, তাহরীকে জাদীদ কাদিয়ানের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য এবং খিলাফত লাইব্রেরি কাদিয়ানের পরিচালনা কমিটির সদস্য হিসেবে সুনামের সাথে কাজ করেছেন। তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং নিজ দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করে সবাই প্রশংসা করতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁকে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার একজন আলেম হিসেবে মনোনীত করেছিলেন।

ওমর আলী সাহেব পরিণত বয়সে মাদ্রাজের আব্দুর রহিম সাহেবের মেয়ে ইসমাত বানুকে বিয়ে করেন। তিনি এক তাক্ওয়া পরায়ণ ও পরহেজগার মহিলা। জামা'তের খেদমতে নিবেদিত। আজীবন স্বামীকে জামা'তের কাজে উৎসাহিত ও সহযোগিতা করেছেন। সুখে-দুঃখের সাথী ছিলেন। সহধর্মিণীর মাঝে সহমর্মিতার আদর্শ পরিস্ফুটিত হয়। এ বুযুর্গ দম্পত্তির পাঁচ মেয়ে ও দুই ছেলে। তাঁরা হলেন – (১) ফরিদা ইফফাত, (২) হামিদা আরফাত, (৩) বুশরা পারভীন, (৪) মোবাশ্বেরা শওকত, (৫) তায়েবা নাজ, (৬) নাসির আলী ওসমান এবং (৭) হামিদ আলী আনসার। মেয়েদের জামা'তের মাঝে বিয়ে হয় এবং সবাই ধর্মপরায়ণ মানুষ। ছেলেরা কাদিয়ানে জামা'তে কর্মরত আছেন। ওমর আলী সাহেবের সহধর্মিণী ইসমাত বানু প্রায় আশি বছর বয়সে বর্তমানে কাদিয়ানে জীবিত আছেন।

বলাবাহুল্য, ওমর আলী সাহেবের মাতৃ ভাই মৌলভী মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ্ সদর মোয়াল্লেম ছিলেন। তাদের পিতা দুই এবং মাতা একজন। মৌলভী ছলিমউল্লাহ্ সাহেব এদেশের বাংলা নযমকে জনপ্রিয় করে তোলেছেন। 'নযমুল মাহ্দী' তাঁর রচিত গ্রন্থ। যিন্দেগী ওয়াকফকারী এই দুই ভাইয়ের মধ্যে গভীর হৃদ্যতা ছিল।

এদেশের বাঙালি আহমদীদের প্রতি ওমর আলী সাহেবের আন্তরিকতা অপরিসীম ছিল। কোন বাঙালি আহমদী কাদিয়ানে গিয়ে তাঁর সাথে পরিচিত হলে তিনি তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন। বিশেষত তাঁর জন্মভূমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কোন আহমদীর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হতেন। ২০০০ সালে আমি কাদিয়ানের জলসার সময় তার বাসায় সেই স্নেহস্পর্শ ভালোবাসা ও আপ্যায়ণ প্রত্যক্ষ পেয়েছি।

বঙ্গবীর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কৃতি সন্তান, জামেয়া আহমদীয়ার কৃতি ছাত্র, আদর্শ শিক্ষক এবং কাদিয়ানের দরবেশে মোজাহিদ ইহজীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথার্থ ভাবে পালনের পর ২৬ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখ ইন্তেকাল করেন। তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন। কাদিয়ানের বেহেস্তী মাকবেরায় তাঁকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা বঙ্গমাতার কৃতি পুরুষ ওমর আলীকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন, আমীন।

(চলবে)

গিবত একটি জঘন্য পাপ

মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন
মুরব্বী সিলসিলাহ

প্রত্যেক ব্যভিচারী, পাপী, মদ্যপায়ী, খুনী, চোর, জুয়ারী, বিশ্বাসঘাতক, ঘুষখোর, আত্মসাৎকারী, অত্যাচারী, মিথ্যা অপবাদ আরোপকারী এবং নিজেদের কু-কর্ম হতে তওবা করে না ও কুসঙ্গ পরিত্যাগ করে না তারা আমার জামা'তভুক্ত নয়।

(৩য় কিস্তি)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলছেন, কখন কখন দরবেশ ও ওলীর দ্বারাও কোন ভুলত্রুটি সংঘটিত হয়ে যায়। বরং বর্ণিত আছে যে, "আল কুতুবু ইয়াযনি" অর্থাৎ দরবেশের দ্বারাও ব্যভিচার হয়ে যায়। অনেক চোরও ব্যভিচারী থেকে পরিশেষে দরবেশ ও ওলী হয়েছেন। কিন্তু ত্বরাপরায়ণ হয়ে কাউকে পরিত্যাগ করা আমাদের রীতি নয়। কারো সন্তান যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার সংশোধনের জন্য সে পরিপূর্ণ চেষ্টা প্রচেষ্টা করে থাকে। ঠিক তদ্রুপ আমাদের কোন ভাইকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়। বরং তার সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত। কুরআন করীম কখনই এই শিক্ষা দেয় না যে, কারো দোষত্রুটি দেখে তা প্রকাশ কর এবং অন্যদের কাছে তা উল্লেখ কর। অথচ কুরআন করীম তো আমাদের শিক্ষা দেয় যে, "তাওয়াসাও বিস সাবরে ওয়া তাওয়াসাও বিল মারহামাহ" (সূরা আল বালাদ ঃ ১৮) অর্থাৎ যারা নিজেরা ধৈর্য ধরে, অন্যকে ধৈর্যের উপদেশ দেয় এবং নিজেরা দয়া দেখিয়ে অন্যকে দয়া করার উপদেশ দেয়।

মারহামাহর অর্থ এটিই যে, অন্যদের দোষত্রুটি দেখে তাকে যেন নসীহত করা হয় এবং তার জন্য যেন দোয়াও করা হয়। দোয়ার মাঝে অনেক প্রভাব রয়েছে। সেই ব্যক্তির জন্য বড়ই পরিতাপ, যে অন্য কোন ব্যক্তির দোষত্রুটি তো একশ' বার বর্ণনা করে থাকে কিন্তু তার জন্য একবারও দোয়া করে না। কারো দোষ-ত্রুটি সেই সময় বর্ণনা করা উচিত যখন কিনা সে তার জন্য কমপক্ষে চল্লিশ দিন কেঁদে কেঁদে দোয়া করেছে।

শেখ সাদী (রহ.) তার ফার্সী কবিতায় বলেন–"খোদা তা'লা তো জেনে বুঝে গোপন করেন, কিন্তু কিছু প্রতিবেশী না জানা সত্ত্বেও চিতকার চেচামেচি করে বেড়ায়।" আল্লাহ্ তা'লার একটি নাম সাত্তার (দোষত্রুটি গোপনকারী) তোমাদের 'তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ' হওয়া উচিত। আমার বলার এটি উদ্দেশ্য নয় যে, তোমরা দোষত্রুটির পৃষ্ঠপোষক হও বরং এর প্রকাশ ও গিবত করবে না, কেননা কুরআন করীমে এসেছে যে, দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা ও গিবত করা গুনাহর কাজ।

শেখ সাদী (রহ.)-এর দুইজন শিষ্য ছিল। দুইজনের মধ্য থেকে একজন প্রকৃত তত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কথা বর্ণনা করত আর অপরজন ক্রোধান্বিত হতেন। পরিশেষে প্রথম শিষ্য শেখ সাদী (রহ.)-কে বললেন যে, আমি যখন কোন কিছু বর্ণনা করি তখন সে উত্তেজিত হয় ও আমার

প্রতি হিংসা করে। শেখ সাদী (রহ.) উত্তরে বলেন, সে জাহান্নামের পথ অবলম্বন করছে অর্থাৎ হিংসা করেছে আর তুমি গিবত করেছ। অতএব এই সিলসিলাহ্ টিকে থাকতে পারে না যদি পরস্পরের মাঝে অনুগ্রহ, দোয়া, গোপনীয়তা রক্ষা কর এবং দয়া না থাকে।

(মলফুযাত, চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৬০, ৬১ এবং আলবদর, ৩য় খন্ড, সংখ্যা ২৬, পৃষ্ঠা ৪, ৮ই জুলাই ১৯০৪ইং, এবং আলহাকাম, ৮ম খন্ড, সংখ্যা ২৩-২৪, পৃষ্ঠা ৯-১০, ১৭-২৪ জুলাই ১৯০৪ইং)

জুন ১৯০৬ সালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একবার মহিলাদের উদ্দেশ্যে নসিহত করতে গিয়ে বলেন–"গিবতকারীদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআন করীমে এসেছে যে, তারা মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষন করে। মহিলাদের মাঝে এই ব্যাধি অধিক রয়েছে, তারা অর্ধেক রাত পর্যন্ত একত্রে বসে গিবত করতে থাকে। আবার সকালে ঘুম থেকে উঠে সেই একই কাজ শুরু করে দেয় (অর্থাৎ গিবত করতে থাকে)। এটি থেকে বেঁচে চলা উচিত।

মহিলাদের অবস্থা সম্পর্কে কুরআনেও বর্ণিত হয়েছে। হাদীস শরীফেও এসেছে যে, রসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'আমি জান্নাতে দরিদ্র লোকদের বেশি দেখেছি আর জাহান্নামে মহিলাদের বেশি সংখ্যায় দেখেছি।'

মহিলাদের মাঝে কিছু দোষত্রুটি অধিক পরিমাণ রয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো অহংকার করা যে আমরা এমন। তারপর রয়েছে জাতি নিয়ে গর্ব করার বিষয়টি, তারা বলে অমুক তো নীচ জাতের মহিলা বা অমুক তো নিম্ন শ্রেণীর মহিলা। আর যদি তাদের সাথে কোন দরিদ্র অসহায় মহিলা বসে থাকে তাহলে তারা তাকে ঘৃণা করে এবং তার দিকে ইঙ্গিত করে বলে যে, দেখো কেমন নোংরা কাপড় পরিধান করে আছে আর তার কাছে না আছে কোন অলংকার। (মলফুযাত, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৯)।

যদিও মহিলাদের মাঝে গিবত করার প্রবণতা অধিক লক্ষ্য করা যায়, সেই সাথে বর্তমানে পুরুষরাও এদিকে কোন অংশে পিছিয়ে নেই। গিবতের ভয়াবহতা ও এর পরিণাম সম্পর্কে আপনারা সবাই অবগত। আমাদের প্রত্যেকেরই গিবত পরিহার করা উচিত। যখনই আপনার নিকট কেউ কারো অনুপস্থিতিতে কোন কথা বলতে চায় তাহলে তা যদি তার ভাল গুণ হয় তাহলে শুনুন আর তার সম্পর্কে এমন কোন কথাবার্তা যদি বলে যা শুনলে সে কষ্ট পাবে তা শোনা থেকে বিরত থাকুন। এছাড়া কেউ যদি আমাদের কাছে কারো সম্পর্কে কোন কথা বলতে চায় তাহলে শুরুতেই তাকে থামিয়ে দিন আর বলুন যে যদি কোন কথা বলতেই হয় তাহলে উনার ভাল গুনাবলী বলতে পারেন তাছাড়া অন্য কোন কথা আমি শুনবনা। নিজেকেও গিবত করা থেকে বিরত রাখতে হবে এবং অপরজনকেও গিবত শোনা থেকে বিরত রাখতে হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) 'কিশতিয়ে নুহ' পুস্তকে বলেন– প্রত্যেক ব্যভিচারী, পাপী, মদ্যপায়ী, খুনী, চোর, জুয়ারী, বিশ্বাসঘাতক, ঘুষখোর, আত্মসাৎকারী, অত্যাচারী, মিথ্যা অপবাদ আরোপকারী এবং নিজেদের কু-কর্ম হতে তওবা করে না ও কুসঙ্গ পরিত্যাগ করে না তারা আমার জামা'তভুক্ত নয়। এই সকল কার্য বিষ বিশেষ, এগুলো পান করে তোমাদের পক্ষে জীবিত থাকা কখনও সম্ভবপর নয়। (কিশতিয়ে নূহ, পৃষ্ঠা-৩১)

গিবত সম্পর্কে খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কতিপয় উদ্ধৃতি ঃ–

আমরা যদি খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর জীবনী পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাই যে, তিনি কখনও কারো গিবত করেন নি। তিনিও গিবত করা থেকে বিরত থাকার জন্য সর্বদা নসিহত করেছেন। খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) তিনি তাঁর বক্তৃতায় ও লেখনীর মাঝে গিবত সম্পর্কে বলেছেন ও লিখেছেন। তিনি (রা.) বলেন, স্মরণ রেখো! কখনও কোন গুনাহকে ছোট ও তুচ্ছ মনে করো না, কেননা মানুষ ছোট একটি গুনাহর মাধ্যমে একটি ভয়াবহ ও বড় ধরনের গুনাহর কাজে জড়িয়ে পরে। (খুতবাতে নূর, ১ম খন্ড) তিনি (রা.) এটিও বলেছেন যে, কতক গুনাহ অপর গুনাহকে ডেকে নিয়ে আসে।

গিবত শ্রবণ করা হারাম। এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, জিহ্বার কয়েকটি ফরজ কাজ রয়েছে তার মধ্যে (১) কলেমা তৌহিদ পড়া, নামাযে আলহামদুলিল্লাহ্ পড়া, (২) কুরআন পড়া এবং (৩) আমর বিল মা'রুফ ও নাহী আনিল মুনকার অর্থাৎ ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দেয়া ও মন্দ কাজের নিষেধ করাও জিহ্বার একটি ফরজ।

গিবত করা, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, মিথ্যা বলা এবং অপবাদ লাগানো নিষেধ। সর্বদা জিহ্বার মাধ্যমে কুরআন করীম ও হাদীস পাঠ করতে থাকুন। সাধারণত তত্ত্বজ্ঞানের যে ভান্ডার আল্লাহ্ ও রসূল (সা.) এর পুস্তকাদিতে রয়েছে তা অধ্যয়ন করে বা কারো কাছে জিজ্ঞেস করে এর গভীর পর্যন্ত পৌঁছান।

সাধারণ কথা বলা বৈধ। পছন্দনীয় কথাবার্তা নিজের মাঝে গ্রহণীয়তা রাখে। লাউ কুন্না নাসমাউ আও না'কেলু মা কুন্না ফি আসহাবিস সাঈর (সূরা মূল্‌ক-১১) অর্থাৎ আমরা যদি (মন দিয়ে) শুনতাম বা বিবেক বুদ্ধি খাটাতাম তাহলে আমরা আগুনের অধিবাসী হতাম না । যদি আমরা সঠিক ও সত্য কথা শুনি তাহলে জাহান্নামে যাব কেন? এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সত্য ও সঠিক কথা শ্রবণ করা ফরজ আর গিবত শ্রবণ করা হারাম। (বদর, ৩০শে ডিসেম্বর ১৯০১ ইং, পৃষ্ঠা ৩-৪, হাকায়েকুল ফুরকান, চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩০)

তিনি (রা.) সূরা হুজুরাতের ১২ নম্বর আয়াতের আলোকে বলেন– কোন পুরুষ যেন কোন পুরুষকে নিয়ে হাসি তামাশা না করে। হতে পারে যে পুরুষ হাসি তামাশা করছে তার চেয়ে সেই পুরুষ উত্তম যাকে নিয়ে হাসি তামাশা করা হচ্ছে আর কোন মহিলা যেন অন্য কোন মহিলাকে নিয়ে হাসি তামাশা না করে হতে পারে সেও তার চেয়ে উত্তম। আর তোমরা একে অপরের সমালোচনা ও দোষত্রুটি খুঁজে বেরিও না। মন্দ ও বিকৃত নামে কাউকে ডেকো না। মু'মিন হওয়ার পরে এই অপবিত্র নাম খুবই খারাপ কথা। (নূরুদ্দীন তৃতীয় মুদ্রন, পৃষ্ঠা ১৯)

(চলবে)

নবীনদের পাতা-

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর রসূল প্রেম

মৌলবী ফরহাদ আলী

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

বিরুদ্ধবাদীগণ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এর প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) সম্বন্ধে বিভিন্ন রকমের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে থাকে। এদের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য অপবাদ আরোপ করে যে, (নাউযুবিল্লাহ্) আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা নাকি হযরত নবী করীম (সা.)কে খাতামান নাবীঈন বলে স্বীকার করে না, এবং তিনি নিজেকে রসূলুল্লাহ্ হতে বড় বলে দাবী করেন। এটি জঘন্যতম অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে প্রকৃত সত্য এর বিপরীত। খাকসার মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর লিখিত পুস্তক থেকে বিষয়টি সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করব, যা থেকে এটি পরিষ্কার ভাবে ফুঠে উঠবে যে, হযরত ইমাম মাহদী (আ.) হযরত রসূল করীম (সা.) এর পতাকাকে অন্যান্য সকল পতাকা হতে উচ্চ করবার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর রসূল করীম (সা.)-এর প্রতি তাঁর কত গভীর প্রেম ও ভালোবাসা ছিল তার নিদর্শন আমরা দেখতে পাই তার স্বরচিত কবিতায়। তিনি লিখেছেন–

খোদার পরে মুহাম্মদ (সা.) এর প্রেমে আমি বিভোর

ইহা যদি কুফর হয়, খোদার কসম আমি শক্ত কাফের। –দূররে সামিন।

রসূল করীম (সা.)-এর প্রেমে তিনি এতটাই মাতোয়ারা ছিলেন যে, এই জন্য তিনি কাফেরের ফতোয়া গ্রহণ করতেও কুণ্ঠিত হননি। তিনি (আ.) রসূলুল্লাহ্‌র প্রতি এত গভীর ভালোবাসা রাখতেন যা বর্ণনাতীত। আর ভালোবাসার এক নতুন দৃষ্টান্ত তিনি দুনিয়ার সামনে রেখে গেছেন। রসূলুল্লাহকে তিনি খাতামুল আম্বিয়া এবং সর্বপ্রকার কল্যাণের ভান্ডার বলে জানতেন।

এই জামা'তকে উদ্দেশ্য করে মসীহ্ মাওউদ (আ.) তার লিখিত কিশতিয়ে নূহ্ গ্রন্থে যে মর্মস্পর্শী উপদেশ দিয়েছেন সে সম্পর্কে নিম্নে উল্লেখ করা হল- "মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) ভিন্ন কোনই রসূল এবং শাফী নাই। অতএব তোমরা সেই মহাগৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেম সূত্রে আবদ্ধ হতে চেষ্টা কর এবং কাহাকেও তাহার ওপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না। যেন আকাশে তোমরা মুক্তি প্রাপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পার। স্মরণ রাখিও প্রকৃত মুক্তি কেবল মৃত্যুর পরই প্রকাশিত হয় এরূপ নহে বরং প্রকৃত মুক্তি ইহজগতেই উহার আলো প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রকৃত মুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি কে, সে-ই যে বিশ্বাস করে আল্লাহ্ সত্য এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁহার এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্যে যোজক স্থানীয় এবং আকাশের নিম্নে

তাহার সম মর্যাদা বিশিষ্ট আর কোন রসূল নাই এবং কুরআনের সমতুল্য আর কোন গ্রন্থ নাই। কিন্তু তাহার অন্য কোন মানবকেই চিরদিন জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করেন নাই। কিন্তু তাঁহাকে জীবিত রাখিবার জন্য খোদা তা'লা তাহার শরীয়ত (বিধান) এবং তাঁহার রূহানিয়তকে (আধ্যাত্মিক শক্তিকে) কেয়ামত পর্যন্ত কল্যাণবর্ষী করিয়াছেন।"

রসূলুল্লাহর মর্যাদা কত উচ্চ ও মহান তার পরিচয় পাই আমরা তাঁর লিখিত গ্রন্থ আইনায়ে কামালতে ইসলাম পুস্তকে, তিনি লিখেছেন ঃ–

"সর্বাপেক্ষা উচ্চ স্তরের জ্যোতি, যা মানব তথা পূর্ণ মানবকে দেওয়া হয়েছে, তা ফেরেশ্‌তাগণের মধ্যে ছিল না, তারকায় তা ছিল না, চন্দ্রে তা ছিল না, সূর্য্যে তা ছিল না, ভূপৃষ্ঠে-সমুদ্রে ও নদী সমূহে ছিল না, তা পার্থিব ও নৈসর্গিক বস্তুতে ছিল না। তা ছিল শুধু মানবের মধ্যে তথা পূর্ণ মানবের মধ্যে, পূর্ণ ও সর্বোচ্চ মহীয়ান ও গরীয়ান হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর মধ্যে।"

আজ বিশ্বে যখন মহানবী (সা.)-এর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশসমূহ বিশেষ করে খৃষ্টান জগত বিভিন্ন প্রকারের কটাক্ষ করছে এবং তাদের নবী তথাকথিত আল্লাহ্‌র পুত্রকে সর্বোচ্চ আসন দেওয়ার জন্য ব্যস্ত, ঠিক এই সময়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ [হযরত রসূল করীম (সা.) এর প্রকৃত খাদেম] এসে দুনিয়ার সামনে ঘোষণা করলেন সর্বাপেক্ষা উচ্চস্তরের জ্যোতির আলো যা সমস্ত বিশ্বব্রাহ্মন্ডে কোথাও ছিল না তা ছিল শুধু এই মানব তথা পূর্ণমানব হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মধ্যে। মুসলমানরাও নিজেদের চরিত্র দ্বারা হযরত রসূল করীম (সা.) এর পবিত্র চরিত্রকে কলুষিত করে ফেলছিল। দুনিয়া এই সকল জ্যোতির আকার আধ্যাত্মিক সূর্যের আলো হতে বঞ্চিত হয়ে পরছিল–ঠিক এহেন দুর্যোগময় মুহূর্তে আহমদীয়া জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীরূপে আবির্ভূত হয়ে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অন্ধকার দূর করেছেন যার ফলে দুনিয়া আবার নতুন করে এই সূর্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

হযরত রসূল করীম (সা.)-এর চরিত্রের বিভিন্ন দিক তিনি যে রকম সুন্দর ভাবে দুনিয়ার সামনে তুলে ধরেছেন তার তুলনা বিগত চৌদ্দশত বৎসর ইসলামের ইতিহাসে পাওয়া দুষ্কর। মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর যারা ঘোর বিরোধী তারাও একথা স্বীকার করেন। মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে যখনই ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ রসূলুল্লাহ্‌র চরিত্রের ওপর আঘাত হেনেছে সেখানেই তিনি বীরের মত ঝাপিয়ে পড়েছেন এবং শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করেছেন। ইসলাম ও রসূলুল্লাহ্‌র প্রধান শত্রুকে তিনি মোবাহেলার আহ্বান করেন। আথম মহানবী (সা.)কে দাজ্জাল বলেছিল এবং অকথ্য ভাষায় গালাগালি করত। তাই হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) তাকে মোবাহেলার আহ্বান করেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তার মৃত্যু হয়। ইসলামের দুর্দিনে একমাত্র এই বীর রসূলুল্লাহ্‌র আদর্শকে সমুন্নত রেখেছেন। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি নির্মম পরিহাস, যে ব্যক্তি সারা জীবন ব্যাপী মহানবী (সা.)-এর প্রেমে বিভোর ছিলেন, যে ব্যক্তি তাঁর (সা.) আদর্শকে দুনিয়ায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে যথা সম্ভব উৎসর্গ করে গেছেন এবং যে ব্যক্তি তাঁর (সা.) পতাকাকে অন্যান্য সকল পতাকা হতে বুলন্দ করবার জন্য আমরণ সংগ্রাম করে গেছেন, আজ তিনিই হলেন কাফের এবং রসূলুল্লাহ্‌র অবমাননাকারী! তিনি শুধু নিজের জীবন দ্বারা রসূলুল্লাহ্‌র আদর্শকে সমুন্নত রাখার সংগ্রাম করেই ক্ষান্ত হন নি। বরং তিনি এক পবিত্র জামা'ত কায়েম করে গেছেন, যাদের জীবনের মূলমন্ত্র হল রসূলুল্লাহ্‌র বাণীকে বিশ্বব্যাপী প্রচার করা। এই জামা'তে দাখেল হলে প্রত্যেককে অন্যান্য শর্তাবলীর মধ্যে এটাও ওয়াদা করতে হয় যে, হযরত রসূল করীম (সা.)কে খাতামান নাবীঈন মেনে নিয়ে প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূল করীম (সা.) আদর্শকে নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। আজ এই জামা'তই পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত রসূল করীম (সা.)-এর বাণী প্রচার করছে।

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাঠকদের অংশগ্রহণে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে 'পাঠক কলাম'। আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

"সুদ পরিহার সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ৫ ডিসেম্বর, ২০১৪-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী এক সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।

১। শীতে অসহায়দের সেবায় আমাদের করণীয়।

*** আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**

*** লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।**

*** লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।**

বিঃ দ্রঃ পাঠকরা যদি কোন বিষয় নিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে পাঠক কলামে লিখতে চান তাও পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
মোবাইল: ০১৭১৬-২৫৩২১৬
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেজগাঁও-এ সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

বক্তব্য রাখছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, নায়েব আমীর ও মুবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

গত ১৪ নভেম্বর ২০১৪ মজলিস আনসারুল্লাহ তেজগাঁও-এর উদ্যোগে স্থানীয় জামে মসজিদ 'আল মসজিদ বায়তুল ইসলাম'-এ বাদ জুমুআ অনুষ্ঠিত হয় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা। জলসা উপলক্ষে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে নিমন্ত্রণ করা হয়। নামাযের পূর্বেই মেহমানগণ আহমদীয়া মসজিদে উপস্থিত হোন এবং সবাই একত্রে নামায আদায় করেন। জুমুআর নামায পড়ান মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, নায়েব আমীর ও মুবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

বক্তব্য রাখছেন মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের সদর, জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ

বাদ জুমুআ সীরাতুন নবী (সা.) জলসার কার্যক্রম শুরু হয় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং নিরব দোয়ার মাধ্যমে। এরপর নযম পাঠ করেন জনাব কাশেম হোসাইন পিয়াস, ছাত্র, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ। শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন স্থানীয় মজলিসের যয়ীম জনাব মাকসুদ উল হক। এরপর মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনাদর্শের কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করেন মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের সদর, জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ। তিনি তার

সীরাতুন নবী (সা.) জলসায় অংশগ্রহণকারী শ্রোতাদের একাংশ

বক্তৃতায় মহানবী (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে সে অনুযায়ী নিজেদের জীবন পরিচালনার আহ্বান জানান এবং আনসারুল্লাহ সদস্যদেরকে প্রকৃতভাবে আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হওয়ার প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।

এরপর ***মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ সদা জীবন্ত*** এ বিষয়ে মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, নায়েব আমীর ও মুবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ বক্তব্য রাখেন। তিনি তার বক্তৃতায় মহানবী (সা.)-এর অনিন্দ্য সুন্দর জীবন চরিত অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেন এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সঙ্গে যে সেই মহান রসূলের এবং ইসলামের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই তাও সবাইকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন।

তিনি তার বক্তৃতায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। মানবের প্রতি মহানবী (সা.) এর প্রেম কি অসাধারণ ছিল এবং তাঁর আদর্শ ও শিক্ষা সম্পর্কে তিনি যখন আলোচনা করছিলেন উপস্থিত শ্রোতারা তখন মন্ত্রমুগ্ধের মত তা শুনতে থাকেন। পুরো মসজিদ এসময় ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ।

এ বক্তৃতা শেষে সকলের শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন স্থানীয় জামা'তের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী ফাইনান্স জনাব মোহাম্মদ আবদুস সালাম।

সীরাতুন নবী (সা.) জলসা শেষে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কিত এক প্রশ্ন-উত্তর সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে আগত মেহমানগণ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাদের সকল প্রশ্নের উত্তর মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব প্রদান করেন। শেষে মেহমানসহ উপস্থিত সবাই এমটিএ-তে সরাসরি সম্প্রচারিত হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনেন। খুতবা শুনে এবং যথাযথ উত্তর পাওয়ায় একজন বয়আত গ্রহণ করেন।

উপস্থিত মেহমানগণ এমন আকর্ষণীয় ও তথ্যসমৃদ্ধ অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে ৮৫জন মেহমানসহ মোট ১৯০ জন উপস্থিত ছিলেন।

ডেস্ক রিপোর্ট

মেহমানগণ এমটিএ-তে সরাসরি সম্প্রচারিত হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনছেন

নেত্রকোনায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৫/১১/১৪ তারিখে মজলিস আনসারুল্লাহ ময়মনসিংহের উদ্যোগে এক সিরাতুন নবী (সা.) জলসার অয়োজন করা হয়। উক্ত জলসায় সভাপতিত্ব করেন জনাব আব্দুল হাই, জেলা নাযেম, ময়মনসিংহ। পবিত্র কুরআন তেলওয়াত করেন হাফেজ আব্দুল আজিজ। এরপর নযম পরিবেশন করেন জনাব তোফাজ্জল হোসেন, ধানীখোলা জামা'ত। বক্তৃতা পর্বে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য প্রদান করেন হাজী আব্দুল মজিদ, হালকা প্রেসিডেন্ট, নেত্রকোনা হালকা, মৌ. ফরহাদ আলী, মোয়াল্লেম, ধানীখোলা জামা'ত, মৌ. আসাদুল্লাহ আসাদ, মোয়াল্লেম, ময়মনসিংহ জামা'ত, মওলানা মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, মুরুব্বী সিলসিলাহ, জামালপুর অঞ্চল।

সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত জলসা সমাপ্ত হয়। উল্লেখ্য যে জলসায় ২ জন বয়আত গ্রহণ করেন, আলহামদুলিল্লাহ। এতে ৮ জন মেহমানসহ ৪৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মাদ রবিউল ইসলাম

জরুরী সার্কুলার

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ-এর তত্ত্বাবধানে ভাষা শিক্ষা ইনিষ্টিটিউটের ভাষা শিক্ষা কোর্স-২০১৪

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ৩৫তম ন্যাশনাল মজলিসে শূরা-২০১৩ সাধারণ বিষয়ক সাবকমিটির সুপারিশ মোতাবেক জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের তত্ত্বাবধানে ভাষা শিক্ষা ইনিষ্টিটিউটের অধীনে আরবী ও উর্দূ ভাষা শিক্ষা কোর্স এ বছরও শুরু হতে যাচ্ছে। এ বিষয়ে তথ্যাদি নিম্নরূপ :–

* ৫ ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে ১৯ ডিসেম্বর ২০১৪, শুক্রবার পর্যন্ত ১৫ দিনব্যাপী ক্লাস চলবে।

* ২০১৪ সালের জে.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সকলে বিনা ব্যতিক্রমে এই ক্লাসে অংশগ্রহণ করবে।

* ওয়াকফে নও সকল বালক যারা জে.এস.সি পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে তাদেরকে এই ক্লাসে অংগ্রহণ করার জন্য জোর তাগিদ প্রদান করা হচ্ছে।

* অষ্টম শ্রেণী সম্পন্নকারী বা উত্তীর্ণ তদুর্ধ্ব সকল সদস্য সার্বক্ষণিক ক্লাস করার শর্তসাপেক্ষে এই কোর্সে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

* প্রতিটি কোর্সের পাঠগ্রহণ সমাপনান্তে মূল্যায়ণপূর্বক ছাত্রদের পরবর্তী নিয়মিত অনুশীলনের জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি/শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হবে।

মওলানা বশিরুর রহমান

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও চেয়ারম্যান, ভাষা শিক্ষা প্রোগ্রাম কমিটি

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার সীরাতুন নবী (সা.) জলসা পালিত

গত ৩১/১০/২০১৪ রোজ শুক্রবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা পালন করা হয়। সেলিনা তবশির রুবী, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরমা রওশন জাহান, সদর, লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন ফারজানা শহীদ শীলা। দোয়া পরিচালনা করেন সদর সাহেবা। হাদীস পাঠ করেন আমাতুল মুছাব্বির ইউমনা। মহানবী (সা.)-এর জীবনের ছোট ছোট ঘটনা সম্পর্কে গল্প শুনান নাসেরাত বোন–সামিয়া আহমদ, সালমা মুনিরা নাবা ও সিদরাতুল মুনতাহা প্রতিভা। সত্যবাদিতা সম্পর্কে বক্তৃতা রাখেন উজমা চৌধুরী। নযম শুনান মেরাজু মনি। 'মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রসূল প্রেম' সম্পর্কে বক্তৃতা রাখেন শাহীনা সোহেলী সাথী। দলীয় কাসিদা পাঠ করেন নাসেরাত বোন আমাতুল মুসাব্বির, আমাতুন নূর সহী ও ফাতিহা জাহান। অনুষ্ঠানে সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সাজেদা খাতুন চিনু, জেনারেল সেক্রেটারী ঢাকা। সমাপনী ভাষণে সদর সাহেবা বিদায় হজ্জ সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্তি করেন। অনুষ্ঠানে ৮৮ জন লাজনা, ৮ জন মেহমান ও ১৬ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে একজন বয়আত গ্রহণ করেন।

শাহজাদী রোকেয়া

কটিয়াদি জামা'তে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৪/১০/২০১৪ তারিখ কটিয়াদি মসজিদে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। জলসায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব এম, এ, হান্নান। জলসার শুরুতেই পবিত্র কুরআন তেলওয়াত করেন জনাব সিদ্দিক আহমদ। নযম পেশ করেন জনাব আব্দুল মান্নান। বক্তব্য প্রদান করেন মৌ. রুহুল আমিন, মওলানা জাহিদুল ইসলাম শুভ, মুরব্বী সিলসিলাহ, কটিয়াদী এবং মওলানা শেখ রাসেল আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ, তেরগাতী।

সভাপতির সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। অনুষ্ঠানে ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

এম, এ, হান্নান

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের বার্ষিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে স্থানীয় জামে মসজিদে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত দিনব্যাপী বার্ষিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে সভাপতিত্ব করেন নাছিমা বশির।

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে কর্মশালার কার্যক্রম শুরু হয়। কর্মশালায় নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন নাছিমা বশির (আঞ্চলিক মোফাত্তিস, বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চল)।

এরপর কর্মশালার সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন তালাত মেহতাব। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী লাজনা আমেলার সদস্যদের স্থানীয় তালিম সেক্রেটারী এবং অন্যন্যা সেক্রেটারীগণ তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে বুঝিয়ে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন।

সব শেষে দোয়ার মাধ্যমে উক্ত কর্মশালার সমাপ্তি হয়।

নাজিয়া সুলতানা

মজলিস আনসারুল্লাহ্ কোড্ডার ১৫তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কোড্ডার ১৫তম মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা গত ১৬ ও ১৭ই অক্টোবর ২০১৪ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার উদযাপিত হয়। স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্টের উপস্থিতিতে উক্ত ইজতেমার কার্যক্রম শুরু করা হয়। জেলা নাযেম জনাব আল আমিন, অতিরিক্ত জেলা নাযেম জনাব মকবুল আহমদ এবং অতিরিক্ত রিজিওনাল নাযেম জনাব মোস্তাক আহমদ উপস্থিত ছিলেন। সিলেবাস অনুযায়ী অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি হয়। ধর্মীয় দিকনির্দেশনা, নসিহতমূলক বক্তৃতা, পুরস্কার বিতরণী, কুরআন তেলাওয়াত ও আনসারুল্লাহ্‌র আহাদনামা পাঠ শেষে উক্ত অধিবেশন শেষ হয়।

তছলীম আহমদ

ঢাকায় ওয়াকফে নও ক্লাসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পালিত

গত ০৭/১১/২০১৪ তারিখ রোজ শুক্রবার সকাল ১০ টায় লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে ওয়াকফে নও ক্লাসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব হালিম আহমদ হাজারী, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও। সভানেত্রী ছিলেন সেলিনা তবশীর রুবী, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, ঢাকা। প্রধান অতিথি ছিলেন রওশন জাহান, সদর, লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন আমাতুল হাই তামান্না। উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও। উর্দু নযম শোনান খাদিজা রহমান অনন্যা। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সদর, লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ। এরপর কুরআন ক্লাস নেন সভানেত্রী। এছাড়া দোয়ার ক্লাস নেন খোরশেদ জাহান এবং হাদীস ক্লাস পরিচালনা করেন মোবারেকা জাহান। উক্ত অনুষ্ঠানে ৫৩ জন ওয়াকফে নও, ৫৭ জন অভিভাবক সহ ১৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

শাহজাদী রোকেয়া

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ২০তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

ইজতেমায় অংশগ্রহণকারীগণ

গত ০৬-০৭ নভেম্বর ২০১৪ তারিখ মজলিস আনসারুল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে আহমদী পাড়ায় মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদে ২০তম বার্ষিক স্থানীয় ইজতেমা ২০১৪ অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়।

২ দিনব্যাপী উক্ত ইজতেমার উদ্বোধনী অধিবেশন জনাব মোশারফ হোসেন, রিজিওনাল নাযেমের সভাপতিত্বে ০৬ই নভেম্বর ২০১৪ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার বাদ আসর হতে আরম্ভ হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন স্থানীয় যয়ীমে আলা জনাব মোহাম্মদ আবু তালেব। প্রথমে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব নাসির আহমদ। পরে আহাদনামা পাঠ ও দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব এজাজ আহমদ। সভাপতির উদ্বোধণী ভাষণ ও ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যান-এর স্বাগত ভাষণের পর "অঙ্গ সংগঠনই পারে জামা'তকে শক্তিশালী করতে" এ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরণ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোশারফ হোসেন, রিজিওনাল নাযেম। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের পর, "আনসারগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য" প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন জনাব মৌ.আবু তাহের, মোয়াল্লেম। নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার, নায়েব আমীর। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব মোহাম্মদ আল আমিন, সেক্রেটারী, ইজতেমা কমিটি।

সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ, পুরস্কার বিতরণ, আহাদনামা পাঠ ও দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ভাদুঘর ও বিষ্ণুপুরের মেহমানসহ প্রথম দিন ৫৫ জন ও দ্বিতীয় দিন ৬১ জন আনসার সদস্য ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন।

মোহাম্মদ আবু তালেব

পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে অ-আহমদীদের মাঝে মাংস বিতরণ

পবিত্র ঈদুল আযহার দিনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত রঘুনাথপুর (বাগ) এর উদ্যোগে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ব্যবস্থাপনায় ৩৮ টি অ-আহমদী পরিবারকে মাংস দেওয়া হয়। এছাড়া পার্শ্ববর্তী কেরালকাতারও কয়েকটি পরিবারে মাংস বিতরণ করা হয়। একইভাবে দেশের প্রায় সব জামা'তগুলোই ঈদুল আযহার আনন্দ প্রতিবেশীদের একত্রে নিয়ে উদযাপন করেছেন বলে আমরা সংবাদ পেয়েছি।

ডেস্ক রিপোর্ট

আল ওসীয়্যত পুস্তকের ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ২৫/১০/২০১৪ তারিখ দিনব্যাপী লাজনা ইমাইল্লাহ্ রংপুর-এর উদ্যোগে বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের লাজনা সদস্যাদের অংশগ্রহণে আল ওসীয়্যত পুস্তকের ওপর একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে কুরআন তেলাওয়াত, নযম পাঠ ও আল ওসীয়্যত পুস্তক পাঠসহ উক্ত পুস্তকের ওপর পর্যায়ক্রমে স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহর সদস্যাগণ বক্তব্য রাখেন। সর্বশেষ স্থানীয় মোয়াল্লেম ও জামা'তের প্রেসিডেন্ট-এর বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এ অনুষ্ঠানে লাজনা নাসেরাতসহ মোট ৪০ জন অংশগ্রহণ করেন।

দিলরুবা জামান

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কুমিল্লায় দু'দিন ব্যাপী দাঈ ইলাল্লাহ্ প্রশিক্ষণ কোর্স সফলতার সাথে সমাপ্ত

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কুমিল্লার দু'দিন ব্যাপী দাঈ ইলাল্লাহ্ প্রশিক্ষণ কোর্স গত ১৪ ও ১৫ ই নভেম্বর ২০১৪ ইং সফলভাবে সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ ইকবাল খোকন সাহেবের সভাপতিত্বে কুরআন তেলাওয়াত, নযম পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে কোর্সের উদ্বোধন হয়।

মওলানা মোহাম্মদ রাসেল সরকার ও স্থানীয় মুরুব্বী সিলসিলাহ্ মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ উক্ত কোর্সে শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে কুমিল্লা, ফাজিলপুর, চরদুখিয়া প্রভৃতি এলাকা থেকে ১৫/২০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ কোর্সে মুসলমানের সংজ্ঞা, খাতামান নবীঈনের প্রকৃত অর্থ এবং তাৎপর্য, হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবন মৃত্যু প্রসঙ্গ, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) এর সত্যতা প্রমানের ওপরে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং হাদীস সমূহের ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

১৫ই নভেম্বর বিকেলে স্থানীয় মুরব্বী সিলসিলাহ্ মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ-এর সভাপতিত্বে কুরআন তেলাওয়াত, সমাপনী বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে কোর্সের সমাপ্তি ঘটে।

মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ

শোক সংবাদ

আমরা অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, আমাদের শ্রদ্ধেয় আম্মা এবং মরহুম মৌলভী সলিমুল্লাহ সাহেবের বিবি গত ১৮ই সেপ্টেম্বর ভোর ৬-১০ মিনিটের সময় আনুমানিক ৮৪ বৎসর বয়সে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। তিনি দীর্ঘদিন থেকে বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে মরহুমা পাঁচ ছেলে, তিন মেয়ে এবং অসংখ্য নাতি-নাতনী ও গুণগ্রাহী রেখে যান।

মরহুমা একজন ওয়াকফে জাদীদ মোয়াল্লেম সাহেবের স্ত্রী হিসাবে বড় সংসার চালাতে গিয়ে জীবনে অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন, কিন্তু নিয়মিত নামায তাহাজ্জুদ ও প্রচুর নফল ইবাদতের মাধ্যমে প্রচন্ড ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ও হাসিমুখে তিনি সকল পরীক্ষায় জয় করেন। তিনি খুবই পরহেজগার, খাদেমাদ্বীন মেহমাননেওয়াজ ও সদালাপী ছিলেন। পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলেই পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ে তার কাছে পরামর্শ নিতে আসতেন। তিনি অভাবগ্রস্থ ও দ্বীন-দরিদ্রদের আশ্রয় স্থল ছিলেন। এলাকার ভিক্ষুকরা বিশেষত মহিলা ভিক্ষুকরা তার দাওয়ায় বসে জিরিয়ে যেত, তার দেওয়া পান খেতে খেতে নিজেদের পারিবারিক বিভিন্ন দুঃখ বেদনার কথা বলত, আর তিনি তা মনযোগ দিয়ে শুনতেন। ফলে সকলেই তাঁর সান্নিধ্যে শান্তি অনুভব করতেন। তিনি দীর্ঘ দিন লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঘাটুরার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তার নামাযের দায়মুন অবস্থা, ইবাদতের অভিনব পদ্ধতি এবং যিকরে ইলাহীর একগ্রতা থেকেই আমরা তার সৌভাগ্যবান সন্তানরা সত্যিকারের তালিম লাভ করি। শুধু দ্বীন তালিমই নয় দুনিয়াবী ক্ষেত্রেও তার সকল সন্তান সন্ততিই কমবেশী সামর্থ্যবান- আলহামদুলিল্লাহ্। জামা'তের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের নিকট তার মাগফেরাতের জন্য ও তার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে যেন সবরে জামিল দান করেন সেজন্য দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

এস, এম, রহমত উল্লাহ্

পাক্ষিক আহমদী পত্রিকায় আপনিও লিখুন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের মুখপত্র পাক্ষিক আহমদী নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এতে আপনিও ধর্মীয় গবেষণামূলক প্রবন্ধ, ইসলামী দর্শন বিষয়ক নিবন্ধসহ তথ্য সমৃদ্ধ বিজ্ঞান বিষয়ক, লেখা-পড়া ও ভ্রমণ সংক্রান্ত লেখা পাঠাতে পারেন।

লেখা অবশ্যই স্পষ্ট হতে হবে এবং ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠে লিখে পাঠাতে হবে। ই-মেইলেও লেখা পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা :

সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১
মোবাইল : ০১৭১৬-২৫৩২১৬
ই-মেইল: pakkhik_ahmadi@yahoo.com, masumon83@yahoo.com

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

(এমটিএ-তে সম্প্রচারিত)

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারমর্ম।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত শুক্রবার (১৪ নভেম্বর ২০১৪) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।

আজও হুযূর (আই.) হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা উপস্থাপন করেন, যাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ও অনুপম আদর্শ ফুটে উঠে। এছাড়া খোদার মনোনীত ব্যক্তির সঙ্গে কীরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক থাকা উচিত এই শিক্ষাও এতে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, শুধুমাত্র তিনি আমার পিতা এজন্য আমি তাঁকে গ্রহণ করিনি বরং ১১ বছর বয়স থেকেই আমার সংকল্প ছিল, আমার গবেষণায় যদি তিনি ভুল প্রমাণিত হন তাহলে আমি ঘর থেকে বেড়িয়ে যাব। কিন্তু গবেষণার ফলে ধীরে ধীরে আমার ঈমান দৃঢ় হতে থাকে এমনকি তাঁর মৃত্যুর পর তা আরো সুদৃঢ় হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কোন একটি পারিবারিক মোকদ্দমা সম্পর্কে খোদার দরবারে দোয়া করেন, এর উত্তরে ইলহাম হয়, "আমি তোমার সকল দোয়াই গ্রহণ করবো শুধুমাত্র অংশীদারদের ব্যাপারে কৃত দোয়া ছাড়া।" তাঁর বড় ভাই মির্যা আব্দুল কাদের সাহেবের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মামলায় তিনি জয়ী হবেন আর নিম্ন আদালত তার পক্ষে রায়ও দিয়েছিল কিন্তু মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, খোদার কথাই পূর্ণ হবে, তাই উচ্চ আদালতে গিয়ে তাঁর ভাই সেই মামলায় হেরে যান।

খোদার প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হেনরী মার্টিন ক্লার্ক এর মোকদ্দমার সময় আমার কাছে দোয়া চেয়েছেন, যখন আমি ছিলাম মাত্র ৯ বছর বয়সের এক বালক মাত্র। এছাড়া বাড়ীর কাজের মানুষদের কাছেও তিনি দোয়া চেয়েছেন।

হুযূর বলেন, যার সম্পর্কে খোদার প্রতিশ্রুতি ছিল যে, তাঁর সকল দোয়া গ্রহণ করা হবে, তিনি যদি এমনটি করেন তাহলে আমাদের দোয়ার প্রতি কত বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত তা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

এরপর আরো বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজের মৃত্যুর সময়ও আমার অসুস্থতা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তিনি মানুষকে সত্যিকার ইসলামী শিক্ষা, আদব ও শিষ্ঠাচার শিখাতে চেয়েছেন। তিনি (আ.) শাসকের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্যের শিক্ষা দিতেন। তিনি ইংরেজদের এজন্য প্রশংসা করেছেন, কারণ তারা ধর্ম ও মানুষের বাক স্বাধীনতায় বিশ্বাস রাখতো। তারা যে অনেক বেশি ন্যায় বিচার করতো এমনটি নয়, তবে কোন সরকারী কর্মকর্তাকে অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলানোর অনুমতি দিতো না। কাজেই, তাঁকে ইংরেজদের চর বলা ধৃষ্টতা বৈ অন্য কিছু নয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বিরুদ্ধবাদীদের মন্দ আচরণের ক্ষেত্রেও কোনরূপ তাড়াহুড়ো না করে ধৈর্য ধারণ এবং উন্নত নৈতিক গুণাবলী প্রদর্শনের শিক্ষা দিতেন। যেমনটি দেখা গেছে, যখন তাঁর নিকটাত্মীয়দের পক্ষ হতে মসজিদে মোবারকের সম্মুখ পথে দেয়াল নির্মাণ করা হয় যাতে বাহীর থেকে মুসল্লীরা নামায পড়তে আসতে না পারেন। অনেকে উত্তেজিত হলেও তিনি ধৈর্য ধরতে বলেন, অবশেষে মামলার রায় তাঁর অনুকূলে এলে সেই দেয়াল ভেঙ্গে ফেলা হয়।

হুযূর (আই.) বলেন, শত্রু তাঁকে কষ্ট দেয়ার কোন সুযোগ হেলায় নষ্ট না করলেও তিনি শত্রুর প্রতি অনুগ্রহ করার কোন সুযোগ হাতছাড়া করেননি।

তিনি কলমের জিহাদ করেছেন। লেখার মাধ্যমে ইসলামের অসাধারণ সেবা করেছেন। একবার তাঁকে ক্রিকেট খেলার জন্য ডাকা হলে তিনি হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-কে বলেন, তোমার খেলার এই বল হয়তো মাঠের বাইরেও যাবে না, কিন্তু আমি যে খেলা খেলছি তার বল পৃথিবীর প্রান্তে পৌঁছে যাবে। বাস্তবেও এমনটিই হয়েছিল। দ্বিতীয় খিলাফতের যুগেই জামা'তের সংবাদ বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে আর আজও এর ধারা জারী আছে, এমনকি এ যুগে আপনারাও এরা সাক্ষী আছেন।

হুযূর (আই.) আরো বলেন, ধর্মীয় ও জাগতিক পরিশ্রম ছাড়া কোন মানুষ সম্মান পেতে পারে না। পরাকাষ্ঠায় উপনীত না হলে কেউ সম্মান পায় না। এ যুগে সকল প্রকার সম্মান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। এখন যারা সম্মান পাবে হয় তারা তাঁকে মেনে সম্মান পাবে নতুবা তাঁর বিরোধিতা করে। উদাহরণস্বরূপ, সানাউল্লাহ্ অমৃতসরীর মত একজন সাধারণ মৌলভী তাঁর বিরোধিতা করে নিজের রুটি রুজি কামাচ্ছে। নতুবা তার মত অনেক মৌলভী আছে যাদের কেউ চিনেও না।

হুযূর (আই.) বলেন, তাই এ যুগে আমরা যারা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি আমাদেরকে তাঁর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে এবং আনুগত্যের পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হবে। খোদার দরবারে পূর্ণরূপে সমর্পন করতে হবে। মনে রাখবেন, আগুনের কাছে বসে থাকলে যেভাবে মানুষের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গরম হয়ে যায় ঠিক একইভাবে কেউ যদি সবকিছু ছেড়ে খোদার দরবারে ধর্ণা দিয়ে বসে যায় তাহলে সে খোদার রঙ ও বৈশিষ্ট্য ধারণে সক্ষম হয়, যেমনটি খোদার মনোনীতরা ধারণ করে থাকেন। এক্ষেত্রে প্রত্যেক আহমদীর আত্মজিজ্ঞাসা প্রয়োজন! বিশ্বাস, ইবাদত, আচার-ব্যবহার, ন্যায়নিষ্ঠতা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, মোটকথা সবদিক থেকে আমাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং ব্যতিক্রম গুণাবলীর অধিকারী হওয়া উচিত এবং সে মোতাবেক আমল করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। আল্লাহ্ সবাইকে এর তৌফিক দিন।

হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ২১ নভেম্বর ২০১৪-এর জুমুআর খুতবার সারমর্ম।

হুযূর (আই.) বলেন, আজ আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়া কবুল হওয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা ও নিদর্শন বর্ণনা করবো এছাড়া তিনি জামাতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে সংবাদ দিয়ে গেছেন তাও তুলে ধরবো।

এরপর হুযূর একে একে বিভিন্ন জনের দোয়ার অনুরোধ পত্রের প্রেক্ষিতে খোদা তা'লা যেসব আগাম সংবাদ দিয়েছেন তার উল্লেখ করেন এবং বলেন, এর ফলে এসব আহমদীর ঈমান আরো সমৃদ্ধ ও সুদৃঢ় হয়েছে। পূর্বেই খোদার কাছ থেকে সংবাদ লাভ করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাদের জানিয়ে দেন যে, এমনটি হতে যাচ্ছে আর পরবর্তীতে হুবহু তাই হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দু'টি রোগ ছিল। অর্থাৎ, মাথা ব্যাথা এবং বহুমূত্র রোগে তিনি আক্রান্ত ছিলেন। তিনি এথেকে আরোগ্য লাভের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করেন কিন্তু এগুলো যেহেতু তাঁর সত্যতারও নিদর্শন ছিল তাই আল্লাহ্ তাঁকে পুরোপুরি আরোগ্য না দিলেও এর ভয়াবহ পরিনাম থেকে তাঁকে রক্ষা করেছেন।

হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি (আ.) তার জন্য অনেক দোয়া করেন কিন্তু একবারও তার ব্যাপারে কোন ইতিবাচক সাড়া পাননি বরং একাধারে ইলহাম হয়, "কাফনে আবৃত করা হয়েছে আর তার বয়স, ৪৭ বছর।' 'মৃত্যুর তীর ব্যর্থ হয় না।' 'হে মানবমন্ডলী! তোমরা সেই খোদার ইবাদত কর যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনিই উত্তম তত্বাবধায়ক। এরপরও কি তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিবে।"

যাইহোক, ইলহাম অনুসারে তার জীবন রক্ষা হয়নি। কিন্তু, খোদার তকদীর আরেক ব্যক্তি অর্থাৎ শেঠ আব্দুর রহমান সাহেবের বেলায় এই দোয়া গৃহীত হয় এবং তিনিও ক্যান্সার থেকে আরোগ্য লাভ করেন। খোদা অনেক দয়ালু! তাঁর প্রজ্ঞা সম্পর্কে আমরা না জানলেও তিনি বান্দাকে খালি হাতে ফেরাতে পছন্দ করেন না। যেমন কুরআনেও আল্লাহ্ বলেছেন, 'আমরা কোন নিদর্শন রহিত করলে অন্য নিদর্শন নিয়ে আসি। আর একাজ করতে আমরা পূর্ণ ক্ষমতাবান।'

এরপর হুযূর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার আরো কিছু নিদর্শন বর্ণনা করেন, যেমন তাঁর যুগে উট বেকার হবে এবং এর স্থলে নতুন বাহন আসবে। চন্দ্র গ্রহণ-সূর্য গ্রহণ হবে। প্লেগের প্রাদুর্ভাব এই দেশে এবং অন্য দেশেও ছড়িয়ে পড়বে। এছাড়া ডেপুটি আব্দুল্লাহ্ আথমকে দেয়া চ্যালেঞ্জ এর পূর্ণতা পায়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহ্ বলেন, "যে আমার বাণী অর্থাৎ কুরআনে বর্ণিত নিদর্শনাবলী বিশ্বাস করবে তাকেও নিদর্শন প্রদান করা হবে।" আমাকে যেসব নিদর্শন দেয়া হয়েছে তার সংখ্যা লক্ষাধিক। প্লেগ ছাড়াও আকস্মিক ভূমিকম্পের সংবাদ দেয়া হয়েছে আর তা নির্ধারিত সময় অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা পেয়েছে।

হুযূর (আই.) বলেন, শুধু বিদর্শীরাই নয় বরং খোদার প্রতি মুসলমানরাও ঈমান হারিয়ে ফেলেছে। আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও আস্থা নেই, আর যে ব্যক্তি তাদেরকে খোদার পানে ডাকছে তাঁকে এরা অস্বীকার করছে। আর এর ফলে তারা খোদার ক্রোধের শিকারে পরিণত হচ্ছে।

এরপর হুযূর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লেখা থেকে বিভিন্ন অংশ পাঠ করেন এবং জামাতের সদস্যদের আত্মবিশ্লেষণের প্রতি উদ্বাত্ত আহ্বান জানান এবং বেশি বেশি দোয়া করার অনুরোধ করেন।

"হে মানবমন্ডলী! তোমরা সেই খোদার ইবাদত কর যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনিই উত্তম তত্বাবধায়ক। এরপরও কি তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিবে?"

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্যের উদ্যোগে ১১তম বার্ষিক শান্তি সম্মেলন সভা অনুষ্ঠিত

গত ৮ই নভেম্বর, ২০১৪ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যের উদ্যোগে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ১১তম বার্ষিক জাতীয় শান্তি ও সম্প্রীতি সভা।

এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রিয় ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বিশ্বের দরবারে তার বিশেষ বাণী সমাজের বিভিন্ন স্তরের নেতাদের কাছে পৌঁছে দেন।

উক্ত সভায় স্বতন্ত্র সরকারের মন্ত্রীবর্গ সহ, হাউস অফ কমন্সের সদস্য, ইউরোপীয়ান পার্লামেন্টের সদস্যসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার প্রায় ১০০০ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সভায় উইম্বলডনের ব্যারন লর্ড তারেক আহমদ, মিচাম ও মর্ডেনের মাননীয় সংসদ সদস্য Siobain McDonagh, Southwark গীর্জার Archbishop Emeritus Kevin McDonald, সরকারের মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য Rt Hon Justine Greening, স্বরাষ্ট মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য Rt Hon Ed Dave, উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে হাজারও দুঃস্থ শিশুদের মাঝে খাদ্য ও শিক্ষা পৌঁছে দেয়ার অনবদ্য অবদানের জন্য হুযূর (আই.) শান্তি পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন Mary's Meals এর প্রধান নির্বাহী Mr Magnus MacFarlane-Barrow-এর হাতে।

উপস্থিত সকলেই বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে আহমদীয়া জামা'তের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট জনাব রফীক আহমদ হায়াত সাহেব এ বছরের শান্তি পুরস্কার বিজয়ী হিসাবে অনবদ্য অবদানের জন্য Mr Magnus MacFarlane-Barrow এর নাম ঘোষণা করেন।

Mary's Meals এর প্রধান নির্বাহীকে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে হাজারও দুঃস্থ শিশুদের মাঝে খাদ্য ও শিক্ষা পৌঁছে দেয়ার জন্য জামা'তের পক্ষ থেকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

মূলত অনুষ্ঠান শুর হয় (আই.) বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। হুযূর (আই.) বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মাঝে বিদ্যমান অস্থিরতা, আর চরমপন্থী ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের ক্রমবর্ধমান গতি, বিশেষ করে ISIS উদাহরণ টেনে বলেন, কিভাবে এই গ্রুপটি সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে শান্তিপ্রিয় মুসলমানদেরকে বদনাম করে চলছে।

সাম্প্রতিক সময়ের কিছু উদাহরণ টেনে হুযূর বলেন, ধর্মকে ব্যবহার করে এরা কিভাবে ইসলামের দুর্নাম করে চলছে। হুযূর (আই.) কুরআন শরীফ থেকে অসং উদাহরন টেনে বলেন, ইসলাম আমাদের ধৈর্য, শান্তি ও স্বাধীনতার শিক্ষা দেয়। হুজুর বলেন এই সন্ত্রাসী দলগুলিকে বহি শক্তি তাদের পার্থিব স্বার্থে ব্যবহার করছে। হুযূর (আই.) আরও বলেন, বিশ্বের বড় নেতারা যদি সত্যিকার অর্থেই বিশ্বে শান্তির নেতৃত্র দিতে চান তবে, এখনই এই সন্ত্রাসী দলগুলোর অপতৎপরতা বন্ধ করতে হবে।

বিভিন্ন শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ হুযূর (আই.)-এর সাথে একান্ত সাক্ষাতে মিলিত হন।

তা নাহলে যুবকদের নৈতিক অবক্ষয় শুধুমাত্র মুসলমানদের সমস্যাই নয়, বরং পশ্চিমা বিশ্বের জন্য একটি বড় সমস্যার কারণ হয়ে দাড়াবে। হুযূর (আই.) বলেন সময় থাকতেই এর ব্যবস্থা নিতে হবে নতুবা প্রস্তুত থাকতে হবে আরো একটি বিশ্ব যুদ্ধের জন্য। যেমনটি আমি আগেও উল্লেখ করেছিলাম।

বক্তব্য শেষ করবার পূর্বে হুযূর (আই.) উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং বলেন, আমি দোয়া করি যেন আপনারা সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে সক্ষম হন। নীরব দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে। এরপর অতিথিদের মাঝে নৈশভোজ পরিবেশন করা হয়। ভোজনের পর বিভিন্ন শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ হুযূর (আই.)-এর সাথে একান্ত সাক্ষাতে মিলিত হন। যেখানে বিভিন্ন সংগঠনের সাংবাদিক ভাইরা হুযূর (আই.)-এর বক্তব্যের ওপর প্রশ্ন করেন। হুযূর (আই.) বলেন, এ সমস্যার সমাধান সাংবাদিকদের মাধ্যমে রাজনীতিবিদের কাছে পৌঁছাতে চান, কেননা এর সমাধানের গুরু দায়িত তাদের ওপরই বর্তায়।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বেনিনের ১২তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বেনিন এ বছর ১৯শে সেপ্টেম্বর থেকে ২১শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত (Dassa) ডাসা'তে তাদের ১২তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা আয়োজনের সৌভাগ্য লাভ করে। এ আয়োজনের জন্য সরকারের পক্ষ হতে একটি কলেজ ভবন বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে একে ইজতেমা উপযোগী করে সাজানো হয়। ১৮ই সেপ্টেম্বর দুপুর থেকে দলে দলে খোদ্দাম ও আতফালরা ইজতেমা গাহে সমবেত হতে আরম্ভ করে। ১৯ তারিখ বাজামাত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে ইজতেমার আনুষ্ঠানিতা আরম্ভ হয় এবং ফজর নামাযের পর এই আয়োজনের গুরুত্ব ও মর্ম সম্পর্কে দরস প্রদান করা হয়।

কুরআন পাঠের মাধ্যমে প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়, এরপর সদর খোদ্দাম জনাব লোকমান বাছিরো উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর বিভিন্ন ধর্মীয় ও ক্রিড়া প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। ২০ তারিখ সকালে প্রাতঃরাশের পর রীতি অনুসারে খোদ্দামগণ শহরের মধ্যদিয়ে প্রায় ৬ কিলোমিটার পথ পায়ে হেটে প্রদক্ষিণ করে। ২১শে সেপ্টেম্বর স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী পালন করা হয়। এতে খোদ্দামরা উৎসাহের সঙ্গে অংশ নেয় এবং ৪০ ব্যাগ রক্ত সংগ্রহ করা হয়।

ইজতেমার সমাপনি অধিবেশনে বিশেষ অতিথি হিসেবে বেনিনের আমীর রানা ফারুক আহমদ সাহেব উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র কুরআন ও নযম পাঠের পর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া আইভরিকোষ্ট এবং নাইজেরিয়ার প্রতিনিধিগণ শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন এবং ইজতেমার সফল আয়োজনের জন্য খোদ্দামুল আহমদীয়া বেনিনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান এবং সদর সাহেবের হাতে স্মারক ক্রেষ্ট তুলে দেন। ৪৩৩জন এই মহতি ইজতেমায় উপস্থিত ছিলেন আর দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমা সমাপ্ত হয় বলে সূত্র জানিয়েছে।

কানাডার রিজাইনাতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় গত ১লা অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে সাস্কাচুয়ান (Saskatchewan) প্রদেশের রাজধানী (Regina) শহরে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের একটি মসজিদ কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। প্রাদেশিক মন্ত্রী মার্ক ডাকাটি (Mark Docherty), রিজাইনা শহরের মেয়র মাইকেল ফুজের (Michael Fougere), পুলিশ প্রধান ট্রয় হাগেন (Troy Hagen) ও অগ্নিনির্বাপক বাহিনী প্রধান রিক ম্যাকলও (Rick McCullough) আগত মেহমানদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কানাডার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট জনাব লাল খান মালিক উপস্থিত মেহমানদের উদ্দেশ্যে বলেন, আল্লাহ্‌র ইবাদতে মসজিদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এই মসজিদ এক আল্লাহ্‌র সকল ইবাদতকারীর জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

অতঃপর জনাব লাল খান মালিক নিরব দোয়া পরিচালনা করেন এবং প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এরপরে উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ পর্যায়ক্রমে প্রস্তর স্থাপন করেন।

৪০০০ বর্গফিটের এই কমপ্লেক্স-এ পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা ২টি নামাযের স্থান, ইমাম সাহেবের বাসস্থান, একটি পাঠাগার ও বাচ্চাদের খেলার স্থান থাকবে। আশা করা যাচ্ছে এই মসজিদ কমপ্লেক্সটির নির্মাণ আগামী ২০১৬-র মধ্যে সম্পন্ন হবে। ইনশাআল্লাহ্।

এই মহতী অনুষ্ঠানে আহমদী এবং অ-আহমদীসহ প্রায় দুই শতাধিক মেহমানের সমাগম হয় এবং বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম অনুষ্ঠানের সংবাদ গুরুত্বসহকারে প্রচার করে।

ইসলাম-ই আমাদের ধর্ম

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন:

"আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারাংশ ও সারমর্ম হলো- **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্**। এ পার্থিব জীবনে আমরা যা বিশ্বাস করি এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ও তাঁরই প্রদত্ত তওফীকে যা নিয়ে আমরা এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করবো তা হচ্ছে, আমাদের সম্মানিত নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) হলেন **'খাতামান্ নবীঈন'** ও **'খায়রুল মুরসালীন'** যাঁর মাধ্যমে ধর্ম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং যে নেয়ামত দ্বারা সত্যপথ অবলম্বন করে মানুষ আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস রাখি, কুরআন শরীফ শেষ ঐশী-গ্রন্থ এবং এর শিক্ষা, বিধান, আদেশ ও নিষেধের মাঝে এক বিন্দু বা কণা পরিমাণ সংযোজনও হতে পারে না আর বিয়োজনও হতে পারে না। এখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন কোন ওহী বা ইলহাম হতে পারে না যা কুরআন শরীফের আদেশাবলীকে সংশোধন বা রহিত কিংবা কোন একটি আদেশকেও পরিবর্তন করতে পারে। কেউ যদি এমন মনে করে তবে আমাদের মতে সে ব্যক্তি বিশ্বাসীদের জামাত বহির্ভূত, ধর্মত্যাগী ও কাফির। আমরা আরও বিশ্বাস রাখি, সিরাতে মুস্তাকীমের উচ্চমার্গে উপনীত হওয়া তো দূরের কথা, কোন মানুষ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ছাড়া এর সামান্য পরিমাণও অর্জন করতে পারে না। আমরা আমাদের নবী (সা.)-এর সত্যিকার ও পূর্ণ অনুসরণ ছাড়া কোন ধরনের আধ্যাত্মিক সম্মান ও উৎকর্ষ কিংবা মর্যাদা ও নৈকট্য লাভ করতে পারি না।"

[ইযালায়ে আওহাম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮]

কানাডার সাসকোটনে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনী ও তাঁর শান্তির বার্তা চিত্রায়িত করে প্রদর্শনীর আয়োজন

খোদা তা'লার অশেষ কৃপায় গত ১২ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সাসকোটন-এ পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী ও তাঁর শান্তির বার্তা চিত্রায়িত করে 'নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর বিস্ময়কর কাহিনী' শিরোনামে তা প্রদর্শনের আয়োজন করে, আলহামদুলিল্লাহ।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত পেশ এবং প্রেইরীর রিজিওনাল আমীর মোহতরম তানভীর শাহ সাহেব কর্তৃক সংক্ষিপ্ত এক উদ্বোধনী ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়, যেখানে অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে তিনি এ ব্যাখ্যা দান করেন যে, এটির উদ্দেশ্য হচ্ছে পবিত্র নবী (সা.)-এর অনুকরণীয় চরিত্রের ওপর আলোকপাত এবং পবিত্র ধর্ম ইসলামে সন্ত্রাসবাদের কোন স্থান নেই, সে বিষয়টি স্পষ্ট করা।

দু'ঘন্টার এ অনুষ্ঠানে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মুবারক জীবনের অবদানগুলোর বেশ কিছু ঘটনা, কাসিদা, দরূদ, বর্ণনামূলক প্রামাণ্য চিত্রের মাধ্যমে মিশনারী জনাব জাহিদ আবিদ এবং কতিপয় শিশুসহ আরো ক'জন এবং উপস্থাপক সুউচ্চ আবেগ নিয়ে উপস্পাপন করেন, যা অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণকারী সবার হৃদয় স্পর্শ করায় প্রত্যেকটি পর্ব শেষে তারা করতালি দেয়া থেকে বিরত থাকতে পারেনি।

২৫০ জন অতিথিসহ জীবনের সব পর্যায় থেকে আগত সর্বমোট ৩৮০ জন লোক এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এমটিএ, ইন্টারন্যাশনাল নিউজ, ওয়েষ্টার্ন কানাডা।

দোয়ার মাঝে বিস্ময়কর শক্তি নিহিত

ধৈর্য ও উত্তম পরিণাম লাভের দোয়া

رَبَّنَآ اَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا صَبۡرًا وَّتَوَفَّنَا مُسۡلِمِيۡنَ ﴿۱۲۷﴾

"রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়াতা ওয়াফ ফানা মুসলিমিন"

অর্থ: হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে ধৈর্য দান কর এবং আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দান কর।

(সূরা আ'রাফ : ১২৭)

জীবন সঙ্গী ও সন্তান-সন্ততির জন্য দোয়া

رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ اَزۡوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعۡيُنٍ وَّ اجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِيۡنَ اِمَامًا ﴿۷۵﴾

"রাব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াজিনা ওয়া জুর্‌রি ইয়াতিনা কুর্‌রাতা আ'ইউনিউওয়ায আলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা"

অর্থ: হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে আমাদের চক্ষুর স্নিগ্ধতা দান কর। আর আমাদেরকে মুত্তাকিদের (অর্থাৎ খোদা-ভীরুদের) ইমাম (ও নেতা) বানাও।

(সূরা ফুরকান : ৭৫)

মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ-এর ৩৬তম বার্ষিক ইজতেমা-২০১৪ সফল হোক

মহান আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে ও হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর আশিসক্রমে আগামী ২৫, ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ-এর ৩৬তম বার্ষিক ইজতেমা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর কেন্দ্র দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। উক্ত ইজতেমার প্রথম অধিবেশন ২৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল ১০.০০ ঘটিকায় শুরু হবে। ইজতেমায় সকল আনসারুল্লাহ সদস্যদের যোগদান করার আহ্বান জানাচ্ছি।

ইজতেমার সার্বিক সফলতার জন্য সকলের কাছে বিশেষভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

চেয়ারম্যান
৩৬তম ইজতেমা কমিটি
মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ

ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার প্রতি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর বিশেষ উপদেশ

(১) ভবিষ্যতে উচ্চ শিক্ষা ছাড়া মানুষের জীবন-যাপন খুব কষ্টের হবে।

(২) আহমদী ছাত্রদের জন্য উচ্চ শিক্ষা লাভ একান্ত জরুরী। কারণ দুনিয়ার মানুষ উচ্চ শিক্ষিতদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। আহমদীরা যদি উচ্চ শিক্ষিত হন, মুত্তাকী (তাকওয়াশীল) হন এবং শরিয়তের বিধান মেনে চলেন, তাহলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে চলে আসতে থাকবে। যদি কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নত ও উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন এবং এটা ধর্মের সেবার উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে এটাই তার জন্য ধর্মীয় শিক্ষার মত সম্মানজনক হবে।

(৩) আহমদী পিতামাতা নিজেরা শিক্ষিত হন বা না হন, সন্তানদের শিক্ষার প্রতি পুরোপুরি দৃষ্টি দিবেন। আহমদী ছাত্রদের উচিত দেশের শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। তারা যেন দেশের কায়েদ তথা পথ প্রদর্শক হন।

(৪) পিতামাতার উচিত তারা যেন নিজেদের গৃহের পরিবেশ এরকম বানান যেখানে ছেলেমেয়েরা আধুনিক শিক্ষার সাথে ধর্মীয় শিক্ষাও অর্জন করবে। প্রত্যেক আহমদী ছাত্র উচ্চ শিক্ষার ময়দানে সর্বদা এগিয়ে থাকবে।

(৫) উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য আহমদী ছাত্রদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। সুতরাং তোমরা অযথা সময় নষ্ট করবে না। পিতামাতার জন্য এটা ফরয, তাদের ছেলে মেয়েরা ঠিক মত লেখাপড়া করছে কি না তা নেগরানি করবেন।

(৬) আহমদী ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তাভাবনা এবং জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অতি উন্নত এবং উচ্চ পর্যায়ের হওয়া উচিত। কঠিন পরিশ্রম ও দোয়ার অভ্যাস করা প্রয়োজন। প্রত্যেক পরীক্ষায় ৮০% এর বেশি নম্বর এবং নিজের ক্লাসে প্রথম স্থান লাভ করা উচিত। শিক্ষা বোর্ডের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম দশ জনের মধ্যে থাকা আবশ্যক।

(৭) শিক্ষা জীবনে ছাত্রীরা পর্দা এবং পোশাক সম্পর্কে কুরআন শরীফের নির্দেশনাবলী কঠোরভাবে মেনে চলবে। যখন আহমদী মেয়েদের বিয়ের বয়স হয়ে যায়, তখন তাদের বিয়ে দিয়ে দেয়া প্রয়োজন। তারপরও পড়াশোনা চালাতে পারবে।

(৮) ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিদিন ক্লাসে যা পড়ানো হয়েছে তা বাড়ি এসে ভাল করে পড়ে নিবে। দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা গৃহে ফিরে কমপক্ষে চার ঘন্টা পড়াশোনা করবে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ঘরে কমপক্ষে ছয় ঘন্টা পড়াশোনা করবে। আমেরিকাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা গড়ে প্রতিদিন চৌদ্দ ঘন্টা পড়াশোনা করে। সিলেবাসের বাইরের বইও পড়ে। ইউরোপে গড়ে তের ঘন্টা এবং রাশিয়াতে গড়ে প্রতিদিন বার ঘন্টা পড়াশোনা করে।

(৯) আহমদী ছাত্ররা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ পরিচিত হবে। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, কথা-বার্তা এবং চারিত্রিক গুণাবলীর কারণে সবাই তাদেরকে ভাল জানবে। তারা ইসলামী আদর্শের উত্তম উদাহরণ হবে।

(১০) আহমদী ছাত্ররা সর্বদা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকবে। চিরকৃতজ্ঞ বান্দা হবে। তারা কুরআন মজীদ থেকে জ্ঞান অর্জন করবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, জীবনের আসল উদ্দেশ্য ইবাদতকারী বান্দা হওয়া। প্রতিদিন নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে। যারা নামাযী হবে আল্লাহ্ তাদের নিরাপত্তা প্রদান করবে। আল্লাহ্‌র এই প্রতিশ্রুতি থেকে উপকৃত হওয়া প্রয়োজন।

(১১) আহমদী ছাত্রদের মাঝে বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হওয়া উচিত। তারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করবে; মন্দ থেকে দূরে থাকবে। আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক রাখবে। সবাই চিনবে ও জানবে যে, তারা আহমদী, তারা নীতিবান ও আদর্শবান। একথা বলতে বাধ্য হবে যে, আহমদীরা চরিত্রবান, ইবাদতকারী এবং দেশ ও দশের সেবা করে।

(১২) আহমদী ছাত্ররা ইবাদতগুযার হবে। সাথে সাথে দেশ ও জাতির সেবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবে এবং প্রস্তুত থাকবে। এতে করে আল্লাহ্ তা'লা তাদের পড়াশোনা সহজ করে দিবেন।

(১৩) আহমদী ছাত্ররা প্রতিদিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বই পড়বে। সাধারণ জ্ঞানের জন্য পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন ভালভাবে পড়বে।

(১৪) পরীক্ষার হলে পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে হাত তুলে দোয়া করার পর পরীক্ষা দেয়া শুরু করবে।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন, ৩০ এপ্রিল ২০১০)

পর্দা সম্পর্কে খলীফাতুল মসীহ্-র দিক নির্দেশনা

পর্দা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, "বোরকা সম্বন্ধে সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, বোরকা যেন জাকজমক ও আরম্বড়পূর্ণ না হয়। বোরকার কাপড় যেন এমন না হয় যা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আর এর কাপড় কাটা ও শেলাইয়ের সময় যেন লৌকিকতা অবলম্বন না করা হয়। বরং বোরকা যেন সাদামাটা কাপড় দিয়ে সাধারণভাবে শেলাই করে ঢিলে ঢালা করে তৈরী করা হয়, যাতে শরীরের গঠন বা কাঠামো গোপন থাকে। বোরকা এমনভাবে বানাতে হবে যাতে পর্দার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় এবং সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে বোরকাই যেন লৌকিকতার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়, আর দেহের গঠন যেন প্রকাশ না পায়।"

"আমি এ খুতবার মাধ্যমে ঐ সকল লোকদের– যারা নিজেদের স্ত্রীকে বেপর্দায় রাখেন তাদের তাকিদ দিচ্ছি এবং তাদেরকে স্বীয় ইসলামের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছি। ...মিশ্র মজলিসে মেয়েদের যাওয়া এবং পুরুষদের সামনে নিজেদের মুখ অনাবৃত করা এবং তাদের সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলা ...এই সমস্তই নাজায়েজ কাজ। প্রয়োজনের সময় শরিয়ত তাদের কোন-কোন কাজের স্বাধীনতাও দান করেছে।

...কোন জটিলতাই এমন নয় যে, এর প্রতিকার শরিয়তে রাখেনি। কিন্তু এত বড় পুরস্কার দেয়া সত্ত্বেও যে খোদা তা'লা মানুষের সুবিধার জন্য সর্ব প্রকারের বিধান দিয়েছেন। যদি কোন ব্যক্তি পর্দা পরিত্যাগ করে তাহলে এর অর্থ সে কুরআনের অবমাননা করে। এরূপ মানুষের সাথে আমাদের কী সম্পর্ক থাকতে পারে? আমাদের জামা'তের মহিলা ও পুরুষদের জন্য এটা ফরজ যে, তারা যেন এরূপ আহমদী পুরুষ ও আহমদী নারীদের সাথে কোন সম্পর্ক না রাখেন।" (খুতবা জুমুআ, ৬ জুন ১৯৫৮)

"হয় পর্দা করতে হবে নয়তো জামা'ত ছেড়ে চলে যেতে হবে। কেননা আমাদের জামা'তের নিয়ম, কুরআন করীমের কোন আদেশ অমান্য করা যাবে না, হোক সেটা মৌখিক অথবা কার্যত, এরই মাঝে দুনিয়ার হেদায়াত ও নিরাপত্তা নির্ভরশীল।"

পর্দা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) বলেন- "কুরআন তাদেরকে (আহমদী মহিলাদের) এই বলে পর্দার হুকুম দিয়েছে, হয় পর্দা করতে হবে নয়তো জামা'ত ছেড়ে চলে যেতে হবে। কেননা আমাদের জামা'তের নিয়ম, কুরআন করীমের কোন আদেশ অমান্য করা যাবে না, হোক সেটা মৌখিক অথবা কার্যত, এরই মাঝে দুনিয়ার হেদায়াত ও নিরাপত্তা নির্ভরশীল।" (আল ফযল, ২৫ নভেম্বর, ১৯৭৮)

তিনি নরওয়ের রাজধানী অসলোতে এক অনুষ্ঠানে বলেন- "যে মহিলারা পর্দা করা জরুরী মনে করে না তাদের কাছে আমার প্রশ্ন তারা পর্দা ত্যাগ করে ধর্মের কি সেবা করেছে? এখন কেউ কেউ বলে থাকে আমাদেরকে এখানে পর্দা না করার অনুমতি দেওয়া হোক, এরপর তারা বলবে আমাদেরকে অর্ধ উলঙ্গ হয়ে সমুদ্রে গোসল করার ও বালুতে শুয়ে থাকার অনুমতি দেয়া হোক। আমি বলবো এরপর তারা যেন দোযখে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে, তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে শাস্তি নাযেলের পূর্বে যেন তারা নিজে নিজেই ভাল হয়ে যায়।" (পর্দা প্রগতির দিশারী)

পর্দা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) নসিহত করে বলেন, "বোরকার মাঝেও যেন কোন সীমাতিরিক্ত ফ্যাশন না করা হয়। প্রত্যেক সভায় আহমদী বাচ্চাদের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত করুন, আমার বেশি বড় বড় কাজের দরকার নেই, শুধু এই কথাগুলোর উপর দৃষ্টি রাখুন–নামাযের অভ্যাস, পর্দার পাবন্দী, সন্তানদের তরবিয়ত ও বেপরোয়া ফ্যাশন থেকে বাঁচা, এ সকল বিষয়ের তদারকী করবেন। আপনাদের সততা থাকা উচিত। বাইরের পরিবেশের ক্ষেত্রে সন্তানদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন।" (পাক্ষিক আহমদী, ১৫-৩১ ডিসেম্বর, ২০০৪)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক তাহরীককৃত দোয়াসমূহ

গত কয়েক দশক ধরে আহমদীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষভাবে পাকিস্তানে নির্যাতিত হয়ে আসছে। অন্যান্য দেশে এ অবস্থার পরিবর্তন হলেও পাকিস্তানে দিন দিন এ অবস্থা কঠিন রূপ ধারণ করছে। আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ্‌র প্রতি বেশী বিনত হতে হয়। গত ৩০ মে ২০১৪ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) পুনরায় পুরো জামাতকে দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিম্নোল্লিখিত ১০টি দোয়া বেশী করে করার আহ্বান করেছেন।

১ সূরা ফাতিহা অধিক হারে পাঠ করা।

২ দরূদ শরীফ নিয়মিত পাঠ করা ।

৩ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরূদ সম্বলিত নীচের ইলহামী দোয়াটিও বেশী বেশী করা।

سُبۡحَانَ اللّٰہِ وَ بِحَمۡدِہٖ سُبۡحَانَ اللّٰہِ الۡعَظِیۡمِ
اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ

"সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদ"

অর্থঃ আল্লাহ্ অতীব পবিত্র এবং তিনি তাঁর সমস্ত প্রশংসাসহ বিরাজমান। আল্লাহ্ পবিত্র যিনি অতীব মহান। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

পবিত্র কুরআনের দোয়া

৪

رَبَّنَاۤ اَفۡرِغۡ عَلَیۡنَا صَبۡرًا وَّ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَ انۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ

"রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন।" (সূরা বাকারা : ২৫১)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫

رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوۡبَنَا بَعۡدَ اِذۡ ھَدَیۡتَنَا وَ ھَبۡ لَنَا مِنۡ لَّدُنۡکَ رَحۡمَۃً ۚ اِنَّکَ اَنۡتَ الۡوَھَّابُ

"রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌হাব।" (সূরা আলে ইমরান: ৯)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিয়ো না, আর তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে বিরাট রহমতের ভাগী কর, নিশ্চয় তুমিই সবচেয়ে বড় দাতা।

৬

رَبَّنَا اغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوۡبَنَا وَ اِسۡرَافَنَا فِیۡۤ اَمۡرِنَا وَ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَ انۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ

"রাব্বানাগ ফিরলানা যুনূবানা ওয়া ইসরাফানা ফি আমরিনা ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাউমিল কাফিরীন" (সূরা আলে ইমরান: ১৪৮)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের কাজ-কর্মে আমাদের বাড়া-বাড়ি ক্ষমা কর। আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দোয়া

৭

اَسۡتَغۡفِرُ اللّٰہَ رَبِّیۡ مِنۡ کُلِّ ذَنۡۢبٍ وَّ اَتُوۡبُ اِلَیۡہِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ: আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

৮

اَللّٰھُمَّ اِنَّا نَجۡعَلُکَ فِیۡ نُحُوۡرِھِمۡ وَ نَعُوۡذُبِکَ مِنۡ شُرُوۡرِھِمۡ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়া

৯

رَبِّ کُلُّ شَیۡءٍ خَادِمُکَ
رَبِّ فَاحۡفَظۡنِیۡ وَانۡصُرۡنِیۡ وَارۡحَمۡنِیۡ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্‌নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী ।

অর্থ: হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএবহে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

১০

یَارَبِّ فَاسۡمَعۡ دُعَائِیۡ وَمَزِّقۡ اَعۡدَاءَکَ وَاَعۡدَائِیۡ وَاَنۡجِزۡ وَعۡدَکَ وَانۡصُرۡ عَبۡدَکَ وَاَرِنَا اَیَّامَکَ وَ شَھِّرۡلَنَا حُسَامَکَ وَلَا تَذَرۡ مِنَ الۡکَافِرِیۡنَ شَرِیۡرًا

"ইয়া রাব্বি ফাসমা' দুয়ায়ী ওয়া মায্‌যিক আ'দায়াকা ওয়া'দায়ী ওয়ানজিয ওয়া'দাকা ওয়ানসুর আব্‌দাকা ওয়া আরিনা আইয়ামাকা ওয়া শাহহিরলানা হুসামাকা ওয়ালা তাযার মিনাল কাফিরীনা শারীরা ।"

অর্থ: হে আল্লাহ্! আমার মিনতি শোন। আর তোমার ও আমার শত্রুকে ধ্বংস করে দাও, আর তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, তোমার বান্দাকে সাহায্য কর আর তোমার নিদর্শন প্রকাশের দিন আমাদেরকে দেখাও। আর তোমার তীক্ষ্ণ তরবারির ঝলক আমাদেরকে দেখাও এবং অস্বীকারকারীদের মাঝ থেকে কোন বিদ্বেষীকে ছেড়ে দিয়ো না।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

N AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536
H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 77 | 10th Issue

The Ahmadi

Fortnightly

30th November, 2014 Tk. 20.00

Regd. No. D. A.-12

সেই ১৯৮৮ সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১

নীচ তলা

রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২

ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,

০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার

অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)

(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)

ধানমন্ডি, ঢাকা।

ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"

মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta

CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com